Peace

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

বিয়ের আগে ও পরে

সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন

মূল

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী

সংকলনে

মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম

পরিমার্জনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।
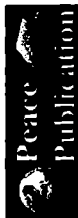
সুখী পরিবার
ও
পারিবারিক জীবন

প্রকাশিকা
মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম
নারী প্রকাশনী
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা - ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : নভেম্বর - ২০১১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা।

কৃতজ্ঞতায় স্বীকার

১. **আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল**
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ

২. **মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান**
গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ

৩. **মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুল্লাহ**
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ

৪. **আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর**
নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ

৫. **শহীদুল্লাহ খান আব্দুল মান্নান**
সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ

প্রকাশিকার কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহে **'সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন'** নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল ﷺ-এর ওপর। আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি সাহাবায়ে কিরামের।

'সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ তার পবিত্র যৌবন কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করবে, এ সম্পর্কে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

ইসলাম পরিকল্পিত জীবনকে চরমভাবে উৎসাহিত করেছে। আমাদের রাষ্ট্রের আহ্বান হল- 'ছেলে হউক মেয়ে হউক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট'। এটিকে আরো উন্নত করে বলা হয় "দু'টি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়"। আমরা হয়তো আরো কিছু দিন পরে শুনতে পাব কোন সন্তান না হলেই ভাল। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমরা এমন নারী বিয়ে করো যারা অধিক সন্তানদানে সক্ষম। রাসূল ﷺ-এর পবিত্র এ বাণীকে আমরা কী বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছি না?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। অথচ আমরা মোহরানা না দিয়ে তাদের থেকে যৌতুক আদায় করছি। মোহরানা আদায় না করার কারণে হাশরের ময়দানে আমরা (পুরুষ) গুনাগারের কাতারে শামীল হবো এবং এ সমস্ত কারণে আমাদের সন্তানগুলো হচ্ছে ইসলাম বিমূখ।

'সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন' এ বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তাত্ত্বিক আলোচনা সম্বলিত কোনো গ্রন্থ না থাকায় আমরা অনেক দিন থেকে এ রকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের নিরীখে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে গ্রন্থটি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত গ্রন্থটি **মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী** থেকে সংকলিত। এটি আমরা আমাদের মতো করে সম্পাদনা ও প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে এ মহান কাজে যারা সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল।

বইটি পরিমার্জনা করতে ইসলামের আলো, সৌদী আরব; ইসলামী প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ ও ইসলাম হাউসের সহযোগিতা নিয়েছি বলে তাদের জন্য রইল কৃতজ্ঞতা।

বইটি ভাল লাগলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের পারিবারিক বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন।

সূচিপত্র

বিবাহ

তালাক

ইবাদত

পবিত্রতা

দণ্ড-শাস্তির শ্রেণীভেদ

ফরায়েজ

মহিলা বিষয়ক বাছাইকৃত হাদীস

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি – ২০১১

দ্বিতীয় বিভাগ

তৃতীয় ভাগ

একটি পর্যালোচনা : নারী উন্নয়ন নীতিমালা – ২০১১

বিবাহ

১. বিবাহ সংক্রান্ত বিধি-বিধান

বিবাহের হিকমত : প্রতিটি সৃষ্টিকুলে বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর একটি নিদর্শন। এটি জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মাঝে সাধারণভাবে উন্মুক্ত। আর মানুষের প্রসঙ্গটি মহান আল্লাহ তার অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় যৌনচর্চা করার পথ খোলা রাখেননি। বরং তার উপযুক্ত সম্মানজনক বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা মানব জাতির মর্যাদার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্মান হেফাযত হয়। আর তা হলো শরিয়ত সম্মত বিবাহ। এর দ্বারা একজন পুরুষের অপর মহিলার সাথে সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন হয়। এটি উভয়ের সন্তুষ্টি ও ইজাব-কবুল এবং ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রতীক। এর দ্বারা সঠিক পদ্ধতিতে যৌন চাহিদা মেটানো হয়। আর বংশানুক্রম বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং মহিলারা হেফাজতে থাকে প্রত্যেক ক্ষতিকারীর ক্ষতি থেকে।

বিবাহর ফযীলত : বিবাহ হলো সকল নবী-রাসূলের সবচেয়ে গুরুত্ব একটি সুন্নাত। যে সুন্নাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ও নবী করীম ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"আর এক নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে।" [সূরা রূম : আয়াত-২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً .

"আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।" [সূরা রা'দ : আয়াত-৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে এমন সব যুবক ছিলাম যাদের কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য বললেন : "হে যুবকের দল! তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি 'বা'আত' তথা দৈহিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে; কারণ এটি চক্ষুকে নিচু রাখে এবং যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে। আর যে সক্ষম হবে না তার প্রতি রোযা; কারণ রোযা হল তার যৌন ক্ষমতার জন্য দমনকারী।"

(বুখারী : হাদীস নং ৫০৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ১৪০০)

বিবাহ কি? : বিবাহ হচ্ছে শরিয়তের একটি বন্ধন, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর আপোষে একে অপরকে সম্ভোগ করা বৈধ হয়ে যায়।

বিবাহের হুকুম

১. যার যৌন ক্ষুধা রয়েছে এবং যেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় নেই তার জন্য বিবাহ করা সুন্নত; কারণ এর মাঝে রয়েছে নর-নারী ও উম্মতের অনেক উপকার।

২. যে ব্যক্তি বিবাহ না করলে যেনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার প্রতি বিবাহ করা ওয়াজিব। নবদম্পতি তাদের বিবাহ দ্বারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র এবং আল্লাহর হারামকৃত যেনায় লিপ্ত হওয়া থেকে সংরক্ষণের নিয়ত করবে। এর ফলে তাদের মধুর মিলন সদকায় পরিণত হবে।

বিবাহ জায়েয হওয়ার রহস্য

১. বিবাহ এমন একটি কাজ যা দ্বারা সৎ পরিবেশ ও সুন্দর সমাজ গঠন এবং পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে সাহায্য করে। আর জীবনকে পূত-পবিত্র রাখে ও হারামে পতিত হওয়া থেকে সংরক্ষণ করে। এটি এক বাসস্থান ও প্রশান্তি। এর দ্বারা সৃষ্টি হয় ভালোবাসা, প্রণয়, মিল-মহব্বত ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রসারিত হয় প্রফুল্লতা।

২. বিবাহ হচ্ছে : সন্তান জন্মের সর্বোত্তম পন্থা এবং বংশকুল সংরক্ষণের পাশাপাশি বংশ বিস্তার করার জায়েয পদ্ধতি। এর দ্বারা জন্ম নেয় আপোষের মাঝে পরিচিতি, সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব।

৩. বিবাহ হচ্ছে– যৌন চাহিদা মেটানোর এক উত্তমপন্থা এবং হরেক করমের রোগ-বালা থেকে নিরাপদে থেকে যৌন চাহিদা পূরণ করার একমাত্র হালাল পন্থা।

৪. বিবাহের দ্বারা সৎ পরিবার গঠন হয়, যা সুন্দর সমাজের জন্য একটি ভাল বীজ স্বরূপ। স্বামী কষ্ট করে আয় উপার্জন করে, খরচ ও ভরণ পোষণ করে আর স্ত্রী সন্তানদের লালন-পালন করে এবং সংসার পরিচালনা ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে। এর দ্বারা সুসংগঠিত হয় সমাজের অবস্থা।

৫. বিবাহ দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বভাব পরিতৃপ্তি হয় যা সন্তানদের উপস্থিতিতে বেড়ে যায়।

একাধিক বিবাহ জায়েয হওয়ার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা একজন পুরুষের জন্যে সর্বোচ্চ চারজন মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয করেছেন এর অতিরিক্ত চলবে না। কিন্তু শর্ত হলো তার দৈহিক, অর্থনৈতিক ও তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একাধিক বিবাহের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উপকার। যেমন : লজ্জাস্থানের হেফাজত, যাদের বিবাহ করবে তাদেরকে পূত-পবিত্র রাখা এবং তাদের প্রতি ইহসান করা। এ ছাড়া বংশের বিস্তার লাভ, যার দ্বারা উম্মতের সংখ্যা এবং আল্লাহর ইবাদতকারীদের সংখ্যা বাড়ে। অতএব, যদি ভয় করে যে, তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না তাহলে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীকে বিবাহ করবে অথবা দাসী গ্রহণ করবে। আর দাসীর জন্য পৃথক কোন দিন ভাগ করা ওয়াজিব নয়।

১. **আল্লাহ তা'আলার বাণী** : "আর যদি ইয়াতিম মেয়েদের ব্যাপারে যথাযথভাবে তাদের অধিকার পূরণ করতে পারবে না এ ভয় কর, তবে

সেসব নারীদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে।" [সূরা নিসা : ৩]

২. প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ একাধিক বিবাহকে যখন হালাল করেছেন তখন অন্য দিকে এটি নিজস্ব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হারাম করে দিয়েছেন। যেমন : দু' বোনকে একত্রে বিবাহ্ করা হারাম। অনুরূপ ফুফু ও ভাতিজীকে এবং খালা ও ভাগিনীকে; কারণ এর ফলে সৃষ্টি হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও জন্ম নিবে নানা রকমের আপোষে দুশমনি। নিশ্চয় সতীনদের মাঝে ঈর্ষা বড় কঠিন।

বিবাহের শর্তসমূহ : বিবাহ্ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্ত হলো :

* বর-কনের নির্দিষ্টকরণ।

* বর-কনের উভয়ের সন্তুষ্টি।

* অলি ব্যতীত কোন নারীর বিবাহ বৈধ নয়।

* মোহরানা দ্বারা বিবাহ্ সংঘটিত হওয়া।

* বর-কনেকে নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হওয়া যেমন : দু'জনের বা কোন একজনের মাঝে এমন কিছু পাওয়া, যা বিবাহকে বাধা দেয়। চাই তা বংশের জন্য হোক বা অন্য কোন কারণের জন্য হোক যেমন : দুধ পান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইত্যাদি।

অভিভাবক হওয়ার জন্য শর্ত : অভিভাবককে পুরুষ, স্বাধীন, সাবালক (প্রাপ্তবয়স্ক), বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। বর-কনের দ্বীন একই হওয়া শর্ত। নও মুসলিমা নারী যার কোন অভিভাবক নেই তার অভিভাবক দেশের বাদশাহ নিজেই বা তাঁর প্রতিনিধি। অভিভাবক মেয়ের বাবা, তিনিই তার বিয়ে দেয়ার সর্বাধিক হকদার। অত:পর বাবা যার অসিয়ত করবেন। এরপর দাদা। এরপর ছেলে অত:পর ভাইয়ের পর চাচা। অত:পর বংশের সবচেয়ে নিকটের আসাবা (আসাবা বলা হয়: নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে।) এরপর দেশের বাদশাহ।

বিবাহের আক্বদের সময় সাক্ষী রাখার হুকুম : বিয়ের আক্বদের জন্য দু'জন বিবেকবান ও সাবালক এবং ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকা ওয়াজিব। যদি বিবাহের

প্রচার হয় এবং তার ওপর দু'জন সাক্ষী রাখা হয় তবে উত্তম। আর যদি দু'জন সাক্ষী ব্যতীতই প্রচার হয় অথবা সাক্ষী রাখা হয় প্রচার ছাড়া তবুও বিবাহ বিশুদ্ধ হবে।

* যখন নিকটের অভিভাবক বাধা দিবে অথবা অভিভাবক যোগ্য না কিংবা অনুপস্থিত থাকবে যার সাক্ষাৎ কষ্ট ব্যতীত অসম্ভব, এমন অবস্থায় তার পরের স্তরের অভিভাবক বিবাহ দিবেন।

* অভিভাবক ব্যতীত বিবাহের হুকুম : অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ বাতিল। বিচারকের নিকট তার বিয়ে বিচ্ছেদ অথবা স্বামী থেকে তালাক করানো ওয়াজিব। আর যদি বাতিল বিয়ের দ্বারা সহবাস হয় তবে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বৈধ করার জন্য মহরে মেছাল দিতে হবে।

বিবাহতে কুফু তথা উপযুক্ততা : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপযুক্ত হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য শর্ত হলো : দ্বীন ও স্বাধীনতা। অতএব, অভিভাবক যদি সতী-সাধ্বী মেয়ের কোন ফাজের তথা পাপিষ্ঠ-লম্পটের সাথে কিংবা স্বাধীন মহিলাকে কোন দাসের সাথে বিবাহ দেয়, তবে বিয়ে বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু মহিলার জন্য অধিকার রয়েছে বিবাহ বন্ধনে অটুট থাকা অথবা বিয়ে বিচ্ছেদ করা।

বিবাহের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যা করণীয় : যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চায় তার জন্য মুস্তাহাব হলো: একাকী নির্জনতা ছাড়াই মেয়ের এমন কিছু অংশ দেখা যা তাকে বিবাহের জন্য আকৃষ্ট করে। তার সঙ্গে মুসাফাহ করবে না এবং দেহের কোন অংশ স্পর্শ করবে না ও তার যা দেখবে তা কোথাও প্রকাশও করবে না। নারীও তার প্রস্তাবদাতাকে দেখবে। আর যদি নিজে দেখা অসম্ভব হয় তবে বিশ্বস্ত কোন নারীকে দেখার জন্য প্রেরণ করবে, সে দেখে এসে তার বিবরণ দিবে।

* কোন নারী স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করলে সর্বশেষ স্বামীই শেষ বিচার দিবসে স্বামী হিসেবে পাবে।

অন্য ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেয়ার বিধান : প্রস্তাব বা অন্য কোন বিষয়ে ছবি দেয়া-নেয়া হারাম। আর পুরুষের প্রতি হারাম হলো অন্য ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেয়া। তবে যদি প্রথমজন ছেড়ে দেয় বা তাকে অনুমতি দেয় কিংবা মেয়ের পক্ষ থেকে প্রথম ব্যক্তিকে না করে দেয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যদি প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেয় আর বিবাহ হয়ে

যায়, তবে আক্বদ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু সে পাপী হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমান বলে বিবেচিত হবে।

কন্যার অভিভাবকের প্রতি ওয়াজিব হলো : একজন সৎ ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে চেষ্টা-তদবির করা। মেয়ের বা বোনের কোন ভাল ও সৎ ছেলের কাছে বিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করায় কোন অসুবিধা বা দোষের কথা নয়।

ইদ্দত পালনকারিণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার হুকুম : মৃত স্বামী বা তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারী নারীকে সুস্পষ্টভাবে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হারাম। তবে অস্পষ্টভাবে প্রস্তাব দেয়া বৈধ। যেমন: পুরুষ বলবে : আমি তোমার মতকে চাই। জবাবে মহিলা বলবে : তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না ইত্যাদি।

* তিন তালাকের কম তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দু'ভাবেই প্রস্তাব দেয়া জায়েয। কিন্তু রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারিণীকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট যে কোন ভাবেই প্রস্তাব দেয়া হারাম।

মহিলার আক্বদের সময় : পবিত্র ও মাসিক অবস্থায় মহিলার বিবাহের আক্বদ করা বৈধ। কিন্তু মাসিক অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। আর পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া বৈধ। এর হুকুম পরে আসবে (ইনশাআল্লাহ)।

বিবাহের আক্বদ বিশুদ্ধ হওয়ার রোকন

১. বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার কোন বাধা ছাড়াই (যেমন : দুধ পান ও ভিন্ন দ্বীন ইত্যাদি) বর-কনের অস্তিত্ব থাকা।

২. **ইজাব পাওয়া :** মেয়ের অভিভাবক কিংবা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে এ বলা যে, আমি তোমার সাথে অমুক কন্যার বিবাহ দিলাম কিংবা তোমাকে মালিক বানিয়ে দিলাম ইত্যাদি শব্দ বলা।

৩. **কবুল পাওয়া :** স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে বলা : আমি এ বিবাহ কবুল করলাম... ইত্যাদি শব্দ বলা। কাজেই, যখন ইজাব ও কবুল পাওয়া যাবে, তখন বিবাহের আক্বদ হয়ে যাবে।

বিবাহ দেয়ার জন্য মহিলাদের অনুমতি নেয়ার হুকুম : মেয়ে কুমারী হোক বা বিবাহিতা হোক তার অভিভাবকের প্রতি ওয়াজিব হলো : বিবাহ দেয়ার আগে তার অনুমতি গ্রহণ করা। মেয়ে যাকে ঘৃণা করে তার সঙ্গে বিয়ের জন্য তাকে বাধ্য করা বৈধ নয়। যদি তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত তার বিবাহ দেয় তবে তার বিয়ের আকদ বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ : قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟ قَالَ : اَنْ تَسْكُتَ.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করে : "বিবাহিতা মহিলার নির্দেশ তলব ব্যতীত তার বিয়ে দেয়া চলবে না এবং কুমারী মহিলার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়া যাবে না।" তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন : কুমারীর অনুমতি আবার কীভাবে? তিনি (রা) বললেন: "তার চুপ থাকাই অনুমতি।" (বুখারী : হাদীস নং ৫১৩৬, মুসলিম : হাদীস নং ১৪১৯)

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ (رضـ) : اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

২. খানসা বিনতে খেযাম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একজন বিবাহিতা মহিলা ছিলেন। তার বাবা তার অনুমতি ব্যতীতই বিবাহ দেন। আর তিনি এ বিবাহকে অপছন্দ করেন। ফলে নবী করীম ﷺ-এর নিকটে আগমন করলে তিনি ﷺ তার বিবাহকে বাতিল করে দেন।" (বুখারী : হাদীস নং ৫১৩৮)

* নয় বছরের কম বয়সের মেয়ের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীতই তার জন্য উপযুক্ত ছেলের সাথে বিবাহ দেয়া বাবার জন্য বৈধ।

* বিবাহের প্রস্তাবের আংটির নামে পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা চলবে না; কারণ এটি শরিয়তে হারাম ও কাফেরদের সাথে সদৃশ।

বিবাহের খুৎবা পাঠ করার হুকুম : আক্বদকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো : আক্বদের পূর্বে খুৎবায়ে হাজাত পাঠ করা। যেমন :খুৎবাতুল জুমু'আয় উল্লেখ হয়েছে। এটি বিবাহ ও অন্যান্য খুৎবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা হলো "ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতাঈনুহ্ --------।" অত:পর খুৎবায় উল্লেখিত আয়াতগুলো পাঠ করবেন। এরপর তাদের মাঝে আক্বদ তথা বন্ধন করে দিবেন এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী রাখবেন।

ফাতিমা (রা)-এর বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুৎবা

ফাতিমা (রা)-এর বিয়ের খুতবা : ফাতিমা ও আলী (রা)-এর বিয়েতে প্রদত্ত নবী করীম ﷺ-এর খুতবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِهٖ، اَلْمَعْبُوْدُ بِقُدْرَتِهٖ، اَلْمَرْهُوْبُ مِنْ عَذَابِهٖ، اَلْمَرْغُوْبُ فِيْمَا عِنْدَهٗ، اَلنَّافِذُ اَمْرَهٗ فِىْ سَمَائِهٖ وَاَرْضِهٖ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهٖ، وَمَيَّزَهُمْ بِاَحْكَامِهٖ، وَاَعَزَّهُمْ بِدِيْنِهٖ، وَاَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ الْمُصَاهِرَةَ لاَحِقًا، وَاَمِرًا مُفْتَرِضًا، وَوَشَّجَ بِهٖ الْاَرْحَامَ، وَاَلْزَمَهُ الْاِنَامَ، قَالَ تَبَارَكَ اِسْمُهٗ، وَتَعَالٰى ذِكْرُهٗ : وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا فَاَمْرُ اللّٰهِ يَجْرِىْ اِلٰى قَضَائِهٖ وَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدَرٌ، وَلِكُلِّ قَدْرٍ اَجَلٌ يَمْحُو اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ - ثُمَّ اِنَّ رَبِّىْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ، وَقَدْ زَوَّجْتُهَا اِيَّاهُ عَلٰى اَرْبَعَمِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ، اِنْ رَضِىَ بِذٰلِكَ عَلِىٌّ -

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহের কারণে প্রশংসিত, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে উপাস্য, শাস্তির কারণে ভীতিপ্রদ এবং তাঁর নিকট যা কিছু রয়েছে তার জন্য প্রত্যাশিত। আসমান ও যমীনে তিনি স্বীয় বিধান বাস্তবায়নকারী। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা এ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, তারপর বিধি নিষেধ দ্বারা তাদেরকে পার্থক্য করেছেন, দ্বীনের মাধ্যমে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ

তা'আলা বিবাহ্ ব্যবস্থাকে পরবর্তী বংশ রক্ষার পন্থা এবং একটি অবশ্যকরণীয় কাজ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা রক্ত সম্পর্ককে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা সৃষ্টি জগতের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন।

(জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-৩/৩৪৪)

যাঁর নাম অতি বরকতময় এবং যাঁর স্মরণ সুমহান, তিনি বলেছেন : তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার প্রতিপালক সবকিছু করতে সক্ষম। অতএব আল্লাহর নির্দেশ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেকটি চূড়ান্ত পরিণতির একটি নির্ধারিত সময় আছে। আর প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময়ের একটি শেষ আছে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা বিলীন করেন এবং স্থির রাখেন। আর মূল গ্রন্থ তাঁর নিকটই রয়েছে।'

অতঃপর, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন আলীর সাথে ফাতিমার বিয়ে দিই। আর আমি তাঁকে চার শত মিছকাল' রূপার বিনিময়ে তার সাথে বিয়ে দিয়েছি- যদি এতে আলী সন্তুষ্ট থাকে।'

নবী করীম ﷺ-এর খুতবার পর তৎকালীন আরবের প্রথানুযায়ী বর আলী (রা) ছোট্ট একটি খুতবা দেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং রাসূলের প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন–

فَانَّ اِجْتِمَاعَنَا مِمَّا قَدَّرَهُ قَدَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوْرَضِيَهُ، وَالنِّكَاحُ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ بِهٖ وَاَذِنَ فِيْهِ، وَهٰذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجَنِىْ فَاطِمَةَ اِبْنَتَهُ عَلٰى صَدَاقِ اَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَّثَمَانِيْنَ دِرْهَمًا، وَرَضِيْتُ بِهٖ فَاسْئَلُوْهُ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا .

"আমাদের এ মজলিশ, আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর বিয়ে হলো, আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন এবং যে বিষয়ে অনুমতি দান করেছেন। এ যে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর মেয়ে ফাতিমার সাথে আমাকে চার শত আশি দিরহাম মোহরের বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি। অতএব আপনারা তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

(প্রাগুক্ত-৩/৩৪৫)

এভাবে অতি সাধারণ ও সাধারণভাবে আলীর সাথে রাসূলের কন্যা ফাতিমাতুয যাহ্‌রার বিয়ে সম্পন্ন হয়। অন্য কথায় ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ও গৌরবময় বৈবাহিক সম্পর্কটি স্থাপিত হয়।

স্ত্রী নির্বাচন : যে ব্যক্তি ববাহ করতে ইচ্ছুক তার জন্য স্নেহময়ী, ঘন ঘন সন্তান দেয় এমন, কুমারী, দ্বীনদার ও সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "মহিলাদেরকে চারটি জিনিসের জন্য বিবাহ করা হয়। (এক) সম্পদের জন্য। (দুই) বংশ-বুনিয়াদের জন্য। (তিন) সৌন্দর্যের জন্য। (চার) দ্বীনের জন্য। অতএব, দ্বীনদারকেই প্রধান্য দাও। তোমার হাত ধূসরিত (কল্যাণজনক) হোক।"

(বুখারী : হাদীস নং ৫০৯০ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ১৪৯৯)

বিবাহের শুভেচ্ছা বিনিময়ের হুকুম : বিবাহের শুভেচ্ছা জানানো মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَّاَ قَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ নবদম্পতিকে দু'আ করার সময় বলতেন : "বারাকাল্লাহু লাকুম, ওয়া বারাকা 'আলাইকুম, ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইর।" আল্লাহ তোমাদের জন্য ও তোমাদের প্রতি বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের মাঝে কল্যাণময় সুসম্পর্ক করে দিন।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ : হাদীস নং ২১৩০, ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ১৯০৫)

* আক্বদের পরে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে এবং নির্জনে হওয়া ও উপভোগ করা জায়েয; কারণ সে এখন তার স্ত্রী। কিন্তু এ সবই প্রস্তাবের পরে ও আক্বদের আগে হারাম।

সর্বোত্তম মহিলা : সর্বোত্তম নারী হলো সেই সতী সাধবী নারী যার প্রতি তার স্বামী তাকালে মনে আনন্দ পায়, আদেশ করলে তার আনুগত্য লাভ করে। আর স্বামীর বিপরীত চলে না এবং তার নিজের ও সম্পদের বিষয়ে স্বামী ও তাঁর রাসূল যা ঘৃণা করে তা করে না। তার প্রতি আল্লাহর যা আদেশ তা পালন করে এবং যা নিষেধ তা থেকে বিরত থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :"সমস্ত পৃথিবীর পুরোটাই উপকারী বস্তু আর দুনিয়ার সর্বোত্তম উপকারী বস্তু হচ্ছে সৎ স্ত্রী।" (মুসলিম : হাদীস নং ১৪৬৭)

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের উদ্দেশ্য : সহবাসের উদ্দেশ্য তিনটি–

১. বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা হেফাযত করুন।
২. যে পানি আটকিয়ে রাখলে ক্ষতিসাধান হয় তা বেরকরণ।
৩. এ ছাড়া যৌন ক্ষুধা পূরণ এবং আল্লাহর দেয়া নেআমত দ্বারা স্বাধ ও তৃপ্তি লাভকরণ। আর শেষেরটি শুধুমাত্র জান্নাতে হবে এবং পূর্ণতার চরম শিখরে পৌছবে।

স্বামী-স্ত্রীর একত্রে গোসল করার হুকুম : স্বামী-স্ত্রী প্রথমবার সহবাস করার পর দ্বিতীয়বার সহবাস করতে চাইলে সালাতের ওযুর মতো ওযু করা সুন্নাত। এ ওযু দ্বিতীয় বারের জন্য প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে। তবে গোসল করে দ্বিতীয় বার সহবাস করাই উত্তম। তাদের দু'জনের জন্য একই স্থানে একসাথে গোসল খানায় গোসল করা বৈধ; যদিও একে অপরের সর্বাঙ্গ দেখে তবে কোন অসুবিধা নেই।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِى الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَالَ قُتَيْبَةُ : قَالَ سُفْيَانُ : وَالْفَرَقُ : ثَلَاثَةُ اَصُعٍ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন। পাত্রটি 'ফারাক' পরিমাণ পানি ধরত। (আয়েশা) বলেন : আমি এবং নবী করীম ﷺ একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। কুতাইবা (র) বলেন : সুফিয়ান (র) বলেন : 'ফারাক' তিন সা' (প্রায় ৭.৫ লিটার পানি) স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর ওযু করে নিদ্রা যাওয়া মুস্তাহাব-উত্তম।

২. স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত হুকুম আহকাম

বাসর ঘরে স্ত্রীর করণীয় ও বর্জনীয়

১. স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট বাসর ঘরে প্রবেশ করবে তখন স্ত্রীর প্রতি সদয়, সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করবে। তার মাথায় হাত রেখে বিসমিল্লাহ বলবে ও বরকতের জন্য দোয়া করবে। অত:পর বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া মিন শাররি মা জাবালতাহা আলাইহ্।" (হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৬০; ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ২২৫২)

২. সহবাসের সময় হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি পড়া সুন্নাত। দোয়াটি হলো :

بِاسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا : فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

"বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বনা ওয়া জান্নিবিশ শাইত–না মা রাজাক্বতানা।"

যদি এ সহবাসে তাদের মাঝে সন্তান হয় তবে শয়তান তার কখনোই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না।" (বুখারী, হাদীস নং ৬৩৮৮; মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩৪)

৩. স্বামীর জন্য স্ত্রীর যোনীপথে সামনে থেকে বা পিছন থেকে যে কোন ভাবে মিলন করা বৈধ। আর স্ত্রীর মলদ্বারে মিলন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম।

১. বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করা।

যখন কোন স্বামী তার নতুন বিবাহিত স্ত্রীর নিকট বিবাহের প্রথম (বাসর) রাতে গমন করবে তখন তার জন্য মুস্তাহাব হলো, সে স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে এবং তার নিকট শরবত বা অন্য কিছু দিবে।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ : (إِنِّى قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلْوَتِهَا، فَجَاءَ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا، فَأَتَى بِعُسٍّ لَبَنٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا : خُذِيْ مِنْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ : فَأَخَذَتْ، فَشَرِبَتْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : أَعْطِيْ تِرْبَكِ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلْ خُذْهُ فَاشْرِبْ مِنْهُ ثُمَّ نَاوِلْنِيْهِ مِنْ يَدِكَ، فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوِلْنِيْهِ، قَالَتْ : فَجَلَسْتُ، ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلٰى رُكْبَتِيْ، ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيْرُهُ وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتِيْ لِأُصِيْبَ مِنْهُ شَرْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِيْ : نَاوِلِيْهِنَّ، فَقُلْنَ لَا نَشْتَهِيْهِ فَقَالَ ﷺ : لَا تَجْمَعِيْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا.

আসমা বিনতে ইয়াযিদ বিন সাকান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহর জন্য আয়েশাকে তেল মালিশ করে দিলাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলাম। তারপর তাকে খোলা অবস্থায় স্পষ্ট দেখার জন্য তাঁকে ডাকলাম। কাজেই তিনি আসলেন অতঃপর তার পাশে বসলেন। তারপর দুধের বড় একটি পাত্র নিয়ে আসলে তিনি তা পান করলেন, তারপর তিনি তাঁর দিকে

অগ্রসর হলেন, অতঃপর তিনি মাথা নিচু করলেন এবং অগ্রসর হলেন। আসমা বলেন, আমি তাকে ধমক দিলাম এবং বললাম : তুমি নবী করীম ﷺ-এর হাত থেকে গ্রহণ কর। তিনি বলেন, তারপর সে গ্রহণ করল এবং কিছু পরিমাণ পান করল। তারপর নবী করীম ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি কি তোমার বান্ধবীকে দিব। আসমা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বরং তা আপনি গ্রহণ করুন ও পান করুন। অতঃপর আপনার হাত থেকে তা আমাকে দিন। তিনি তা গ্রহণ করলেন, অতঃপর পান করলেন, তারপর আমার উরুদ্বয়ের উপর রাখলাম। অতঃপর আমি তাকে ঘুরাতে লাগলাম ও আমার ঠোঁট দ্বারা তা অনুসরণ করতে লাগলাম যেন নবী করীম ﷺ-এর পান করা পাই। অতঃপর নবী ﷺ আমার সাথে উপস্থিত নারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তাদেরকে তুমি দাও, তারা বললেন, আমরা তা ইচ্ছা পোষণ করি না, অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, তারা ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্রিত করে না।

২. স্ত্রীর মাথায় হাত রাখা ও তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করা।

স্বামী তার হাতকে স্ত্রীর মাথার সামনের স্থাপন করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে দোয়া করবে। হাদীসে বর্ণিত দোয়া পাঠ করবে।

اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ امْرَاَةً، اَوِاشْتَرٰى خَادِمًا، فَلْيَاْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، فَلْيُسَمِّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَاِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَاْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ.

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিবাহ করবে অথবা চাকর খরিদ করবে, সে যেন তার কপাল ধরে এবং আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা-এর নাম পাঠ করে ও বরকতের দোয়া প্রার্থনা করে। আর যেন সে বলে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার সার্বিক কল্যাণ ও যে কল্যাণের ওপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা প্রার্থনা করছি। আর তার অকল্যাণ ও যে অকল্যাণের ওপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করছি। আর যখন উট খরিদ করবে তখন তার চূট বা চূড়া ধরবে এবং অনুরূপ বলবে।

৩. স্বামী-স্ত্রী উভয় একসাথে সালাত আদায় করা।

আর মুস্তাহাব কাজ হলো যে, তারা উভয়ে এক সাথে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে। কেননা এটা সালাফ থেকে বর্ণিত আছে। আর এ বিষয়ে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রথম হাদীস

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ : تَزَوَّجْتُ وَاَنَا مَمْلُوْكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِمْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبُوْ ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ، قَالَ : وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ : فَذَهَبَ اَبُوْ ذَرٍ لِيُتَقَدَّمَ، فَقَالُوْا : اِلَيْكَ قَالَ اَوْ كَذٰلِكَ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَاَنَا عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، وَعَلَّمُوْنِىْ فَقَالُوْا : اِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللّٰهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعُوْذُ بِه مِنْ شَرِّه، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ اَهْلِكَ ـ

আবূ উসাইদের মাওলা আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দাস অবস্থায় বিবাহ করলাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের (রা) একটি ছোট দলকে আমন্ত্রণ করলাম। তাদের মধ্যে ইবনে মাসউদ, আবূ যার এবং হুযাইফা (রা) হাজির ছিলেন। তিনি বলেন, সালাতের ইক্বামাত দেয়া হল। তিনি বলেন, অতঃপর আবূ যার সামনে যেতে আরম্ভ করলেন, অতঃপর তাঁরা বললেন, সাবধান! যাবেন না। তিনি বললেন, অনুরূপ কি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আমি তাদের সামনে গমন করলাম। অথচ আমি ছিলাম একজন দাস। অতঃপর তাঁরা আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, (যখন তোমার স্ত্রী তোমার নিকট আসবে তখন দুরাক'আত সালাত আদায় করবে। তারপর তোমার নিকট যে প্রবেশ করেছে আল্লাহর নিকট তার কল্যাণ কামনা করবে এবং তার যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তারপর তোমার ও তোমার স্ত্রীর বিষয়।

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٗ : اَبُوْ حُرَيْزٍ، فَقَالَ : اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً بِكْرًا، وَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَفْرُكَنِىْ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ (يَعْنِىْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ) : (اِنَّ الْاَلْفَ مِنَ اللّٰهِ، وَالْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُرِيْدُ اَنْ يُّكَرِّهَ اِلَيْكُمْ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ، فَاِذَا اَتَتْكَ فَاْمُرْهَا اَنْ تُصَلِّىَ وَرَاءَكَ رَكْعَتَيْنِ) . زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : (وَقُلْ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ اَهْلِىْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِىَّ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَاجَمَعْتَ بِخَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ اِلٰى خَيْرٍ .

শাকীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আসল, তাকে আবূ হুরাইয বলে সম্বোধন করা হতো। তারপর তিনি বলেন, আমি একজন যুবতী কুমারী নারীকে বিবাহ করেছি। আর আমি আশংকা করছি যে, সে আমাকে সন্তুষ্টি করতে পারবে না। তারপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, নিশ্চয় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর ক্রোধ অসন্তুষ্টি শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান ইচ্ছা করছে যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা জায়েয করেছেন তা সে তোমাদের নিকট ঘৃণা সৃষ্টি করবে। কাজেই সে যখন তোমার নিকট আগমন করবে তখন তাকে জামা'আত সহকারে তোমার পেছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতে আদেশ করবে। ইবনে মাসউদ (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, তিনি বলেছেন, তুমি বল–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ اَهْلِىْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِىَّ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ، وَفَرِّقْ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ اِلٰى خَيْرٍ–

হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দান করুন এবং তাদের স্বার্থে আমার মাঝে বরকতময় করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি যা ভালো একত্রিত করেছেন তা আমাদের মাঝে একত্রিত করুন। আর যখন মঙ্গলের দিকে বিচ্ছেদ করবেন তখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ করুন। (তাবরানী, ৩/১২/২)

৪. সহবাসের সময় পঠিত দোয়া : স্বামী-স্ত্রী যখন সহবাস করবে তখন তার জন্য এ দোয়া বলা আবশ্যক।

بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَاِنْ قَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا؛ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ اَبَدًا ـ

মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজত করুন এবং আমাদেরকে যা দান করবেন শয়তান থেকে তা হেফাজত করুন।

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মাঝে সন্তান সৃষ্টি করার ফয়সালা করেন, তাহলে শয়তান তাকে কখনো কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী, ৯/১৮৭)

৫. সহবাস করার পদ্ধতি : স্বামীর জন্য জায়েয হলো, সে তার স্ত্রীর সম্মুখভাগে যে দিক দিয়ে চায় সামনে বা পেছনের দিক দিয়ে সহবাস করবে। আল্লাহ তা'আলার বাণীর আলোকে–

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২২৩)

আর এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। নিম্নে দু'টি উপস্থাপন করা হলো–

প্রথম হাদীস

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ : اِذَا اَتَى الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِىْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ اَحْوَلُ فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً اِذَا كَانَ فِى الْفَرْجِ -

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা বলতো, যদি স্বামী স্ত্রীর পেছন দিক দিয়ে তার সম্মুখভাগে সহবাস করে তাহলে সন্তান ট্যারা হবে। অতঃপর

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

অর্থাৎ "তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো।" (সূরা আল-বাকারাহ ২২৩)।

আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। নবী করীম ﷺ তারপর বললেন, সম্মুখ ও পেছন উভয় দিক দিয়ে করা যাবে যদি তা লজ্জাস্থান হয়।

(বুখারী, ৮/১৫; মুসলিম, ৪/১৫৬; নাসাঈ, ৭৬/১-২)

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، (رض) قَالَ : كَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الْاَنْصَارِ؛ وَهُمْ اَهْلُ وَثَنٍ، مَعَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُوْدَ؛ وَهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانُوْا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِى الْعِلْمِ، فَكَانُوْا يَقْتَدُوْنَ بِكَثِيْرٍ مِّنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ اَمْرِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَنْ لَّا يَاْتُوا النِّسَاءَ اِلَا عَلٰى حَرْفٍ، وَذٰلِكَ اَسْتَرُمَا تَكُوْنُ الْمَرْاَةُ، فَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْاَنْصَارِ قَدْ اَخَذُوْا بِذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ

قُرَيْشٍ يَشْرَحُوْنَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا، وَيَتَلَذَّذُوْنَ الْمَدِيْنَةَ، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ، فَاَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ : اِنَّمَا كُنَّا نُؤْتِىْ عَلٰى حَرْفٍ، فَاصْنَعْ ذٰلِكَ وَاِلَّا فَاجْتَنِبْنِىْ، حَتّٰى شَرَى اَمْرَهَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ اَىْ : مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، يَعْنِىْ بِذٰلِكَ مَوْضَعُ الْوَلَدِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারী মূর্তি পূজকদের এ সম্প্রদায়টি ইয়াহুদী আহলে কিতাবদের এ সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে বসবাস করত। আর আনসারগণ জ্ঞানের দিক দিয়ে ইয়াহুদীদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করত। আর আহলে কিতাবদের একটি অভ্যাস ছিল যে, তারা শুধুমাত্র তাদের স্ত্রীদের এক দিক দিয়েই সহবাস করত। আর স্ত্রী তার দ্বারা সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হতো। কাজেই আনসারদের এ সম্প্রদায়টি ইয়াহুদীদের ঐ কাজটি গ্রহণ করেছিল। আর কুরাইশদের এ সম্প্রদায় তাদের নারীদেরকে নিকৃষ্টভাবে খোলামেলা (সহবাস) করত এবং তাদেরকে সম্মুখ দিয়ে, পেছন দিয়ে, চীৎ করে উপভোগ করত। অতঃপর মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসলেন, তখন একজন কুরাইশ ব্যক্তি আনসারী এক নারীকে বিবাহ করলেন। সে তার স্ত্রীর নিকট তাদের নিয়মে কাজ করলেন। কিন্তু নারী তা নিকৃষ্ট মনে করলেন এবং বললেন, আমাদেরকে শুধুমাত্র একদিক দিয়েই সহবাস করা হয়। কাজেই তুমি তা-ই কর নতুবা আমার থেকে দূরে থাক। তার এ বিষয়টি এমন আকার ধারণ করল যে, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছাল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করলেন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ " তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার"। (সূরা আল-বাকারা ১২৩)

অর্থাৎ, সম্মুখ করে, পেছনে করে ও চীৎ করে। মূল উদ্দেশ্য তার দ্বারা সন্তান হওয়ার স্থান যেন হয়। (আবূ দাউদ, ১/১৩৭; বায়হাকী, ৭/১৯৫)

৬. স্ত্রীলোকের পেছন দিক দিয়ে সহবাস করা হারাম।

এ হাদীসগুলো আর পূর্ব আয়াতের অর্থানুযায়ী স্ত্রীর নিতম্বে সহবাস করা হারাম।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারো"। আর এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রথম হাদীস

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ، تَزَوَّجُوْا مِنْ نِسَائِهِمْ ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يُجَبُّوْنَ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّيْ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ امْرَأَتَهُ عَلٰى ذٰلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . قَالَتْ : فَأَتَتْهُ، فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةُ، فَنَزَلَتْ : نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ، وَقَالَ : لَا، إِلَّا فِيْ صِمَامٍ وَاحِدٍ .

উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আনসারদের নিকট আসলেন তখন তাদের নারীদেরকে বিবাহ করলেন। আর মুহাজির নারীরা চীৎ হতো। কিন্তু আনসারী নারীগণ চীৎ হতো না। একদা এক মুহাজির ব্যক্তি তার আনসারী স্ত্রীকে এরূপ ইচ্ছা করল, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তা করতে অস্বীকৃতি জানাল। উম্মু সালামাহ বলেন, সেই নারী রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট আসল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করল। তাই উম্মে সালামাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ " তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার"। (সূরা

আল-বাকারা : ১২৩) আয়াতটি নাযিল হয়। তিনি বললেন না, কেবলমাত্র একই রাস্তায় সহবাস করা যাবে। (মুসনাদে আহমদ, ৬/৩০৫/৩১০-৩১৮; মিরমিযী, ৩/৭৫)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ. قَالَ : وَمَا الَّذِيْ اَهْلَكَكَ؟ قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَاَوْحٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ يَقُوْلُ : اَقْبِلْ وَاَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ-

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট হাজির হলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি! নবী করীম ﷺ জানতে চাইলেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? তিনি বললেন, আমি রাতে আমার সওয়ারী পরিবর্তন করেছি। রাসূলে করীম ﷺ কোন জবাব দিলেন না। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট আলোচ্য আয়াত নাযিল হল- نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ " তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার"। (সূরা আল-বাকারা ১২৩) তিনি বললেন, সামনে কর, পেছনে কর, কিন্তু নিতম্ব ও ঋতুস্রাব থেকে বেঁচে থাক। (নাসাঈ আল ইশরাহ, ৭৬/২, তিরমিযী, ২১৬২)

তৃতীয় হাদীস

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ اِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيْ اَدْبَارِهِنَّ، اَوْ اِتْيَانِ الرَّجُلِ اِمْرَاَتَهٗ فِيْ دُبُرِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : حَلَالٌ . فَلَمَّا وَلّٰى الرَّجُلُ دَعَاه، اَوْ اَمَرَ بِهٖ فَدُعِيَ، فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتَ؟ فِيْ اَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ، اَوْ فِيْ اَيِّ

الْخُرْزَتَيْنِ، اَوْ فِى اَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ؟ اَمِنْ دُبُرِهَا فِى قُبُلِهَا؟ فَنَعَمْ، اَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِىْ دُبُرِهَا؟ فَلاَ، فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَاْتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ-

খুযাইমাহ্ বিন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে নারীদের নিতম্বে সহবাস করা প্রসঙ্গে বা পুরুষ নারীর নিতম্বে সহবাস করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করল। নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন যে, জায়েয। অতঃপর যখন সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল, নবী করীম ﷺ তাকে ডাকলেন। বা তাকে ডাকার আদেশ করলেন, সুতরাং তাকে ডাকা হল। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কেমন বললে, কোন দুই ছিদ্রতে– পেছন থেকে সম্মুখে হ্যাঁ এটা জায়েয, না পেছনে থেকে পেছনে, না বৈধ না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্য-এর ব্যাপার লজ্জাবোধ করেন না। তোমারা নারীদের নিতম্বে সহবাস থেকে বিরত থাক। (ইমাম শাফেয়ী, ২/২৬০; বাইহাকী, ৭/১৯৬; দারেমী, ১/১৪৫ এবং ত্বহাবী, ২/২৫; ইমাম খাত্তাবী গরীবুল হাদীস, ৭৩/২ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ হাদীস

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ يَاْتِىْ امْرَاَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا-

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিতম্বে সহবাস করবে আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।

(নাসাঈ আল ইশরাহ্, ২/৭৭-৭৮/১; মিরমিযী, ১/২১৮)

পঞ্চম হাদীস

مَلْعُوْنٌ مَنْ يَّاْتِى النِّسَاءَ فِىْ مُحَاشِّهِنَّ . يَعْنِىْ : اَدْبَارِهِنَّ

যে ব্যক্তি স্ত্রীদের নিতম্বে সহবাস করবে সে লা'নত প্রাপ্ত।

(আবু দাউদ ২১৬২ নং এবং আহমদ, ২/৪৪৪ ও ৪৭৯)

ষষ্ঠ হাদীস

مَنْ اَتٰى حَائِضًا، اَوْ امْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا، اَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ -

যে ব্যক্তি হায়েযাবস্থায় বা স্ত্রীর নিতম্বে সহবাস করে অথবা কোন জ্যোতিষের নিকট আসে, অতঃপর তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাহলে মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর যা নাযিল হয়েছে তা সে অস্বীকার করল।

৭. দুই সহবাসের মাঝে অযু করা।

যদি স্বামী-স্ত্রীর সাথে জায়েযকৃত স্থানে সহবাস করে এবং দ্বিতীয়বার সহবাস করার ইচ্ছা করে, তাহলে নবী করীম ﷺ-এর বাণীর আলোকে সে অযু করবে।

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ. فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوْءً وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ.

তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর পুনরায় তার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে সে উভয় সহবাসের মাঝে যেন অযু করে নেয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সালাতের অযুর ন্যায় অযু করবে। কেননা তা দ্বিতীয়বারের জন্য অধিক আনন্দদানকারী। (মুসলিম, ১/১৭১; ইবনু আবি শায়বাহ, ১/৫১/২)

৮. দু'সহবাসের মাঝে গোসল অতি উত্তম : রাফের হাদীসের আলোকে অযু থেকে গোসল করা উত্তম।

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهِ وَعِنْدَ هٰذِهِ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ : هٰذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

নিশ্চয় একদা নবী করীম ﷺ তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন। তিনি এর নিকট গোসল করলেন এবং ওর নিকট গোসল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাকে একটি গোসলে পরিণত করতে পারলেন না। তিনি বললেন, এটা অধিকতর পরিচ্ছন্ন, অতি উত্তম ও সর্বাধিক পবিত্রতা অর্জনকারী। (আবু দাউদ ও নাসাঈ ইশরাতুন নিসা, ৭৯,১)

৯. একই সাথে স্বামী-স্ত্রীর গোসল : স্বামী-স্ত্রীর জন্য একস্থানে একত্রে গোসল করা জায়েয। যদিও পরস্পরকে দেখে নেয়। আর এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَاحِدٌ تَخْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ ، فَيُبَادِرُنِيْ حَتّٰى اَقُوْلَ : دَعْ لِيْ، دَعْ لِيْ، قَالَتْ : وَهُمَا جُنُبَانِ-

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আল্লাহর রাসূল ﷺ উভয়েই একই পাত্র থেকে গোসল করতে ছিলাম। আমাদের উভয়ের হাত তার মধ্যে টক্কর খেত। তিনি আমার আগে তাড়াহুড়ো করতেন, এমনকি আমি বলতাম আমার জন্য রাখেন। আয়েশা (রা) বলেন, উভয় পবিত্র অবস্থায় ছিলেন।

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَاْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ : اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ؟ قَالَ : اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَّا يُرِيَنَّهَا اَحَدٌ، فَلَا يُرِيَنَّهَا -

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ اَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ : اَللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

মু'আবিয়াহ ইবনে হাইদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কোন লজ্জাস্থান আবৃত করব এবং কোনগুলো খোলা রাখব? তিনি বললেন, তুমি তোমার লজ্জাস্থানকে তোমার স্ত্রী ও দাস ছাড়া সংরক্ষণ কর। সে বলল, আমি বললাম, হে রাসূল! যদি কতিপয় কতিপয়ের মাঝে থাকে তাহলে কিরূপ করবে? তিনি বললেন, যদি কেউ সক্ষম হয় যে, সে লজ্জাস্থানকে দেখবে না তাহলে যেন কেউ না দেখে। সে বলল, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল!

আমাদের কেউ যদি অনাবৃত থাকে? তিনি বললেন, লজ্জাবোধ করার বিষয়ে আল্লাহই মানুষদের চেয়ে অধিক হকদার.। (আবু দাউদ তিরমিযী ইবনে মাজাহ্ নাসাঈ)

১০. নিদ্রা যাওয়ার আগে অপবিত্রতার অযু করা : স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অযু করে নিদ্রা যাবে। এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ اَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّاَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ-

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ অপবিত্র অবস্থায় যদি কিছু খাওয়ার বা ঘুমানের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তাহলে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং সালাতের অযুর মতো অযু করে নিতেন।

(বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ, ২১৮)

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ : نَعَمْ اِذَا تَوَضَّاَ وَفِىْ رِوَايَةٍ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ. وَفِىْ رِوَايَةٍ : نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتّٰى يَغْتَسِلَ اِذَا شَاءَ . وَفِىْ اُخْرٰى : نَعَمْ، وَيَتَوَضَّاَ اِنْ شَاءَ-

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যেতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ যদি সে অযু করে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তুমি অযু কর এবং তোমার লিঙ্গকে ধৌত কর তারপর নিদ্রা যাও। অন্য বর্ণনায় আছে, হ্যাঁ সে যেন অযু করে নেয়। অতঃপর সে যেন ঘুমায়, আর যখন ইচ্ছা তখন গোসল করে নিবে। অপর এক বর্ণনায় বলেছেন, হ্যাঁ আর সে যদি ইচ্ছা করে অযু করবে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে আসাকীর, ১৩/২২৩/২)

তৃতীয় হাদীস

عَنْ عَمَّارَ بْنِ يَاسَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ : جِيْفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ، وَالْجُنُبُ اِلَّا اَنْ يَّتَوَضَّأَ۔

আম্মার বিন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ফেরেশতাগণ তিন ব্যক্তির নিকটে গমন করে না। কাফিরের লাশ এবং খালূক জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহারকারী ও অপবিত্র যতক্ষণ না সে অযু করে।

(আবু দাউদ, ২/১৯২/১৯৩)

১১. সহবাসের অযুর বিধান : এটা ওয়াজিব নয়। বরং তা ওমর (রা)-এর হাদীসের আলোকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهَ ﷺ : اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأَ اِنْ شَاءَ۔

ওমর (রা) রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যেতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে যদি সে চায় অযু করে নিবে। (ইবনু খুযাইমা, ২৩২)

আর এটাকে আয়েশা (রা)-এর হাদীস শক্ত ও দৃঢ় করে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّمَسَّ مَاءً حَتّٰى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَسِلُ۔

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ কোন পানি স্পর্শ করা ব্যতীতই অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতেন। এমনকি তিনি পরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গোসল করতেন।

(ইবনে আবি শায়বাহ, ১/৪৫/১; আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, তিরমিযী, নাসায়ী)

আর তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে–

وَعَنْهَا : كَانَ يَبِيتُ جُنُبًا فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا . قَالَ مُطَرِّفٌ : فَقُلْتُ لِعَامِرٍ : فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ : نَعَمْ، سَوَاءٌ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرُهُ.

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম ﷺ অপবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করতেন, তারপর বেলাল (রা) তাঁর নিকট আসত এবং তাঁকে সালাতের সংবাদ দিত। অতঃপর তিনি উঠতেন এবং গোসল করতেন। আর আমি তার মাথা থেকে নির্গত পানির দিকে লক্ষ করতাম। তারপর তিনি মসজিদের দিকে বের হতেন আর আমি ফজরের সালাতে তার আওয়াজ শ্রবণ করতাম। অতঃপর তিনি রোযা অবস্থায় থাকতেন। বর্ণনাকারী মুতাররাফ বলেছেন, আমি আমিরকে বললাম, রামযান মাসেও কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, রমযান মাসে বা অন্য মাসে একই রকম হতো। (ইবনে আবি শায়বাহ)

১২. অযুর পরিবর্তে অপবিত্র ব্যক্তির তায়াম্মুম করা।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হাদীসের আলোকে তাদের উভয়ের জন্য কখনো অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম জায়েয রয়েছে। তিনি বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ، أَوْ تَيَمَّمَ.

রাসূলে করীম ﷺ যখন অপবিত্র হতেন এবং নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন অযু আদায় করে নিতেন বা তায়াম্মুম করতেন। (বায়হাকী ১/২০০)

১৩. নিদ্রা যাওয়ার আগে গোসল করা অতি উত্তম।

আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস-এর হাদীসের আলোকে নিদ্রা যাওয়ার আগে উভয়ের গোসল করা অতি উত্তম কাজ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ﷺ يَصْنَعُ فِى الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَّنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَّغْتَسِلَ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قُلْتُ : اَلْحَمْدُ اللّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً.

আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, নবী করীম ﷺ অপবিত্র অবস্থায় কিরূপ করতেন? তিনি কি নিদ্রা যাওয়ার আগে গোসল করতেন, না গোসলের আগে নিদ্রা যেতেন? আশেয়া (রা) জবাবে বললেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনো গোসল করতেন তারপর নিদ্রা যেতেন, আবার কখনো অযু করতেন তারপর নিদ্রা যেতেন। আমি বললাম, যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি কর্মে প্রশস্ততা দান করেছেন।

(মুসলিম, ১/১৭১)

১৪. হায়েযার সাথে সহবাস করা হারাম।

স্ত্রীর হায়েয চলাকালীন তার সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য হারাম।

(ফতহুল কাদীর, ১/২০০)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর আলোকে–

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

আর তারা তোমার নিকট হায়েয বা ঋতু প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে। তাহলে বলে দাও এটা অশুচি বা কষ্ট। কাজেই তোমরা হায়েয চলাকালীন সময় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন তা্রা ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের নিকট যাও যেভাবে

আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে তাদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা-আল-বাকারাহ ২২২)

আর এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস : রাসূলে করীমﷺ-এর বাণী–

مَنْ اَتٰى حَائِضًا، اَوْ امْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا، اَوْ كَاهِنًا؛ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ-

যদি কোন ব্যক্তি হায়েযাহ নারীর সাথে বা তার নিতম্বে সহবাস করে অথবা জ্যোতিষীর নিকট আগমন করে ও সে যা বলে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাহলে মুহাম্মদﷺ-এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি সে কুফরী করল।

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ اِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْاَةُ اَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُؤْكِلُوْهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِى الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ : وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : جَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ، وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَئٍ؛ غَيْرِ النِّكَاحِ، فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ : مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَلَّا يَدَعَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِنَا اِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ، فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا، اَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ؟ فَتَمَعَّرَ

وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا. فَظَنَنَّا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় ইয়াহুদীদের কোন এক নারী যখন হায়েযা হতো তারা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিত এবং তার সাথে ভক্ষণ করত না, পানও করত না এবং বাড়িতে তার সাথে মিলামিশা করত না। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ-কে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হল। তারপর আল্লাহর তা'আলা وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ আয়াতটি নাযিল করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাদের সাথে বাড়িতে উঠাবসা করো এবং সহবাস ছাড়া সব কিছু করো। ইয়াহুদীরা বলল, এ ব্যক্তি আমাদের প্রতিটি কাজে শুধু বিরোধিতা করে, অতঃপর উসাইদ বিন হুযাইর ও আব্বাদ বিন বিশর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! ইয়াহুদীরা এরূপ এরূপ কথা বলছে, আমরা কি হায়েয চলাকালীন তাদের সাথে সহবাস করব না? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তন হয়ে গেল এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট যে দুধ উপহার দেয়া হয়েছিল তা তাদের সম্মুখে পেশ করেছিলাম। রাসূলে করীম ﷺ তাদের পদচিহ্নে প্রেরণ করলেন ও তাদেরকে দুধ পান করালেন। অতঃপর আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হয়নি।

(মুসলিম, আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫০)

১৫. হায়েয চলাকালীন সহবাস করলে তার কাফফারা।

যার মনে চাহিদা অগ্রাধিকার পাবে অতঃপর হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার আগেই ঋতুবর্তীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় তবে তার ওপর ওয়াজিব যে, সে ইংরেজি প্রায় অর্ধ পাউন্ড অথবা এক-চতুর্থাংশ পাউন্ড স্বর্ণ সাদাকা করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الَّذِىْ يَاْتِىْ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে রাসূলে করীম ﷺ ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, সে এক দীনার স্বর্ণ মুদ্রা বা অর্ধ দীনার স্বর্ণ মুদ্রা সাদকা আদায় করবে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

১৬. স্বামীর জন্য হায়েযার সাথে যে সব কাজ জায়েয।

স্বামীর জন্য ঋতুবর্তীর গুপ্তাঙ্গ ছাড়া সব কিছুর সাথে আনন্দ উপভোগ করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে অনেক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম হাদীস : রাসূলে করীম ﷺ-এর বাণী–

...... وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ.

তোমরা তাদের সাথে সহবাস ছাড়া সব কিছু করো।

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا، وَقَالَتْ مَرَّةً : يُبَاشِرُهَا -

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন হায়েয চলাকালীন অবস্থায় থাকত রাসূলে করীম ﷺ তাকে তাহবন্দ বা লুঙ্গী পড়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর স্ত্রীর সাথে মিলামিশা করতেন। আয়েশা কখনো বলেছেন, তিনি তাকে স্পর্শ করতেন। (নিহায়াহ)

তৃতীয় হাদীস

عَنْ بَعَضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ : كَانَ اِذَا اَرَادَ مِنَ الْحَائِضَ شَيْئًا اَلْقَى عَلٰى فَرْجِهَا ثَوْبًا ثُمَّ صَنَعَ مَا اَرَادَ ـ

নবী করীম ﷺ-এর কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন হায়েয গ্রস্তের সাথে কিছু ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তার লজ্জাস্থানে বস্ত্র দিতেন অতঃপর যা ইচ্ছা করতেন। (আবু দাউদ, ২৬২)

১৭. যখন স্ত্রী পবিত্র হবে তখন তার সাথে সহবাস করা জায়েয।

স্ত্রী যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে এবং রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে তখন কেবল রক্তের স্থানকে ধৌত করার পর অথবা অযু করার পর অথবা গোসল করার পর তার সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য জায়েয। অর্থাৎ কোন একটি করলেই তার সাথে সহবাস করা জায়েয। (ইবনে হাযম, ১০/৮১)

পূর্বে বর্ণিত আল্লাহর বাণীর আলোকে–

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

তারা যখন পবিত্রতা হাসিল করবে তখন তোমরা তাদের নিকট যাও যেভাবে তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীদেরকে ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আল-বাকারাহ : ২২২)

১৮. আযলের বৈধতা : স্বামীর জন্য জায়েয হলো, সে তার বীর্যকে তার স্ত্রী থেকে দূরে ফেলবে অর্থাৎ আযল করবে। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস :

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ، وَفِىْ رِوَايَةٍ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কুরআন নাযিল অবস্থায় আমরা আযল করতাম) অর্থাৎ, সহবাসের সময় আমাদের বীর্যকে স্ত্রীদের থেকে দূরে ফেলতাম।

অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় আযল করতাম, অতঃপর এই সংবাদটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌছল, তিনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি।

(বুখারী, ৯/২৫০; মুসলিম, ৪/১৬০)

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ ٱلْخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ لِىْ وَلِيْدَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ، وَإِنَّ الْيَهُوْدَ زَعَمُوْا : أَنَّ الْمَوْءُوْدَةَ الصُّغْرٰى اَلْعَزْلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَذَبَتْ يَهُوْدُ، كَذَبَتْ يَهُوْدُ لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ ـ

আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার এক দাসী আছে, আর আমি তার সাথে আযল করি, আর পুরুষ যা ইচ্ছা করে আমি তা করি, আর ইয়াহুদীরা ধারণা করে যে, ছোট জীবজন্তু দাফনকৃত হল আযল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছেন, আল্লাহ যদি কিছু সৃষ্টি করতে চান তাহলে তুমি তাকে তা থেকে বাধা দিতে পারবে না।

(নাসাঈ, ৮১/১-২; আবু দাউদ, ১/২৩৮; তিরমিযী, ২/১৯৩)

তৃতীয় হাদীস

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ لِىْ جَارِيَةً هِىَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ : اِعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا،

فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا-

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল, আমার এক দাসী আছে, যে আমাদের সেবিকা ও আমাদের খেজুর বাগানে পানি দেয়। আর আমি তার সাথে সহবাস করি এবং সে গর্ভবতী হবে এটা আমি পছন্দ করি না। রাসূলে করীম ﷺ বললেন, (তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল করতে পার। কেননা তার ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে তা তার গর্ভে আসবে)। লোকটি কিছুক্ষণ অবস্থান করল। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, নিশ্চয় দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। রাসূলে করীম ﷺ বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে সংবাদ দিয়েছিলাম যে, শীঘ্রই গর্ভধারণ করবে যা তার ভাগ্যে রয়েছে। (মুসলিম, ৪/১৬০; আবু দাউদ, ১/৩৩৯)

১৯. আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম কাজ : কিছু কিছু কারণে আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম।

প্রথমত, স্ত্রী আনন্দে ঘাটতি আসে, প্রকারান্তে নারীকে কষ্ট দেয়া হয়। আর সে যদি তার উপর মতপোষণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে পরবর্তী কারণটি দ্রষ্টব্য। আর তা হলো,

দ্বিতীয়ত, নিশ্চয় আযল করলে বিবাহের কতিপয় উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। আর তা হলো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাতের বংশধর বৃদ্ধি বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে রাসূলে করীম ﷺ-এর বাণী :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ-

তোমরা স্নেহপরায়ণা ও অধিক সন্তান দানকারী নারীকে বিবাহ কর। কেননা আমি তোমাদের দ্বারা পূর্ববর্তীদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে গর্ববোধ করব। (আবু দাউদ, ১/৩২০; নাসাঈ, ২/৭১)

এ কারণে রাসূলে করীম ﷺ তাকে গোপন হত্যার সাথে গুণ বর্ণনা করেছেন, যখন তারা রাসূলে করীম ﷺ-কে আযল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তিনি বললেন–

ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

এটা হলো গোপন জীবজন্তু হত্যা। (মুসলিম, ৪/১৬১; বাইহাকী, ৭/২৩১)

আর এজন্যই রাসূলে করীম ﷺ আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন যে তাকে পরিত্যাগ করা উত্তম।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ‌الْخُدْرِيِّ اَيْضًا، قَالَ : ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : وَلَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ؟ وَلَمْ يَقُلْ : فَلاَ يَفْعَلْ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةٌ اِلَّا اللّٰهُ خَالِقُهَا وَفِىْ رِوَايَةٍ - فَقَالَ : وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ، وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ، وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ؟ مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هِىَ كَائِنَةٌ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আযল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল। তিনি বলেন, কেন তা তোমাদের কেউ করে? আর তিনি এ কথা বলেননি তোমাদের কেউ যেন তা না করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন না এ জাতীয় কোন সৃষ্ট আত্মা নেই। (অন্য বর্ণনায় আছে) অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি অবশ্যই তা করো? তোমরা কি অবশ্যই করো? তোমরা কি অবশ্যই তা করো? শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত যে সৃষ্টি অস্তিত্ব বিকাশ লাভ করার আছে অবশ্যই তা অস্তিত্ব লাভ করবে। (মুসলিম, ৪/১৫৮ ও ১৫৯; বুখারী, ৯/১৫১-২৫২)

২০. উভয়ে বিবাহের দ্বারা কি ইচ্ছা করবে?

উভয়ের জন্য উচিত যে, তারা বিবাহের মাধ্যমে তাদের আত্মাদ্বয়কে পবিত্র রাখা এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা করা। কেননা, তাদের উভয়ের মিলনকে সাদকারূপে লেখা হয়। আবু যার (রা)-এর হাদীস তার প্রমাণ-

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ : اَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا

تُصَدَّقُوْنَ؟ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ،
وَبِكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ
صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِيْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا
: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاْتِيْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ؟
قَالَ : اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ؟
قَالُوْا : بَلٰى قَالَ : فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ
فِيْهَا اَجْرٌ، وَذَكَرَ اَشْيَاءَ : صَدَقَةٌ، صَدَقَةٌ، ثُمَّ قَالَ : وَيَجْزِئُ
مِنْ هٰذَا كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحٰى.

আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীদ রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদশালীরা যাবতীয় নেকী নিয়ে গেছে। তারা সালাত আদায় করে আমরা যেমন আদায় করি এবং আমরা যেমন সিয়াম-সাধনা করি তারাও তেমনি সিয়াম সাধনা করে এবং তারা অতিরিক্ত মাল দ্বারা সাদকা করে। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের জন্য এমন কিছু করেননি যা দ্বারা তোমরা সাদকা করবে? নিশ্চয় প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ)-তে সাদাকাহ রয়েছে, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) এ সাদকা রয়েছে, প্রত্যেক তাহলীলে সাদকা রয়েছে এবং প্রত্যেক হামদে সদকা রয়েছে, সৎকাজের আদেশ সাদকা, অসৎকাজে বাধা দেওয়া সাদকা এবং তোমাদের প্রত্যেকের যৌনাঙ্গে সাদকা রয়েছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার মনস্কামনা পূরণ করবে আর এজন্য কি তার নেকী হবে? নবী ﷺ বললেন : তোমরা কি লক্ষ্য করনি, যদি সে তা হারাম কাজে ব্যবহার করত তাহলে কি তার পাপ হতো না? তাঁরা বলল : হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, অনুরূপ সে যদি তা হালাল কাজে ব্যবহার করে তাহলে তার সওয়াব হবে। তিনি আরও অনেক জিনিসের সাদকার কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর বললেন : আর এ সমস্ত থেকে দু'রাক'আত সালাতুয যুহা আদায়ে সওয়াবে অধিক পাওয়া যাবে।

(মুসলিম, ৩/৮২)

২১. বাসর রাতের সকালে কি করবে?

বাসর রাতের সকালে তার জন্য মুস্তাহাব কাজ হল যে, সে তার ঐ সকল আত্মীয়-স্বজনদের নিকট আগমন করবে যারা তার বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছে এবং তাদেরকে সালাম দিবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে। আর তাদের সাথে আদর্শের সাথে সাক্ষাৎ করবে। আনাস বিন মালিক (রা)-এর হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে :

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْ بَنٰى بِزَيْنَبَ، فَاَشْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، وَدَعَا لَهُنَّ، وَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ وَدَعَوْنَ لَهٗ، فَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ صَبِيْحَةَ بِنَائِهٖ .

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়নাবের সাথে যেদিন রাসূলে করীম ﷺ বাসর করলেন, সেদিন ওলীমাহ্ করলেন। মুসলমানদের তিনি রুটি ও গোশ্‌ত পরিতৃপ্ত সহকারে আহার করালেন। অতঃপর উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নিকট গমন করলেন এবং সালাম দিয়ে তাদের জন্য দোয়া করলেন। আর তারাও তাঁকে সালাম দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তিনি এসব বাসর রাতের সকালে করতেন। (ইবনু সা'দ, ৮/১০৭; নাসাঈ, ৬৬/২)

২২. বাড়িতে গোসলখানা নির্মাণ করা ওয়াজিব।

স্বামী-স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব যে, তারা বাড়িতে গোসলখানা নির্মাণ করবে। আর বাজারের হাম্মামে স্ত্রীকে প্রবেশ করার অনুমতি থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এটা হারাম। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে :

প্রথম হাদীস

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِئْزَرٍ،

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে হাম্মাম বা গোসলখানা প্রবেশ না করায় এবং যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে তার স্ত্রীকে যেন লুঙ্গী ব্যতীত হাম্মামে প্রবেশ না করায় এবং যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী সে যেন এমন দস্তরখানায় না বসে যেখানে মদ আপ্যায়ন করা হয়। (হাকিম, ৪/২৮৮; তিরমিযী, আহমদ, ৩/৩৩৯)

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ : خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَلَقِيَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ : مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ. مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمٰنِ-

উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাম্মাম বা গোসলখানা থেকে বের হলাম। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন : হে উম্মে দারদা! কোথা থেকে এসেছ? আমি বললেন : হাম্মাম থেকে। নবী করীম ﷺ বললেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। এমন কোন নারী নেই যে আপন ঘর ছাড়া অন্যের বাড়িতে তার কাপড় খুলবে, কিন্তু সে আল্লাহ্ ও তার মধ্যেকার সমস্ত পর্দাকে বিনষ্ট করে ফেলে।

(মুসনাদে আহমদ, ৬/৩৬১-৩৬২)

তৃতীয় হাদীস

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ قَالَ : دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ : مِنْ أَهْلِ

الشَّامِ، قَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِىْ تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَ؟ قُلْنَ : نَعَمْ، قَالَتْ : اَمَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ امْرَاَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِهَا اِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى -

আবুল মালীহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শামবাসীদের কতিপয় নারী আয়েশা (রা)-এর নিকট আগমন করল। অতঃপর আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বলল : আমরা শাম অঞ্চল থেকে এসেছি। তিনি বললেন : সম্ভবত তোমরা আল-কূরাহ্ শহরের, যার নারীরা হাম্মামে প্রবেশ করে? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিন্তু আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি এমন কোন নারী যে তার কাপড়কে অন্যের বাড়িতে খুলে সে আল্লাহ্ ও তার মাঝে যা আছে তাকে ছিঁড়ে ফেলে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাযাহ, দারেমী)

২৩. উপভোগের গোপনসমূহ প্রকাশ করা হারাম : সহবাস বিষয়ক যাবতীয় গোপনসমূহ প্রকাশ করা উভয়ের জন্য হারাম। এ বিষয়ে দু'টি হাদীস রয়েছে :

প্রথম হাদীস : রাসূলে করীম ﷺ-এর বাণী–

مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِىْ اِلَى امْرَاَتِهٖ، وَتَفْضِىْ اِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا-

শেষ বিচার দিবসে আল্লাহর নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঐ ব্যক্তি এবং ঐ নারী নিকৃষ্ট, যারা উভয়ে মেলামেশা করে, অতঃপর মানুষের নিকট তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে। (ইবনু আবী শায়বাহ, ৭/৬৭/১; ইমাম মুসলিম, ৪/১৫৭)

দ্বিতীয় হাদীস :

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُوْدٌ، فَقَالَ : لَعَلَّ رَجُلًا يَقُوْلُ مَا يَفْعَلُ بِاَهْلِهٖ وَلَعَلَّ امْرَاَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ،

فَقُلْتُ : اِيِّ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ وَاِنَّهُمْ لَيَفْعَلُوْنَ. قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّمَا ذٰلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِىَ شَيْطَانَةً فِىْ طَرِيْقٍ. فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে পুরুষ ও নারীরা বসা অবস্থায় ছিল। রাসূলে করীম ﷺ বললেন, সম্ভবত কোন পুরুষ স্ত্রীর সাথে যা করে অপরকে বলে দেয় এবং কোন স্ত্রী স্বামীর সাথে যা করে তা বলে দেয়? অতঃপর সবাই চুপ থাকল, জবাব দিল না। আমি বললাম : আল্লাহর শপথ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় নারী ও পুরুষগণ অবশ্যই তা করে। তিনি বললেন : কাজেই তোমরা এরূপ কখনোই করবে না। কেননা, তা সেই পুরুষ শয়তানের মতো যে নারী শয়তানের সাথে রাস্তায় সাক্ষাৎ করল। অতঃপর তার সাথে সহবাস করল এমতাবস্থায় যে, মানুষেরা তা অবলোকন করছে।

(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ১/৩৩৯)

৩. বিবাহ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধিবিধান

১. ওলিমাহ (বৌভাত) বা বিবাহ উপলক্ষে খাবারের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।

অবশ্যই সহবাসের পর ওলিমাহ (বৌভাত) করতে হবে। আব্দুর রহমান বিন আওফকে ওলিমার ক্ষেত্রে রাসূলে করীম ﷺ-এর আদেশের কারণে, যা সামনে আসছে এবং বুরাইদাহ বিন হুসাইব-এর হাদীসের বাস্তব দলীল।

عَنْ بُرَيْدَةَ ابْنِ الْحُصَيْبِ، قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلِىٌّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعُرْسِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْعُرُوْسِ) مِنْ وَلِيْمَةٍ. قَالَ : فَقَالَ سَعْدٌ : عَلَىَّ كَبْشٌ وَقَالَ فُلاَنٌ : عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَةٍ. وَفِىْ الرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى. وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَصْوَعًا ذُرَةٍ.

বুরাইদাহ্ ইবনে হুসাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) যখন ফাতিমা (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "অবশ্যই নববধূর জন্য ওলিমা বা বৌভাতের আয়োজন করতে হবে।" বর্ণনাকারী বলেন, সা'দ বললেন, আমার একটি মেষ বা ভেড়া আছে, অমুক ব্যক্তি বলল : আমার ভুট্টার অমুক অমুক বস্তু আছে। অন্য বর্ণনায় আছে। আনসারদের ভুট্টার পিশা ছাতু তার ওলীমার বৌভাতের জন্য জমা করলেন। (মুসনাদে আহমদ, ৫/৩৫৯; ত্ববরানী, ১/১১২/১)

২. ওলীমার সুন্নাত বিষয়াদি : বৌভাতের আয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়াদির প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক।

প্রথম বিষয় : সহবাসের পর তিন দিন পর্যন্ত ওলীমাহ্ বা বৌভাতের স্থায়ীত্ব থাকবে। কেননা, এটা নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত।

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : بَنَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِىْ ، فَدَعَوْتُ رِجَالًا عَلَى الطَّعَامِ-

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ এক স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলেন। অতঃপর আমাকে সাহাবাদের নিকট পাঠালেন। আমি কতিপয় সাহাবীকে ওলীমাহ্ বা বৌভাত খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলাম।

(বুখারী, ৯/১৮৯-১৯৪; বাইহাকী, ৭/২৬০)

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে আরও বর্ণিত হাদীস আছে

وَعَنْهُ قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيْمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ-

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাফিয়্যাকে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণ হিসেবে তার মোহর নির্ধারণ করলেন এবং তিনদিন পর্যন্ত ওলীমাহ্ (বৌভাত) খাওয়ালেন।

(বুখারী, ৭/৩৮৭; ফতহুলকাবীর, ৯/১৯৯)

দ্বিতীয় বিষয় : ওলীমার জন্য সৎব্যক্তিদের যেন দাওয়াত দেয়া হয়। চাই তারা গরীব হোক বা ধনী হোক। নবী করীম ﷺ-এর বাণীর ভিত্তিতে বলা যায়–

لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَّلَا يَاْكُلُ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ.

তুমি কেবলমাত্র ঈমানদার ব্যক্তির সাথী হবে, আর তোমার খাবার খাবে কেবলমাত্র পরহেযগারী ব্যক্তি। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, ৩/৩৮)

তৃতীয় বিষয় : একটি ছাগল বা তার বেশি ছাগল দ্বারা ওলীমাহ (বৌভাত) খাওয়াবে যদি সক্ষম হয়। এর প্রমাণ নিচের হাদীস।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : اِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، فَاَخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ فَانْطَلَقَ بِهٖ سَعْدٌ اِلٰى مَنْزِلِهٖ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَاَكَلَا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : اَىْ اَخِىْ اَنَا اَكْثَرُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : اَكْثَرُ الْاَنْصَارِ) مَالًا، فَانْظُرْ شَطْرَ مَالِىْ فَخُذْهُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : هَلُمَّ اِلٰى حَدِيْقَتِىْ اُشَاطِرُكَهَا)، وَتَحْتِىْ امْرَاَتَانِ وَاَنْتَ اَخِىْ فِى اللّٰهِ، لَا امْرَاَةً لَكَ فَانْظُرْ اَيُّهُمَا اَعْجَبُ اِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِىْ حَتّٰى اُطَلِّقَهَا لَكَ فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : لَا وَاللّٰهِ ، بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّوْنِىْ عَلَى السُّوْقِ، فَدَلُّوْهُ عَلَى السُّوْقِ، فَذَهَبَ، فَاشْتَرَى وَبَاعَ، وَرَبِحَ، ثُمَّ تَابَعَ الْغَدْوَ فَجَاءَ بِشَىْءٍ مِنْ اَقِطٍ وَسَمَنٍ قَدْ اَفْضَلَهُ فَاَتَى بِهٖ اَهْلَ مَنْزِلِهٖ ثُمَّ لَبِثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّلْبَثَ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ زَعْفَرَانَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : وَضِرٌّ مِنْ خُلُوْقٍ)، فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَهْيَمْ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً مِنَ

الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ : وَزْنُ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ، قَالَ : فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، فَأَجَازَ ذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، قَالَ أَنَسٌ :لَقَدْ رَأَيْتُهُ قُسِّمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْ نِّسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةُ أَلْفَ دِيْنَارٍ۔

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আব্দুর রহমান বিন আওফ মদিনায় আসলেন। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ তাঁর মধ্যে এবং সা'দ বিন রাবী আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। সা'দ তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং খাবার খাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন এবং তাঁরা উভয়ে আহার করলেন। সা'দ তাকে বললেন, হে আমার ভাই! আমি মদীনার এক বড় ধনী। অন্য বর্ণনায় আছে, আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। কাজেই আমার অর্ধেক মাল দেখ এবং তা নিয়ে নাও।

অন্য বর্ণনায় আছে, আমার বাগানে এসো আমি তোমাকে তার অর্ধেক প্রদান করব। আমার দু'জন স্ত্রী আছে, আর তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় আমার ধর্মীয় ভাই, তোমার কোন স্ত্রী নেই। কাজেই তুমি লক্ষ্য কর কোন স্ত্রী তোমার নিকট প্রিয়, তার নাম আমার নিকট বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। অতঃপর তার যখন ইদ্দত শেষ হবে তখন তুমি তাকে বিবাহ করবে। অতঃপর আব্দুর রহমান (রা) বললেন, কখনো না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দিন, তুমি আমাকে বাজার দেখিয়ে দাও।

অতঃপর সে তাকে বাজার দেখিয়ে দিল। সে বাজারে গেল এবং ক্রয়-বিক্রয় করল এবং অনেক লাভবান হল। অতঃপর পরের দিন বাজারে গেল এবং কিছু পনির ও ঘি নিয়ে আগমন করল যা বিক্রয়ের পর বাকী রয়েছে এবং বাড়ির মালিকের নিকট তা নিয়ে আসল। এভাবে সে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করল।

অতঃপর সে একদিন রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট তাঁর কাপড়ে জাফরানের দাগ সহকারে আগমন করল। অন্য বর্ণনায় আছে, এক ধরনের সুগন্ধী খালুকের দাগ নিয়ে আসল। রাসূলে করীম তাঁকে বললেন, কি ব্যাপার তোমার নিকট এটা

কি দেখছি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আনসারী এক নারীকে বিবাহ করেছি। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, আঁটি পরিমাণ সোনা মোহর হিসেবে দিয়েছি। নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি বরকত দান করুন।

ওলীমার আয়োজন কর যদিও একটি ছাগল হয়। তিনি তা অনুমতি দিলে আব্দুর রহমান (রা) বলেন, অবশ্য আমাকে লক্ষ্য করেছি আমি যদি পাথরও উঠাতাম তাহলেই সোনা ও রূপা পাওয়ার আশা করতাম। আনাস বিন মালেক (রা) বললেন, আমি তাঁর মৃত্যুর পর দেখেছি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক লক্ষ দিনার করে বন্টন করা হয়েছিল। (বুখারী, ৪/২৩২ ও ৯/৯৫ ও ১৯০/১৯২; নাসাঈ, ২/৯৩)

وَعَنْ اَنَسٍ اَيْضًا : مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى امْرَاَةٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. قَالَ : اَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتّٰى تَرَكُوْهُ.

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ যায়নাবের জন্য যা ওলীমাহ বা বৌভাতের আয়োজন করেছেন আমি তাঁর স্ত্রীদের কোন স্ত্রীর ওলীমাহ থেকে তা করতে দেখিনি। তিনি একটি বকরী যবেহ করলেন এবং তাঁদেরকে রুটি গোশত খাওয়ালেন এমনকি তাঁরা তাঁকে ছেড়ে গেলেন।

(বুখারী, ৭/১৯২; মুসলিম, ৪/১৪৯)

৩. গোশত ব্যতীত ওলীমাহ করা জায়েয।

যে কোন সাধারণ খাবার দ্বারা ওলীমাহ অনুষ্ঠান পালন করা জায়েয আছে। যদিও তাতে গোশতের কোন ব্যবস্থা না থাকে।

عَنْ اَنَسَ (رضـ) قَالَ : اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنِىْ عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَّلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَبَسَطْتُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : فَحَصَتُّ الْاَرْضَ

اَفَاحِيْصَ، وَجِيْءَ بِالْاَنْطَاعِ فَوَضَعْتُ فِيْهَا، فَاَلْقى عَلَيْهَا التَّمَرَ وَالْاَقِطَ وَالسَّمَنَ فَشَبِعَ النَّاسُ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "মদীনা ও খায়বারের মাঝখানে নবী করীম ﷺ তিনদিন অবস্থান করলেন, তখন তাঁর জন্য বিবি সফীয়াকে দিয়ে বাসর ঘর নির্মাণ হয়েছিল। আমি মুসলমানদেরকে তার ওলীমাতে (বৌভাতের) দাওয়াত দিলাম। সে ওলীমাতে রুটি এবং গোশত ছিল না। চামড়ার দস্তরখানে যা একত্র করতে বলেছিলেন তা ছাড়া। তা আমি বিছিয়ে ছিলাম। (অপর বর্ণনায় আছে, আমি একটু সমতল স্থান খুঁজলাম, একটি চামড়ার দস্তখান আনা হল আর তা আমি সে সমতল ভূমিতে রাখলাম, জনগণ তাতে খেজুর, ঘি ফেলল (অতঃপর মানুষ তৃপ্তি করে আহার করল)।

(বুখারী, ৭/৩৮৭; মুসলিম, ৪/১৪৭)

৪ ধনীদের নিজস্ব মাল দ্বারা ওলীমাতে অংশগ্রহণ করা।

ওলীমা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করার জন্য জনগণ তাদের মাল দ্বারা অংশগ্রহণ করা মুস্তাহাব। সফীয়ার সাথে রাসূলে করীম ﷺ-এর বিবাহের ঘটনা সংক্রান্ত আনাস বিন মালেকের হাদীস দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়,

عَنْ اَنَسٍ فِىْ قِصَّةِ زِوَاجِهِ ﷺ بِصَفِيَّةَ قَالَ : حَتّى اِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ اُمّ سُلَيْمٍ، فَاَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَاَصْبَحَ النَّبِىُّ ﷺ عَرُوْسًا، فَقَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَه شَىْءٌ فَلْيَجِىْءْ بِهِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَاْتِنَا بِهِ ، قَالَ : وَبَسَطَ نِطْعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْاَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمَرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمَنِ، فَحَاسُوْا حَيْسًا فَجَعَلُوْا يَاْكُلُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ الْحَيْسِ، وَيَشْرَبُوْنَ مِنْ حِيَاضٍ اِلى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ فَكَانَتْ وَلِيْمَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী সফীয়াহ্ এর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন তিনি রাস্তায় ছিলেন সফীয়াহকে তার জন্য উম্মু সুলাইম প্রস্তুত করলেন অর্থাৎ সাজালেন এবং তাঁকে রাতে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। নবী করীম ﷺ বাসর ঘরেই সকাল অতিবাহিত করলেন। এরপর তিনি বললেন, যার নিকট কিছু খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। অপর এক বর্ণনায় আছে– যার নিকট অতিরিক্ত খাবার মজুদ আছে সে যেন তা আমাদের নিকট নিয়ে আসে। আনাস (রা) বিন মালেক বলেন, তিনি একটি দস্তরখানা বিছালেন। তখন কেউ কেউ পনির নিয়ে আসল, কেউ কেউ খেজুর নিয়ে আসল, আবার কেউ ঘি নিয়ে আসল। সব দিয়ে তারা হাইস (খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত খাবার) বানালো। (তারা সে হাইস আহার করতে লাগল এবং তাদের পাশের বৃষ্টির পানি হাউজ থেকে পান করতে লাগলেন) আর এটাই ছিল রাসূলে করীম ﷺ-এর ওলীমাহ। (বুখারী, মুসলিম ও আহমদ, ৩/১০৩, ১৯৫)

৫. কেবল ধনীদেরকে ওলীমায় (বৌভাতে) দাওয়াত দেয়া হারাম।

গরীব মানুষ বাদ দিয়ে কেবল দেখে দেখে ধনীদেরকে ওলীমায় (বৌভাতে) দাওয়াত দেয়া নাজায়েয। নবী করীম ﷺ-এর বাণী–

أَشَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعٰى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

"খাবারের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার হচ্ছে ঐ ওলীমার খাবার– যাতে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং তাতে দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করা হয়। আর ওলীমার দাওয়াত যে কবুল করল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করল।" (মুসলিম, ৪/১৫৪; বায়হাকী, ৭/২৬২)

৬. ওলীমার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব।

যাকে ওলীমাতে (বৌভাতে) দাওয়াত দেয়া হবে তার ওলীমাহ অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম হাদীস

فَكُّوا الْعَانِيْ، وَاَجِيْبُوا الدَّاعِيْ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ .

তোমরা দাস মুক্ত (আযাদ) করো। আমন্ত্রণকারীর (দাওয়াত দানকারী) আমন্ত্রণে সাড়া দাও এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও। (বুখারী, ৯/১৯৮)

দ্বিতীয় হাদীস

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

যদি তোমাদের কাউকে ওলীমাতে দাওয়াত দেয়া হয় সে যেন তাতে হাজির থাকে (চাই বিবাহ অনুষ্ঠান হোক বা অন্য কোন অনুষ্ঠান) যে ব্যক্তি দাওয়াতে হাজির থাকবে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যকারী হল।

(বুখারী, ৯/১৯৮; মুসলিম, ৪/১৫২)

৭. রোযাদার হলেও দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

রোযাদার হলেও দাওয়াতে যাওয়া আবশ্যক। নবী করীম ﷺ বলেছেন-

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. يَعْنِيْ : الدُّعَاءَ.

"যখন তোমাদের কাউকে কোন খাবারের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে হাজির হয়। যদি রোযাদার না হয় তাহলে যেন আহার করে। আর যদি রোযাদার হয় তাহলে যেন দোয়া করে।

(মুসলিম, ৪/১৫৩; নাসাঈ, ৬৩/২; আহমদ, ২/৫০৭; বায়হাকী, ৭/২৬৩)

৩১. মেহমানের জন্য ইফতারের আয়োজন করা।

দাওয়াতকৃত ব্যক্তি যে কোন নফল রোযা রাখলে ইফতার করতে পারে। বিশেষ করে যখন মেযবান পীড়াপীড়ি বা অনুনয় করে তখন রোযা ভাঙ্গা জায়েয। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রথম হাদীস

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

যদি তোমাদের কাউকে কোন খাবারের দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে সে যেন তাতে উপস্থিত হয়। যদি ইচ্ছা হয় ভক্ষণ করবে, আর যদি ইচ্ছা না হয় খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম, আহমদ, ৩/৩৯২)

দ্বিতীয় হাদীস

اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْرُ نَفْسِهٖ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ ۔

নফল রোযাদার নিজের প্রতিনিধি। ইচ্ছা করলে রোযা রাখবে আর ইচ্ছা করলে রোযা ভেঙে ফেলবে। (নাসাঈ, ৬৪/৪; হাকিম, ১/৪৩৯; বায়হাকী, ৪/২৭৬)

তৃতীয় হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْئٌ فَقُلْتُ : لاَ قَالَ : فَاِنِّىْ صَائِمٌ. ثُمَّ مَرَّبِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَقَدْ اُهْدِىَ اِلَىَّ حَيْسٌ، فَخَبَأْتُ لَهٗ مِنْهُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ، قَالَتْ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ، فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ : اُدْنِيْهِ، اَمَّا اِنِّىْ قَدْ اَصْبَحْتُ وَاَنَا صَائِمٌ. فَاَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّمَا مِثْلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مِثْلَ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةِ، فَاِنْ شَاءَ اَمْضَاهَا، وَاِنْ شَاءَ حَبَسَهَا-

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "একদিন রাসূলে করীম ﷺ আমার নিকট এসে বললেন, তোমাদের নিকট কিছু খাবার আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে আমি রোযা রাখলাম। পুনরায় ঐ দিনের পর আমার নিকট দিয়ে তিনি গেলেন। আর আমাকে হাইস (খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত খাবার) হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তা থেকে কিছু তার জন্য উঠায়ে রাখলাম। আর তিনি হাইস খুবই পছন্দ করতেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে হাইস হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তা থেকে আপনার জন্য কিছু রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন, আমার নিকটে নিয়ে আস, আমি কিন্তু রোযা অবস্থায় সকাল অতিবাহিত করেছি। অতঃপর তিনি তা থেকে ভক্ষণ করলেন, এরপর বললেন, নফল রোযাদারের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি তার মাল থেকে

সাদকা আদায় করে দেয়। যদি ইচ্ছা হয় তা সম্পাদন করবে (দান করবে) আর যদি ইচ্ছা হয় তার নিকটেই রেখে দিবে তাহলে রাখতে পারবে। (নাসাঈ)

৮. নফল রোযা কাযা করা ওয়াজিব নয়।

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ভঙ্গকৃত ঐ দিনের নফল রোযা পরবর্তীতে আদায় করা ওয়াজিব নয়, এ বিষয়ে দু'টি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো।

প্রথম হাদীস

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ : صَنَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا، فَاَتَانِىْ هُوَ وَاَصْحَابُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ الطَّعَامَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : دَعَاكُمْ اَخُوْكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ : اَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا اِنْ شِئْتَ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম। এরপর তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ আমার নিকট আসলেন। যখন তিনি খাবারে হাত রাখলেন। তখন দলের একজন বলল, আমি রোযাদার। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের ভাই তোমাদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য পরিশ্রম করেছেন। এরপর রাসূলে করীম ﷺ তাকে বললেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল এবং পরিবর্তে যদি চাও একদিন রোযা রেখে নিও। (বায়হাকী, ৪/২৭৯; ফাতহুলবারী, ৪/১৭০)

দ্বিতীয় হাদীস :

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اٰخٰى بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ اَبِى الدَّرْدَاءِ، قَالَ : فَجَاءَهُ سَلْمَانُ يَزُوْرُهُ، فَاِذَا اُمُّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةٌ، فَقَالَ : مَا شَاْنُكَ يَا اُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ : اِنَّ اَخَاكَ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ، وَلَيْسَ لَهُ فِىْ شَيْئٍ مِّنَ الدُّنْيَا حَاجَةٌ فَجَاءَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَرَحَّبَ بِهِ،وَقَرَّبَ اِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : اِطْعِمْ، قَالَ : اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ : اَقْسَمْتُ

عَلَيْكَ لَتَفْطِرَنَّهُ، مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ، فَاَكَلَ مَعَهُ، ثُمَّ بَاتَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ اَرَادَ اَبُوا الدَّرْدَاءِ يَقُوْمَ، فَمَنَعَهُ سَلْمَانُ وَقَالَ لَهُ : يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَاَفْطِرْ، وَصَلِّ، وَاْتِ اَهْلَكَ، وَاَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَمَّا كَانَ فِىْ وَجْهِ الصُّبْحِ، قَالَ : قُمْ اْلاٰنَ اِنْ شِئْتَ، قَالَ : فَقَامَا فَتَوَضَّلاَ، ثُمَّ رَكَعَا، ثُمَّ خَرَجَا اِلَى الصَّلاَةِ. فَدَنَا اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لِيُخْبِرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالَّذِىْ اَمَرَهُ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ وَفِىْ رِوَايَةٍ : صَدَقَ سَلْمَانُ.

আবূ জুহাইফাহ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা সালমান ও আবূ দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দিলেন। তিনি বলেন, সালমান তার নিকট বেড়াতে আসল। তখন উম্মু দারদা ছদ্মবেশে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে উম্মু দারদা! তোমার এ অবস্থা কেন? সে বলল, আপনার ভাই আবূ দারদা রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে এবং দিনে রোযা রাখে। পার্থিব কোন কিছুর প্রতি তার কোন গুরুত্ব নেই। এরপর আবূ দারদা আগমন করল এবং সালমানকে স্বাগত জানাল এবং তার নিকট খাবার নিয়ে আসল। সালমান তাকে বলল, খাও? সে বলল, আমি রোযাদার; সালমান বলল, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি অবশ্যই তুমি ইফতার করবে। তুমি যতক্ষণ না খাবে আমি খাব না। তখন সে তার সাথে ভক্ষণ করল। এরপর তিনি তাঁর নিকট রাত যাপন করলেন। যখন রাত হল আবূ দারদা নফল আদায় করতে চাইলেন। সালমান তাকে নিষেধ করলেন এবং তাকে বললেন, হে আবূ দারদা! নিশ্চয় তোমার ওপর দেহের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার পালনকর্তার হক রয়েছে (তোমার মেহমানের তোমার ওপর হক আছে) তোমার স্ত্রীর তোমার ওপর হক আছে। রোযা রাখ,

ভাঙ্গ, সালাত পড়, স্ত্রীর নিকট যাও এবং প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দাও। যখন সে সুবহে সাদিকে উপনিত হল তখন সালমান তাঁকে বললেন, যদি চাও তো এখন সালাত আদায় করতে পার। বর্ণনাকারী বললেন, তাঁরা উভয়ে উঠলেন এবং অযু করলেন, অতঃপর সালাত আদায় করলেন। এরপর ফজর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। সালমান আবু দারদাকে যে আদেশ করেছিল তা সংবাদ দেয়ার জন্য আবু দারদা রাসূলুল্লাহ-এর নিকট আগমন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হে আবূ দারদা! নিশ্চয় তোমার দেহের উপর তোমার হক আছে। যেরূপ সালমান বলেছেন সেরূপ বললেন, অপর বর্ণনাতে আছে সালমান সত্যই বলেছে।

(বুখারী, ৪/১৭০/১৭১; তিরমিযী, ৩/২৯০; বাইহাকী, ৪/২৭৬)

৯. যে দাওয়াতে গুনাহের কাজ হয় তাতে হাজির না হওয়া।

ঐ দাওয়াতে হাজির হওয়া অবৈধ যা গুনাহের ও অবাধ্যচারিতার সাথে জড়িত। যদি সেটাকে অপছন্দ করে এবং তা প্রতিহত করার ইচ্ছা থেকে থাকে তাহলে যেতে বাধা নেই। যদি সম্ভব হয় সে গুনাহের কাজ বিদূরিত করতে চেষ্টা করবে। যদি না পারো তাহলে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَاٰى فِى الْبَيْتِ تَصَاوِيْرَ، فَرَجَعَ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرْجَعَكَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ؟ قَالَ اِنَّ فِى الْبَيْتِ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرَ.

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি খাবার প্রস্তুত করলাম। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি আসলেন, এসে তিনি বাড়িতে ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি আবার ফিরে গেলেন। আলী (রা) বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক কোন জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছে? নবী করীম ﷺ বললেন, বাড়িতে এমন একটি পর্দা ঝুলানো আছে যাতে ছবি আছে। নিশ্চয় ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কোন ছবি থাকে।

(ইবনে মাযাহ, ২/৩২৩; মুসনাদে আবু ই'আলা, ৩১/১, ৩৮/১)

দ্বিতীয় হাদীস :

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ، مَاذَا اَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ ﷺ : مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةُ؟ فَقُلْتُ : اِشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ ﷺ : اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرُ) يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ : اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَاَهَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ مِثْلُ هٰذِهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ قَالَتْ : فَمَا دَخَلَ حَتّٰى اَخْرَجْتُهَا ـ

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি গদি ক্রয় করেছিলেন, যাতে ছবি ছিল। যখন তা রাসূলে করীম ﷺ দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরে প্রবেশ করলেন না। অতএব আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি ভাব বুঝতে পারলাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট তাওবা করছি, আমি কি গুনাহ্ করেছি? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এ গদিটির কি হল? আমি বললাম, আপনার বসা এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমি এটা খরিদ করেছি। তখন রাসূলে করীম ﷺ বললেন : নিশ্চয় এ ছবির মালিক, [অপর বর্ণনায় রয়েছে যারা এ ছবি নির্মাণ করে] শেষ বিচার দিবসে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাদের প্রাণ সঞ্চার করো। নিশ্চয় যে ঘরে (এরূপ) ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না (আয়েশা (রা) বলেন, আমি ছবি বের না করা পর্যন্ত তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন না।

তৃতীয় হাদীস

قَالَ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ؛ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ-

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন এমন দস্তরখানে না বসে যেখানে মদ আপ্যায়ন করা হয়।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

আমরা যা বর্ণনা করলাম এর ওপরই সলফে সালিহীনদের (রা) আমল চলছে। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

عَنْ اَسْلَمَ - مَوْلٰى عُمَرَ - اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ، فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارٰى، فَقَالَ لِعُمَرَ : اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ تَجِيْئَنِىْ وَتُكْرِمَنِىْ اَنْتَ وَاَصْحَابُكَ- وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : اِنَّا لَا نَدْخُلُ كُنَائِسَكُمْ مِنْ اَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِىْ فِيْهَا .

ওমরের গোলাম আসলাম থেকে বর্ণিত যে, ওমর বিন খাত্তাব (রা) যখন সিরিয়াতে গমন করলেন। তার জন্য এক খ্রিস্টান লোক খাবার প্রস্তুত করল। সে ওমর (রা)-কে বলল, আমি পছন্দ করি আপনি আমার বাড়িতে আগমন করবেন এবং আপনিও আপনার সাথীরা আমাকে সম্মানিত করবেন। এ লোক ছিল সিরিয়ার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন। ওমর (রা) তাকে বললেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় ছবি থাকার কারণে প্রবেশ করি না। (বাইহাকী, ৭/২৬৮)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ - عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو - اَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَدَعَاهُ، فَقَالَ : اَفِى الْبَيْتِ صُوْرَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَاَبٰى اَنْ يَّدْخُلَ حَتّٰى كُسِرَ الصُّوْرَةُ، ثُمَّ دَخَلَ -

আবু মাসউদ 'উকবাহ্ বিন আমর থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার জন্য খাবার তৈরি করল। এরপর তাকে দাওয়াত দিল। অতঃপর তিনি বললেন, ঘরে কি কোন ছবি রয়েছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন, এরপর ছবি ভেঙ্গে ফেলা হলে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন।

(ফাতহুল বারী, ৯/২০৪)

قَالَ الْإِمَامُ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا نَدْخُلُ وَلِيْمَةً فِيْهَا طَبْلٌ وَّلَا مَعْزَافٌ-

ইমাম আওযায়ী বলেছেন, আমরা ঐ ওলীমাতে (বৌভাত) অনুষ্ঠানে গমন করি না যাতে তবলা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে। (ফাওয়ায়িদুল মুনতাকাহ, ৪/৩/১)

১০. যে ব্যক্তি দাওয়াতে হাজির হবে তার জন্য যা করা মুস্তাহাব।

যে ব্যক্তি দাওয়াতে হাজির হবে তার জন্য দু'টি কাজ করা মুস্তাহাব।

প্রথম কাজ : দাওয়াতকারীর জন্য খাওয়া শেষে দোয়া করা যা নবী করীম ﷺ থেকে প্রচলন হয়ে এসেছে। তা আবার কয়েক ধরনের।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِسْرٍ اَنَّ اَبَاهُ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَدَعَاهُ، فَاَجَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ.

আব্দুল্লাহ ইবনে বিসর থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা নবী করীম ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন এবং তাকে দাওয়াত দিলেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন। অতঃপর খাওয়া শেষ করে বললেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ - وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ.

হে আল্লাহ! তাদেরকে মাফ কর, তাদেরকে রহম কর। তাদের যে রিযিক দিয়েছ তাতে বরকত দান কর। (মুসলিম, ৬/১২২; আবু দাউদ, ২/১৩৫; নাসাঈ, ৬৬/৩; তিরমিযী, ৪/২৮১; বাইহাকী, ৭/২৭৪)

عَنْ اَنَسٍ اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَزُوْرُ الْاَنْصَارَ، فَاذَا جَاءَ اِلَى دُوْرِ الْاَنْصَارِ جَاءَ صِبْيَانُ الْاَنْصَارِ يَدُوْرُوْنَ حَوْلَهُ،

فَيَدْعُولَهُمْ، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، فَأَتى اِلى بَابِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَ اسْتَأْذَنَ عَلى سَعْدٍ فَقَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِىَّ ﷺ حَتّى سَلَّمَ ثَلاَثًا ،وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلاَثًا ، وَلَمْ يُسْمِعْهُ، (وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَزِيْدُ فَوْقَ ثَلاَثَ تَسْلِيْمَاتٍ، فَاِنْ اَذِنَ لَه، وَاِلَّا انْصَرَفَ) ، فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ، وَاتْبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيْمَةً اِلَّا هِىَ بِاُذُنِىْ، وَلَقَدْ رَدَدْتُّ عَلَيْكَ وَلَمْ اُسْمِعْكَ، اَحْبَبْتُ اَنْ اَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلاَمِكَ ومِنَ الْبَرَكَةِ، فَادْخُلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ)، ثُمَّ اَدْخَلَهُ الْبَيْتَ، فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيْبًا، فَاَكَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ-

আনাস বিন মালেক অথবা অন্য কারো থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। যখন তিনি আনসারদের বাড়ির নিকটে আসলেন তখন আনসারদের বালকেরা এসে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন। আর তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে শান্তি কামনা করলেন। তিনি সা'দ বিন ওবাদার ঘরের নিকট আসলেন (তিনি সা'দের নিকট ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।) আর বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। সা'দ বললেন, ওয়া' আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তিনবার সালাম না দেয়া পর্যন্ত সা'দ সালামের জবাব নবী ﷺ-কে শুনালেন না। সা'দ তিনবার জবাব দিলেন কিন্তু তাকে শুনালেন না। আর নবী ﷺ তিন সালামের অধিক সালাম দিতেন না। যদি তাকে অনুমতি দেয়া হতো প্রবেশ করতেন, তা না হলে ফিরে যেতেন। অতএব নবী ﷺ প্রত্যাবর্তন করছিলেন,

সা'দ তাঁর পিছু নিলেন। অতঃপর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার মা, বাবা কুরবান হোক। আপনি যে কয়বার সালাম দিয়েছেন তা আমার নিকট পৌছেছে আর আমিও তার জবাব দিয়েছি কিন্তু আপনাকে শুনাইনি। আমি চেয়েছিলাম আপনার সালাম ও বরকতের আধিক্য। (হে আল্লাহর রাসূল! আপনি প্রবেশ করুন)। এরপর তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর কাছে কিসমিস নিয়ে এলেন, আল্লাহর নবী খেলেন। যখন খাওয়া সমাপ্ত করলেন তখন বললেন, তোমাদের সৎ ব্যক্তিবর্গ খাবার খেয়েছে, তোমাদের জন্য ফেরেশতা দোয়া করেছে, আর তোমাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করেছে। (আহমদ, ৩/১৩৮; বাইহাকী, ৭/২৮৭; আবু দাউদ, ২/১৫০)

দ্বিতীয় কাজ : মেযবান ও তার স্ত্রীর জন্য মঙ্গল ও বরকতের দোয়া করা। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে :

প্রথম হাদীস :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ (رضـ) قَالَ : هَلَكَ أَبِيْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً ثَيِّبًا : فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ فَقَالَ : اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ : فَهَلاَّ جَارِيَةً تلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ (تِسْعَ اَوْ سَبْعَ) بَنَاتٍ، وَاِنِّي كَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، فَقَالَ :

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، اَوْ قَالَ لِيْ خَيْرًا ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার পিতা সাতজন বা নয়জন কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করলেন। আমি একজন বিধবা নারী বিবাহ করলাম। আমাকে রাসূলে করীম ﷺ বললেন, হে জাবের! তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম বিধবা।

তিনি বললেন, যদি তুমি কুমারী বিবাহ করতে তুমি তার সাথে আনন্দ-ফূর্তি করতে সেও তোমার সাথে তদ্রূপ করত। তুমি তাকে হাসাতে সেও তোমাকে হাসাতো তাহলে কি উত্তম হত না? আমি তাঁকে বললাম, নিশ্চয় আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং (নয় বা সাতজন কন্যা রেখে গেছেন) আমি অপছন্দ করলাম তাদের মতো কাউকে ঘরে আনতে। সেজন্য এমন একজন নারীকে বিবাহ করেছি যে তাদের দেখাশুনা করার সক্ষম রাখে। তখন নবী করীম বললেন, بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। অথবা আমাকে তিনি বললেন, তোমার মঙ্গল হোক। (বুখারী, ৯/৪২৩, মুসলিম, ৪/১৭৬)

দ্বিতীয় হাদীস :

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ لِعَلِيٍّ عِنْدَكَ
فَاطِمَةُ، فَاَتى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَا حَاجَةُ
ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : مَرْحَبًا وَاَهْلًا، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَ عَلى
بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَلٰى اُوْلَئِكَ الرَّهَطُ مِنَ الْاَنْصَارِ يَنْتَظِرُوْنَهُ،
قَالُوْا : مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ : مَا اَدْرِيْ غَيْرَ اَنَّه قَالَ لِيْ : مَرْحَبًا
مَرْحَبًا وَاَهْلًا فَقَالُوْا : يَكْفِيْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ احْدَاهُمَا،
اَعْطَاكَ الْاَهْلَ وَالْمَرْحَبَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ، بَعْدَمَا زَوَّجَهُ قَالَ
، يَا عَلِيُّ اِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعُرُوْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ، فَقَالَ سَعْدٌ : عِنْدِيْ
كَبْشٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهَطٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَصْوعًا مِنْ ذُرَةٍ، فَلَمَّا كَانَتْ
لَيْلَةُ الْبِنَاءِ ، قَالَ : لاَ تُحَدِّثْ شَيْئًا حَتّٰى تَلْقَانِيْ فَدَعَا
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ فِيْهِ، ثُمَّ اَفْرَغَهُ عَلى عَلِيٍّ،فَقَالَ :
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا ، وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا.

ফর্মা-০৬; মুসলিম পরিবার ও পারিবারিক জীবন

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আনসারদের একটি দল আলী (রা)-কে বলল : ফাতিমাকে তোমার নিকট বিবাহ দিবেন। তখন আলী (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট এসে সালাম প্রদান করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবূ তালিবের ছেলের আবার কি প্রয়োজন দেখা দিল? তিনি বললেন, ফাতিমাহ বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা স্মরণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ধন্যবাদ স্বাগতম! এর চেয়ে বেশি কিছু বললেন না। এরপর আলী (রা) অপেক্ষমান সেই আনসার দলের নিকট গমন করলেন, তাঁরা বললেন, তোমার খবর কি? তিনি বললেন, আমি এ কথা ছাড়া আর কিছু জানি না। তিনি বলেছেন, 'মারহাবা আহ্‌লান' ধন্যবাদ স্বাগতম। তারা বলল, দু'টির একটিই রাসূলের পক্ষ থেকে তোমার জন্য সম্মতি প্রকাশের জন্য যথেষ্ট। আর তোমাকে ধন্যবাদ ও স্বাগতম উভয় দিয়েছেন। এরপরের ঘটনা, যখন নবী করীম ﷺ তাঁর বিবাহ দিলেন, তিনি বললেন, হে আলী! বাসর করতে হলে তো ওলীমার আয়োজন করা প্রয়োজন। তখন সা'দ বললেন, আমার নিকট মেষ আছে। তার জন্য আনসারী একদল লোক কয়েক সা ভুট্টা জোগাড় করে আনলেন। যেদিন বাসর রাত্রি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে কিছু করো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনতে বললে, তা দ্বারা অযু করলেন। এরপর অবশিষ্ট পানি আলীর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا

হে আল্লাহ! তাদের উভয়েরই মাঝে বরকত দাও এবং তাদের জন্য বাসর রাতকে বরকতময় করে দাও। (ইবনু সা'দ, ৮/২০-২১; ত্ববরানী কাবীর, ১/১২১/১)

তৃতীয় হাদীস :

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ : تَزَوَّجَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْنِيْ أُمِّيْ ، فَأَدْخَلَتْنِيْ الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ الْبَيْتِ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلى خَيْرِ طَائِرٍ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাকে নবী করীম ﷺ বিবাহ করলেন, আমার নিকট আমার মা আগমন করলেন এবং আমাকে ঘরে প্রবেশ করালেন, তখন ঘরের মধ্যে আনসারী কিছু সংখ্যক নারী ছিল। তারা বলল,

عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ

তোমার বিবাহ কল্যাণ ও বরকতময় হোক এবং ভাগ্য হোক মঙ্গলময়।

(বুখারী, ৯/১৮২; মুসলিম, ৪/১৪১; বাইহাকী, ৭/১৪৯)

চতুর্থ হাদীস :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : عَلَى) خَيْرٍ -

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করত তখন নবী করীম ﷺ তার জন্য দোয়া করে বলতেন–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ -

আল্লাহ্ তোমাকে ও তোমার উপর বরকত দিন আর তোমাদের মাঝে আরও উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

(আবু দাউদ, ১/৩৩২; তিরমিযী, ২/১৭১; ইবনু মাজাহ, ১/২৮৯)

১১. রিফা ও বানীন এটা জাহিলী যুগের অভিনন্দন।

স্বাগত জানানোর জন্য রিফা ও বানীন বলবে না, যেমন যারা না জানে তারা করে থাকে। কেননা এটা জাহিলী যুগের কাজ, এ বিষয়ে অনেক হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন–

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيْلَ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ جَشَمٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالُوْا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلُوْا ذٰلِكَ (فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ)، قَالُوْا : فَمَا نَقُوْلُ يَا أَبَا زَيْدٍ؟ قَالَ : قُوْلُوْا : بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، إِنَّا كَذٰلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ -

হাসান থেকে বর্ণিত আছে, আকীল ইবনে আবূ তালিব জাশামের এক নারীকে বিবাহ করলেন। তার লোকজন ঘরে প্রবেশ করলেন। তারা বলল : রিফা ওয়াল বানীন। তিনি তখন বললেন, এ কাজ করো না। কেননা, নবী করীম ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তারা বলল : তাহলে আমার কি বলব, হে আবূ যায়েদ? তিনি বললেন, তোমার বলবে–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ ـ

আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের উপর বরকত দিন। আমাদেরকে এরূপই আদেশ করা হতো। (ইবনে মাজাহ, ১/৫৮৯; নাসাঈ, ২/৯১; বাইহাকী, ৭/১৪৮)

১২. নববধূ অন্যান্য পুরুষদের সেবা করতে পারবে।

নববধূ নিজেই দাওয়াতকৃত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের খিদমত করতে পারবে, এতে কোন অসুবিধা নেই। যখন সে পর্দানশীলা ও ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যা সাহাল বিন সা'দ এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : لَمَّا عَرَّسَ أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعَدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلاَ قَدَّمَهُ إِلَيْهِمْ؛ إِلَّا امْرَأَتَهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَنْقَعَتْ) تَمَرَاتٍ فِيْ تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَه فَسَقَتْهُ، تَتْحَفُهُ بِذٰلِكَ. (فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعُرُوْسُ)-

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ উসাইদ আস সায়াদী বিবাহ করলেন, তখন তিনি নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদের জন্য কোন খাবার প্রস্তুত করলেন না এবং তাদের নিকট তিনি কিছু এগিয়ে দিলেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী উম্মু উসাইদ যা কিছু করলেন। তিনি রাতে পাথরের এক পাত্রে খেজুর ভিজিয়ে ছিলেন। যখন নবী

করীম ﷺ খাওয়া সমাপ্ত করলেন তখন অনুষ্ঠানে নিজ হাতে তিনি তাঁকে আপ্যায়ন করেন এবং তিনি তাঁকে পান করান। (তার স্ত্রী উম্মু উসাইদ সেদিন তাদের সেবিকা ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন নববধূ)।

(বুখারী, ৯/২০০, ২০৫, ২০৬; মুসলিম, ৬/১০৩; ইবনু মাজাহ, ৫৯০-৫৯১)

১৩. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান করা ও দফ বাজানো।

কেবলমাত্র দফ বা তবলা বাজিয়ে বিবাহের ঘোষণা করার জন্য নারীদেরকে অনুমতি দেয়া জায়েয এবং ঐ সব গান করা জায়েয যাতে সৌন্দর্যের বর্ণনা ও নির্লজ্জকর কোন কথা নেই। এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْخُلُ حِيْنَ بُنِىَ عَلَىَّ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِىْ مَجْلِسِكَ مِنِّىْ،(الْخِطَابَ لِلرَّاوِىْ عَنْهَا)، فَجَعَلَتْ جُوَيْرَاتٌ لَّنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِىْ يَوْمَ بَدْرٍ، اِذْ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ : وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ، فَقَالَ : دَعِىْ هٰذِهِ وَقُوْلِىْ بِالَّذِىْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ -

রুবাই বিনতে মু'আওবিয থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার জন্য যখন বাসর সাজানো হল নবী করীম ﷺ প্রবেশ করলেন। তিনি আমার বিছানায় উপবিষ্ট হলেন। তুমি যেভাবে আমার নিকট বসেছ (উদ্দেশ্য তার নিকট থেকে বর্ণনাকারীর) আমাদের বাচ্চারা দফ বা তবলা বাজাতে লাগল। আমাদের যে বাপ-দাদারা উহুদে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের শোকগাথা গুণকীর্তন করতে লাগল। এর মধ্যে তাদের একজন বলল : আমাদের মাঝে এমন নবী বিদ্যমান রয়েছেন, যিনি আগামীকাল কি হবে তা জানেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এ কথা বাদ দাও এবং যা প্রথমে বলতে ছিলে তা বল।

(বুখারী, ২/৩৫২, ৯/১৬৬-১৬৭; বাইহাকী, ৭/২৮৮)

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلى رجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ؟ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক নারীকে আনসারী এক ব্যক্তির বাসর ঘরে প্রেরণ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, হে আয়েশা! তোমাদের কি বিনোদন করার মতো কিছু নেই, কেননা আমোদ-প্রমোদ বিনোদন আনসারীদেরকে আনন্দিত করে। (বুখারী, ৯/১৮৪-১৮৬; বাইহাকী, ৭/২৮৮)

وَفِيْ رِوَايَةٍ بِلَفْظٍ : فَقَالَ : فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيْ؟ قُلْتُ : نَقُوْلُ مَاذَا؟ قَالَ : تَقُوْلُ :

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ

فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ

لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ مَا حَلَّتْ بِوَادِيْكُمْ

لَوْ لَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ مَا سَمِنَتْ عَذَارِيْكُمْ -

অন্য এক বর্ণনায় আছে এ শব্দে : "তখন তিনি বললেন, তুমি কি তার সাথে বালিকা প্রেরণ করেছ যারা দফ বাজাবে ও গান করবে? আমি বললাম, সে কি বলবে? তিনি বললেন, সে বলবে :

আমরা তোমাদের নিকট এসেছি, আমরা তোমাদের নিকট এসেছি,

অতএব আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি, আমরা তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি।

যদি লাল স্বর্ণ না হতো তাহলে তোমাদের নিকট বেদুঈন নারীগণ আসত না।

আর যদি পিঙ্গল বর্ণ গম না হতো তোমাদের নিকট কুমারী নারীগণ মোটা হতো না। (ত্বরানী যাওয়ায়িদাহ ১/১৬৭/১)

তৃতীয় হাদীস

وَعَنْهَا اَيْضًا : اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمِعَ نَاسًا يُغَنُّوْنَ فِىْ عُرُسٍ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ :

وَاُهْدِيَ لَهَا اَكْبَشُ يُبَحْبِحْنَ فِى الْمَرْبَدِ

وَحِبُّكِ فِى النَّادِيْ وَيَعْلَمُ مَا فِىْ غَدِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ : وَزَوْجُكِ فِى النَّادِيْ وَيَعْلَمُ مَا فِىْ غَدِ

قَالَتْ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَعْلَمُ فِىْ غَدٍ اِلاَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ -

অন্য এক বর্ণনায় আছে– আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে আরো বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ লোকজনকে বিবাহ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করতে শুনলেন তারা বলছিল : তাকে বহু সংখ্যক ভেড়া উপহার দেয়া হয়েছে যে সব ভেড়া প্রশস্ত বাগানে বাস করে। তোমার প্রেমিক মজলিসে যিনি আগামীকালের সংবাদ রাখেন।

অপর বর্ণনায় রয়েছে : তোমার স্বামী মজলিসে যিনি আগামীকালের সংবাদ রাখেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বললেন, আগামীকাল কি হবে তা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই জানে না। (হাকিম, ২/১৮৪-৪৮৫; বাইহাকী, ৭/২৮৯)

চতুর্থ হাদীস

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى قُرْظَةَ بْنَ كَعْبٍ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ، وَذَكَرَ ثَالِثًا - ذَهَبَ عَلِىَّ - وَجَوَارِىْ

يَضْرِبْنَ بِالدُّفِ وَيُغَنِّيْنَ، فَقُلْتُ : تَقِرُّوْنَ عَلٰى هٰذَا وَاَنْتُمْ

اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالُوْا : اِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِى الْعُرُسَاتِ،

وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَفِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِيْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ-

আমের ইবনে সা'দ বাজালী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি কুরযাহ ইবনে কা'ব ও আবূ মাসউদের কাছে গেলাম এবং তিনি তৃতীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। আলী (রা) চলে গেল এবং বালিকারা গেল দফ বাজানো এবং গান করার উদ্দেশ্যে। আমি বললাম, আপনারা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে সমর্থন করেন? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, নিশ্চয় তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিপদের সময় কান্নাকাটি করার অনুমতি দিয়েছেন। অপর বর্ণনায় আছে : "মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ না করে কান্নাকাটি করা অনুমতি দিয়েছেন।"

(নাসাঈ, ২/৯৩; আবু দাউদ, ১২২১ নং)

পঞ্চম হাদীস

عَنْ اَبِىْ بَلْجٍ يَحْيى بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ : تَزَوَّجْتُ امْرَاَتَيْنِ مَا كَانَ فِىْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَوْتٌ، يَعْنِىْ دُفًّا، فَقَالَ مُحَمَّدٌ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اَلصَّوْتُ بِالدُّفِّ -

আবূ বালজ ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইম বলেছেন : আমি মুহাম্মদ বিন হাতিবকে বললাম, আমি দু'জন নারীকে বিবাহ করেছি তাদের কোন একটিতে কোন শব্দ ছিল না। অতঃপর মুহাম্মদ বিন হাতিব (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দফ বা তবলা বাজানোর শব্দ হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করে।

(নাসাঈ, ২/৯১; তিরমিযী, ২/১৭০)

ষষ্ঠ হাদীস

اَعْلِنُوا النِّكَاحَ

তোমরা বিবাহ অনুষ্ঠান প্রচার করো। (তাবরানী, ৬৯/১/১)

১৪. শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকা।

শরীয়ত পরিপন্থী সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে মানুষ সীমালঙ্ঘন করে তা থেকে। আলেমদের চুপ থাকার কারণে অনেকেই ধারণা করে এতে কোন অসুবিধা নেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যেমন–

১. ছবি ঝুলানো : প্রথম : দেয়ালে ছবি ঝুলানো :

দেহ বিশিষ্ট (মূর্তির ন্যায়) বা দেহ বিহীন যার ছায়া আছে অথবা ছায়া নেই। অথবা সেটা আর্ট করা হোক বা ফটোগ্রাফীর মাধ্যমে করা হোক সকলই সমান এবং কেননা এগুলো সবই নাজায়েয। যে সক্ষম তার কর্তব্য হলো ছবিগুলো অপসারণ করা। যদি সক্ষম না হয় তাহলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে।

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِّىْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، (وَفِىْ رِوَايَةٍ: فِيْهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْاَجْنِحَةِ)، فَلَمَّا رَاٰهُ هَتَكَهُ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ : يَا عَائِشَةَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ، (وَفِىْ رِوَايَةٍ : اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ، وَيُقَالُ لَهُمْ : اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً اَوْ وِسَادَتَيْنِ، (فَقَدْ رَاَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلٰى اِحْدَاهُمَا وَفِيْهَا صُوْرَةٌ) .

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার সাহ্ওয়াহ্ বা ছোট বাড়িতে ছবিওয়ালা একটি পাতলা পর্দার দ্বারা পর্দা করলাম। অপর বর্ণনায় আছে, এতে পাখা বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। রাসূলে করীম ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করলেন। আর যখন তিনি তা দেখলেন তখন সেটা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তার মুখমণ্ডল রঙিন হয়ে গেল। আর তিনি বললেন, হে আয়েশা! শেষ বিচার দিবসে

সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের যারা আল্লাহ্ সৃষ্টির সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

অপর বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় এর ছবির মালিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা জীবিত করো। এরপর বললেন, যে বাড়িতে ছবি ঝুলানো থাকে সে বাড়িতে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা কেটে ফেললাম। আর সেটা দিয়ে একটি অথবা দু'টি বালিশ প্রস্তুত করলাম।

(আমি তার একটিতে হেলানরত অবস্থায় নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি আর তাতে ছবি ছিল)। (বুখারী, ১০/৩১৭-৩১৮; মুসলিম, ৬/১৫৮-১৬০; বাইহাকী)

٢. وَعَنْهَا قَالَتْ : حَشَوْتُ وِسَادَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ كَأَنَّهَا نَمْرَقَةٌ، فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ، فَقُلْتُ : مَالَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ أَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ، قَالَ : مَا بَالُ هٰذِهِ الْوِسَادَةُ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعُ عَلَيْهَا، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِيُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَتْ : فَمَا دَخَلَ حَتّٰى أَخْرَجْتُهَا ـ

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর জন্য একটি বালিশ প্রস্তুত করলাম তাতে ছবি ছিল। সেটা গদির মতো মনে হতো, তিনি দু' দরজার মাঝে দাঁড়ালেন এবং তার চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল। আমি বললাম, আমাদের কি হল হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে পাপ করেছি তার জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করছি, তিনি বললেন : এ বালিশটির কি হল? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি আপনার জন্য বালিশটি নির্মাণ করেছি যাতে আপনি এর উপর হেলান দিতে পারেন।

তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আর যে ছবি নির্মাণ করে তাকে শেষ বিচার দিবসে শাস্তি দেয়া হবে। এ ছবি মালিকদেরকে শেষ বিচার দিবসে শাস্তি দেয়া হবে। আয়েশা (রা) বললেন, আমি তা বাহির না করা পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন না।
(বুখারী, ২/১১, ৪/১০৫)

নবী করীম ﷺ-এর বাণী :

اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ لِىْ : اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَكُوْنَ دَخَلْتُ اِلاَّ اَنَّهٗ كَانَ عَلَى الْبَابِ تِمْثَالُ (الرِّجَالِ)، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَاسِ التِّمْثَالِ الَّذِىْ فِى الْبَيْتِ يَقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيَقْطَعْ، فَلْيَجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ تَوَطَّاَنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُجْ (فَاِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ)، وَاِذَا الْكَلْبُ (جَرْوٌ) لِحَسَنٍ اَوْ حُسَيْنٍ، كَانَ تَحْتَ نَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ؟ فَقَالَتْ : وَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ، فَاَمَرَبِهٖ فَاُخْرِجَ، (ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهٖ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهٗ) .

আমার নিকট জিব্রাঈল (আ) আসলেন। এসে আমাকে বললেন, আমি গতরাতে আপনার নিকট এসেছিলাম। দরজায় ঝুলানো ছবি ছাড়া অন্য কোন কিছু যাতে ছবি ছিল এবং ঘরের ভিতর কুকুর ছিল। তাই ঘরের মধ্যে যে ছবি আছে তার মাথা নষ্ট করতে বলুন। অতঃপর তা বৃক্ষের ন্যায় হয়ে যাবে এবং পর্দাটিকে কেটে টুকরা করতে আদেশ করুন এর দ্বারা দু'টি গদি বানাতে বলুন এবং কুকুরটি বাহির করতে বলুন। (যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে তাতে আমরা প্রবেশ করি না) যখন দেখা গেল কুকুরটি হাসান ও হোসাইনের। যা তাদের নিচের সাড়িতে ছিল (অন্য বর্ণনায় খাটের নিচে) তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে আয়েশা! এ

কুকুর কখন প্রবেশ করল। আয়েশা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না। নবী করীম ﷺ সেটা বের করার নির্দেশ দিলে বের করা হল। (এরপর হাতে পানি নিলেন কুকুরের স্থানে ছিটিয়ে দিলেন।

(আবু দাউদ, ২/১৮৯, নাসাঈ, ২/৩০২, তিরমিযী, ৪/২১)

৩. বিবাহের শর্তাবলী

বিবাহের শর্তগুলো দু'প্রকার

প্রথম প্রকার : সঠিক শর্ত যেমন : মোহর অধিক হওয়ার শর্ত করা অথবা স্ত্রী তার নিজের শহরের বাইরে যাবে না কিংবা দ্বিতীয় বিবাহ করবে না। অথবা স্বামী শর্ত করে যে, স্ত্রীকে 'বিক্‌র' তথা কুমারী বা বংশের হতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার : বাতিল শর্তাবলী। এটি আবার দুই প্রকার :

১. এমন শর্ত যার দ্বারা বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। যেমন :

১. শিগার বিবাহ পদ্ধতি : অলির ক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তি তার কন্যা বা বোন ইত্যাদির অন্য কারো সাথে বিয়ে দিবে এ শর্তে যে, সে তার কন্যা বা বোন ইত্যাদির তার সাথে বিয়ে দিবে। এ জাতীয় বিয়ে বাতিল এবং হারাম; চাই বিয়েতে মোহরানা উল্লেখ হোক বা না হোক। যদি এ জাতীয় বিবাহ হয় তাহলে দ্বিতীয় জনের শর্ত ব্যতীতই প্রত্যেকের বিবাহ নবায়ন করা আবশ্যক। আর প্রত্যেকের নতুন মোহরানা ধার্য করে নতুন আক্বদ দ্বারা বিবাহ পূর্ণ করতে হবে। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এতে তালাক দেয়ার দরকার নেই।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ.

"আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ শিগার বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন।" (বুখারী; হাদীস নং ৫১১২; মুসলিম হাদীস নং ১৪১৫)

হিল্লা বিয়ে : তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, যখন প্রথম স্বামীর জন্যে সে হালাল হয়ে যাবে, তখন তাকে তালাক দিয়ে দিবে। অথবা অন্তরে হালাল করার নিয়তে আক্বদের পূর্বে দু'জনে (প্রথম স্বামী ও হালালকারী) হালাল করার প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এ জাতীয় বিয়ে বাতিল ও হারাম। যে এটি করবে সে মাল'উন তথা অভিশপ্ত। কারণ রাসূলে মাকবুল ﷺ বলেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ .

"আল্লাহ্ তা'আলা হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়কে অভিশাপ করেছেন।" (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ : হাদীস নং ২০৭৬ তিরমিযী : হাদীস নং ১১১৯)

মুত'আ (সম্ভোগের) বিয়ে : এটি হচ্ছে এক দিন বা সপ্তাহ কিংবা মাস অথবা বছর বা এর বেশি বা কম সময়ের জন্য কোন নারীর সাথে মোহরানা দিয়ে এ শর্তে আক্বদ করা যে, সময় শেষ হলেই তাকে ছেড়ে দিবে। এ জাতীয় বিয়ে বাতিল; কারণ এর দ্বারা মহিলার ক্ষতি সাধন হবে এবং তাকে ব্যবসা সামগ্রীতে পরিণত করা হবে, যার ফলে এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করা হবে। এ ছাড়া সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ তারা না পাবে একটি স্থায়ী বাসস্থান যেখানে তারা বসবাস করবে ও লালিত পালিত হবে। এর দ্বারা কেবল যৌন চাহিদা পূরণ করাই উদ্দেশ্য, না হবে বংশ বৃদ্ধি আর না সন্তানদের লালন পালন। মুত'আ বিবাহ ইসলামের প্রথম যুগে কিছু সময় জায়েয ছিল এরপর চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا.

সাবরা আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে মুত'আ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম। স্মরণ রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এটি চিরতরে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। কাজেই মুত'আর বিয়ের এমন কেউ কারো নিকটে থাকলে তার পথ যেন খুলে দেয়। আর যা তাদেরকে দিয়েছ তার কোন অংশগ্রহণ না করে।"

(মুসলিম : হাদীস নং ১৪০৬)

* যে ব্যক্তির বন্ধনে চার জন স্ত্রী রয়েছে। তার জন্য পঞ্চম স্ত্রীর আক্বদ বিশুদ্ধ হবে না এবং করলেও বিবাহ বাতিল বলে প্রমাণিত হবে ও তা শেষ করা ওয়াজিব।

মুসলিম মহিলার সাথে বিধর্মীর বিবাহের হুকুম : বিধর্মীর সাথে মুসলিমা মহিলার বিবাহ হারাম। চাই সে আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিস্টান) হোক বা অন্য কেউ হোক; কারণ মুসলিমা মহিলা তাওহীদ, ঈমান এবং পবিত্রতার দিক থেকে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাশীলা। আর যদি এরূপ বিয়ে হয়ে যায়, তবে তা বাতিল এবং হারাম এটি বিচ্ছেদ করা ওয়াজিব; কারণ কোন মুসলিম পুরুষ বা মুসলিমা মহিলার ওপর কোন কাফেরের কর্তৃত্ব আসা চলবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ط وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكُمْ ـ

"আর তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক মহিলা অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের নিকট ভালো লাগে। আর তোমরা (মুসলিমা মহিলাকে) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ কর না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক উত্তম, যদিও তোমরা তাদেরকে দেখে মোহিত হও।" [সূরা বাকারা : ২২১]

এমন বাতিল শর্তাবলী যার দ্বারা বিবাহের আক্বদ বাতিল হয় না। যেমন –

১. যদি স্বামী বিবাহ্ বন্ধনের ক্ষেত্রে মহিলার কোন অধিকার রহিত করে। যেমন : শর্ত করে যে, তার কোন মোহরানা নেই অথবা তার ভরণ-পোষণ নেই কিংবা তার জন্য সতীনের চেয়ে কম বা বেশি বণ্টন করবে। অথবা স্ত্রী শর্ত করে তার সতীনের তালাকের এমন অবস্থায় বিবাহ্ বিশুদ্ধ হবে তবে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

২. যদি স্বামী শর্ত করে স্ত্রীকে মুসলিমা মহিলা হতে হবে। কিন্তু জানা গেল যে সে কিতাবিয়া তথা ইহুদি বা খ্রিস্টান। অথবা শর্ত করেছিল যে কুমারী হতে হবে কিন্তু বিবাহিতা প্রমাণিত হলো, কিংবা শর্ত করেছিল দোষ-ত্রুটি মুক্ত হবে কিন্তু দোষ ধরা পড়ল। যেমন : অন্ধ বা বোবা ইত্যাদি যা উল্লেখ করেছিল তার বিপরীত, তবে বিবাহ্ বিশুদ্ধ কিন্তু স্বামী চাইলে বিবাহ্ বিচ্ছেদ করতে পারবে।

৩. যদি স্বাধীন বলে বিয়ে করে আর প্রমাণিত হয় যে দাসী, তবে স্বামীর জন্য ইচ্ছাধীন রয়েছে, যদি দাসী তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যে তার জন্য হালাল। আর যদি কোন মহিলা স্বাধীন পুরুষকে বিয়ে করে আর প্রমাণিত হয় যে, সে দাস, তাহলে মহিলার জন্য ইচ্ছাধীন রয়েছে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে থাকা অথবা বিচ্ছেদ ঘটানো।

৪. বিবাহের মধ্যবর্তী দোষ-ত্রুটি

বিবাহের মধ্যের দোষ-ত্রুটি দু' প্রকার

১. এমন দোষ যার ফলে মিলনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন : পুরুষের লিঙ্গ কাটা, অণ্ডকোষ কাটা ও যৌন অক্ষমতা এবং মহিলার যোনী পথ বন্ধ, আঁট ও গর্ভাশয় ভ্রংশ (Prolapse) হওয়া।

২. এমন দোষ-ত্রুটি যা সহবাসের তৃপ্তিতে বাধা দেয় না, কিন্তু ঘৃণা সৃষ্টি করে কিংবা পুরুষ বা মহিলার মাঝে সংক্রমণ করে। যেমন : শ্বেতকুষ্ঠ ও কুষ্ঠরোগ, পাগলামি, গোদরোগ, অর্শরোগ (Piles) ভগন্দর রোগ (Fistula) ও যোনিতে প্রমেহ রোগ ইত্যাদি।

* যদি স্ত্রী স্বামীকে পূর্ণ লিঙ্গ কাটা পায় অথবা এতটুকু লিঙ্গ অবশিষ্ট থাকে যা দ্বারা সহবাস অসম্ভব তবে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। আর যদি বিবাহ বন্ধনের আগেই জানে এবং মেনে নেয় অথবা সহবাসের পরে মেনে নেয়, তাহলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

* এমন প্রতিটি দোষ-ত্রুটি যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘৃণা জন্মায়। যেমন : কুষ্ঠরোগ, বোবা, যোনিতে ত্রুটি, প্রমেহ, পাগলামি, গোদরোগ, পেশাব ঝরা, অণ্ডকোষ কাটা, যক্ষ্মারোগ, দুর্গন্ধপূর্ণ মুখ, খারাপ গন্ধ ইত্যাদি। এসব পেলে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। আর যে দোষ মেনে নিবে এবং আক্বদ করবে তার জন্য বিচ্ছেদের ইচ্ছাধীন থাকবে না। কিন্তু যদি দোষ বিবাহ বন্ধনের পরে ঘটে তবে প্রত্যেকের বিবাহ বিচ্ছেদের এখতিয়ার থাকবে।

* পূর্বে উল্লেখিত ও এরূপ কোন দোষের জন্য সহবাসের পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী মোহরানা পাবে না। কিন্তু যদি বিচ্ছেদ সহবাসের পরে হয় তাহলে নিকাহ

নামায় উল্লেখিত মোহরানা পাবে। আর স্বামী যে তাকে ধোঁকা দিয়েছে তার থেকে মোহরানা গ্রহণ করবে।

* অস্পষ্ট নপুংসক-হিজড়া প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না।

* স্বামী যদি বন্ধ্যা প্রমাণিত হয় তবে স্ত্রীর জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ করা বা না করার সুযোগ আছে; কারণ তার সন্তানের অধিকার রয়েছে।

* যৌন অক্ষম : যে স্ত্রীর যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাতে অক্ষম। যে নারী তার স্বামীকে যৌন অক্ষম পাবে তার বিচার ফয়সালার পর এক বছর সময় দেয়া হবে। যদি এর মধ্যে সহবাস করতে পারে তো উত্তম আর যদি না পারে তবে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদ করা জায়েয। আর যদি বাসর ঘরের আগে বা পরে স্ত্রী যৌন অক্ষম স্বামীকে মেনে নেয় তবে তার এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে।

৫. কাফিরদের সাথে বিবাহ

* আহলে কিতাবের (ইহুদি-খ্রিস্টান) কন্যাদেরকে বিবাহ করার হুকুম মুসলিমা কন্যার বিবাহের হুকুমের ন্যায়। মোহরানা, ভরণ-পোষণ ওয়াজিব এবং তালাক ইত্যাদি বর্তাবে। মুসলিমাকে বিবাহের দ্বারা যে সকল মহিলা আমাদের প্রতি হারাম হয় তাদের অনুরূপ মহিলারাও হারাম হবে।

দু'শর্তে কাফিরদের বাতিল বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে

১. তারা যেন তাদের দ্বীনে সে বিবাহকে বিশুদ্ধ বলে আকীদা পোষণ করে।

২. আমাদের নিকট যেন ফয়সালার জন্য না আসে। যদি ফয়সালার জন্য আমাদের নিকট আসে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা যা আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন তা দ্বারা ফয়সালা করতে হবে।

কাফিরদের বিবাহ বন্ধনের পদ্ধতি : যদি তারা বিবাহ বন্ধনের আগে আমাদের নিকট আসে তবে আমাদের হুকুম অনুযায়ী বন্ধন করে দিব। ইজাব, কবুল, অভিভাবক এবং আমাদের থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ করে দিব। আর যদি বন্ধনের পরে আসে তবে মহিলা বিয়ের নিষেধাজ্ঞামুক্ত হলে বিবাহকে স্বীকার করে নিব। আর যদি মহিলা নিষেধাজ্ঞামুক্ত না হয় তবে দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিব।

কাফের নারীর মোহরানা : যদি মোহরানা উল্লেখ করা হয় এবং গ্রহণ করে নেয় তাহলে মোহরানা সঠিক জিনিস হোক বা বাতিল হোক তাই রয়ে যাবে। যেমন :

মোহরানা মদ বা শূকর। আর যদি গ্রহণ না করে থাকে তবে বিশুদ্ধ হলে গ্রহণ করবে। আর যদি মোহরানা বাতিল জিনিস হয় বা নির্ধারণ করা না হয়, তবে তার জন্য বিশুদ্ধ জিনিস থেকে মহরে মেছাল নির্ধারিত হবে।

* যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনে এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা স্ত্রী আহলে কিতাব হয়, তবে তাদের পূর্বের বিবাহের উপরেই অবশিষ্ট থাকবে।

* যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী আহলে কিতাবের না হয় এবং বাসর ঘরও না হয় তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

* যদি কাফের স্ত্রী কাফের স্বামীর সাথে বাসর ঘর হওয়ার আগেই ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে; কারণ মুসলিমা মহিলা কাফের পুরুষের জন্য হালাল নয়।

কাফের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করলে তার হুকুম : যখন কাফের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের কোন একজন সহবাসের পর ইসলাম গ্রহণ করবে তখন বিবাহ স্থগিত থাকবে। স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে যদি স্ত্রী তার ইদ্দতের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে তার স্ত্রীই থেকে যাবে। আর যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় আর স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে স্ত্রীর জন্য অন্য স্বামীকে বিবাহ করা বৈধ। আর যদি স্ত্রী পূর্বের স্বামীকে ভালোবাসে তাহলে অপেক্ষা করবে। যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে তার স্ত্রীই রয়ে যাবে, নতুন করে আক্বদ, বিবাহ ও মোহরানার দরকার হবে না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার সঙ্গে সহবাসের সুযোগ দিবে না।

স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলে তাদের বিবাহের হুকুম : যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা একজন মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) হয়ে যায়, যদি সহবাসের পূর্বে হয় তবে বিবাহ বাতিল। আর যদি সহবাসের পরে হয়, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার ওপর স্থগিত থাকবে। যদি যে মুরতাদ হয়েছে সে তওবা করে তাহলে দু'জনেই পূর্বের বিবাহের ওপরেই অটল থাকবে। আর যদি তওবা না করে তবে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে ইদ্দত শেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে তার অবস্থাসমূহ

১. যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী আহলে কিতাবের হয় তবে বিবাহ অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি স্ত্রী আহলে কিতাবের না এমন কাফের মহিলা

হয়, তবে ইসলাম গ্রহণ করলে উত্তম, আর না হয় তার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

২. যদি কাফির ইসলাম গ্রহণ করে আর তার অধীনে চার জনের অধিক স্ত্রী থাকে এবং তারাও ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তারা আহলে কিতাবের হয়, তবে তাদের মধ্যকার চার জনকে এখতিয়ার করবে আর অবশিষ্টদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

৩. যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে আর তার অধীনে দু' বোন থাকে, তবে যে কোন একজনকে এখতিয়ার করবে। আর যদি ফুফু ও ভাতিজী কিংবা খালা ও ভাগিনীকে এক সাথে বিবাহ করে থাকে, তবে যে কোন একজনকে এখতিয়ার করবে। আর যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে তার প্রতি ইসলামের বিবাহ ও অন্যান্য হুকুম আরোপ হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ. وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন খোঁজ করবে তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে।"

[সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৮৫]

৬. বিবাহের মোহরানা

মোহরানা : বিবাহের আক্বদের (বন্ধনের) জন্য স্বামীর প্রতি ফরজ বিনিময়।

মোহরানা : ইসলাম নারী জাতির মর্যাদা উচ্চ করেছে। তাদেরকে মালিকানা হওয়ার অধিকার দিয়েছে। আর বিবাহের সময় তাদের জন্য মোহরানাকে ফরজ করে দিয়েছে। মোহরানা তার অধিকার হিসেবে নির্ধারণ করেছে যা দ্বারা পুরুষ তাকে সম্মানিত করে। এটি দ্বারা তার অন্তরে পূর্ণ ভালোবাসা ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ এবং তার থেকে তৃপ্তি লাভের বিনিময়। এ দ্বারা তার মনে আনন্দ আসে এবং তার প্রতি পুরুষের কর্তৃত্বের ওপর সন্তুষ্টি হাসিল করে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে কোন অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।" [সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-৪]

মোহরানা দেয়ার হুকুম : মোহরানা মহিলার হক-অধিকার যা পুরুষকে তার গুপ্তাঙ্গ বৈধ করার জন্য প্রদান করা তার প্রতি ফরজ। আর তার সন্তুষ্টি ব্যতীত তা থেকে কোন অংশ নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। তার ক্ষতি না হলে এবং দরকার না থাকলে শুধুমাত্র বাবার জন্য মোহরানা থেকে গ্রহণ করা বৈধ যদিও সে অনুমতি না দেয়।

মোহরানার পরিমাণ

১. মহিলাদের মোহরানা কম ও সহজ হওয়াটাই সুন্নাত। সর্বোত্তম মহর হলো যা আসান ও আদায়ে সহজ। আর অধিক পরিমাণ মহর কখনো স্বামী স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হওয়ার কারণও হতে পারে। মহর অপচয় ও গর্ব-অহঙ্কারের সীমা পর্যন্ত পৌছলে এবং ঋণের বোঝায় স্বামীর ঘাড় ভারী হলে হারাম।

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رضى) أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا قَالَتْ : نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.

আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। আল্লাহর রাসূলের মোহরানা কত ছিল? তিনি বলেন: রাসূলে করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণের

মোহরানা ছিল সাড়ে বারো উকিয়া। ---- যার পরিমাণ হলো পাঁচশত দিরহাম। আর এটি হলো রাসূলে করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণের মোহরানা।"

(মুসলিম হাদীস,নং ১৪২৬)

২. রাসূলে করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণের মোহরানা ছিল পাঁচশত দিরহাম (১৩১ ভরি-তোলা তথা ১৫২৭.৪৬ গ্রাম রূপা)। আর তাঁর কন্যাদের মোহরানা ছিল চারশত দিরহাম (১০৫ ভরি-তোলা তথা ১২২৪.৩ গ্রাম রূপা)। আমাদের জন্য রাসূল করীম ﷺ-এর মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা ও আদর্শ।

মোহরানার শ্রেণিভেদ : যে সব জিনিসের মূল্য রয়েছে তা মোহরানা ধার্য করা বিশুদ্ধ যদিও পরিমাণে কম হোক না কেন। মহরের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা নেই। যদি স্বামী গরীব হয় তবে স্ত্রীর মহর হিসেবে কোন উপকারী জিনিস করতে পারে। যেমন : কুরআন শিক্ষা অথবা খিদমত ইত্যাদি। পুরুষ তার দাসীকে আযাদ করে তাই মহর নির্ধারণ করতে পারে এবং দাসী স্ত্রীতে পরিণত হবে।

মোহরানা দেয়ার সময় : মোহরানা নগদ করাই ভালো। কিন্তু বাকি করাও বৈধ আছে। অথবা কিছু নগদ আর কিছু বাকি করাও বৈধ। আর যদি আক্বদের সময় মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু স্ত্রীর জন্য মহরে মেছাল ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কমের ওপর ঐক্যমতে সন্তুষ্টি চিত্তে পৌঁছে যায় তবে সহীহ হয়ে যাবে।

* যদি কেউ তার কন্যার বিবাহ মহরে মেছাল বা তার চেয়ে কম কিংবা বেশি দ্বারা দেয় তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। মহিলা বিবাহ বন্ধনের দ্বারা মোহরানার মালিক হয় এবং মহর পূর্ণতা লাভ করে সহবাস ও স্বামীর সঙ্গে নির্জনে হলে।

মোহরানা নির্ধারণের পূর্বে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার বিধান : বিবাহ বন্ধনের পরে এবং সহবাসের পূর্বে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে আর মহর নির্ধারণ না হলে স্ত্রীর জন্য তার বংশের মহিলাদের মহরে মেছাল তথা সমপরিমাণ মহর পাবে। আর তার প্রতি ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব এবং মিরাস (উত্তরাধিকারী সম্পত্তি) পাবে।

* বাতিল বিবাহের দ্বারা সহবাস করা হলে যেমন : পঞ্চমা স্ত্রী, ইদ্দত পালনকারিণী ও সন্দেহমূলক সহবাসকৃতা ইত্যাদির মহরে মেছাল ফরজ।

* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহরের পরিমাণ বা বস্তু নিয়ে মতবিরোধ হলে শপথ করে স্বামীর কথায় গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মহর গ্রহণ করা নিয়ে দু'জনের মাঝে দ্বিমত হয়, তবে কারো প্রমাণ না থাকলে স্ত্রীর কথায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৭. বিবাহের প্রচার

১. বিবাহের প্রচার করা সুন্নাত। নারীদের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র দফ বাজিয়ে প্রচার করা জায়েয। আর ঐ সকল বৈধ গান গাওয়া জায়েয যা সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় অঙ্গের বিবরণ এবং বাজে ও নোংরা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوَ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক মহিলাকে একজন আনসারী পুরুষের নিকট বাসর ঘরের ব্যবস্থা করেন। এ সময় রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "আয়েশা এদের সাথে কোন খেলা-ধুলা নেই; কারণ আনসারদেরকে খেলা-ধুলা ভালো লাগে।" (বুখারী : হাদীস নং ৫১৬২)

২. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হারাম। আর পর্দাহীন ও অন্যান্য মহিলাদের মাঝে বরের জন্য কনের নিকট প্রবেশ করা জায়েয নেই।

৩. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে খানাপিনা ও বস্ত্র ইত্যাদিতে অপব্যয় করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন−

يَٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

"হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।" [সূরা-৭ আ'রাফ : আয়াত-৩১]

৪. যে সব গানে মহিলাদের আকর্ষণীয় অঙ্গ ও তাদের অনুভূতির বর্ণনা করা হয় তা জায়েয নয়। আর খেল-তামাশার বাদ্যযন্ত্র যেমন : বীণা, গিটার, হারমোনিয়াম, বাঁশী ও সঙ্গীত ইত্যাদি বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হারাম। বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে গায়ক ও গায়িকাদেরকে গান পরিবেশনের জন্য ভাড়া করা হারাম।

عَنْ اَبِىْ عَامِرِ الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الزِّنْوْ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازَ.

আবু 'আমের আল-আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে এমন জাতি হবে যারা যেনা, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করে নিবে।"
(হাদীসটি সহীহ, বুখারী মু'য়াল্লাক হিসেবে হাদীস নং ৫৫৯০; সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাদীস নং ৯১ আবু দাঊদ হাদীস নং ৪০৩৯)

বিবাহ ও অন্যান্য সময় ছবি তোলার বিধান

১. প্রতিটি আত্মা বিশিষ্ট জিনিসের ছবি তোলা হারাম ও কবিরা গুনাহ। ছবি আকৃতি বিশিষ্ট হোক বা না হোক, ছায়া থাক বা না থাক, হাত দ্বারা করা হোক বা ফটোগ্রাফি দ্বারা হোক সর্বপ্রকার ছবি দেয়ালে লটকানো-ঝুলানো হারাম। আর অতি প্রয়োজনে যেমন : চিকিৎসা, অপরাধীদের পরিচয়, পাসপোর্ট ও সার্টিফিকেট ইত্যাদি ছাড়া ছবি তোলা জায়েয নয়, তবে অতি প্রয়োজনে জায়েয আছে।

২. বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীদের হোক বা পুরুষের কিংবা উভয়ের ছবি তোলা সম্পূর্ণভাবে হারাম। আর তার চেয়ে কঠিনভাবে হারাম ও নিকৃষ্ট যদি ভিডিও ছবি করা হয়। আর এর চেয়েও জঘন্য যদি বাজারে বিক্রি করা হয় এবং মানুষের নিকটে প্রদর্শনী করা হয়। আর যে মানুষের জন্য ছবি তোলা জায়েয

করেছে তার প্রতি নিজের পাপ ও যারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ করবে তাদের পাপ বর্তাবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ .

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "নিশ্চয়ই যারা এ সকল ছবি তৈরি করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে : যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তা জিন্দা কর।" (বুখারী হাদীস নং ৫৯৫১; মুসলিম হাদীস নং ২১০৮)

যা নারীদের জন্য করা হারাম : মহিলাদের প্রতি হারাম হলো চোখের ভুরু উঠানো, মাথায় কৃত্রিম কেশ পরা, অন্যের চুল মিলানো, শরীরে উলকি চিহ্ন করা, দাঁতের মাঝে কেটে ফাঁক করা, দাঁত কেটে তীক্ষ্ণকরণ. পুরুষের সঙ্গে নাচা, চল্লিশ দিনের বেশি পর্যন্ত আঙ্গুলের নখ না কেটে লম্বা করা, যা প্রকৃতি স্বভাবের বিপরীত কাজ। পুরুষের কাপড়ের ন্যায় যে কোন কাপড় পরিধান করা, অহঙ্কার ও খ্যাতির পোশাক পরা, যার মধ্যে অপচয় রয়েছে, বেপর্দায় ঘুরাফিরা করা, অপ্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করা।

যা পুরুষ ও মহিলার জন্য জায়েয

১. যদি দেহের কোন ক্ষতি এবং মহিলাদের সদৃশ উদ্দেশ্য না হয় তবে পুরুষের জন্য তার দেহের যেমন : পিঠ, বুক, পায়ের নলা ও উরুর লোম উঠানো জায়েয।

২. নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক পরা জায়েয আর পুরুষদের জন্য হারাম। আর পানি পৌঁছতে বাধা দেয় না এমন নখপালিশ ব্যবহার মহিলাদের জন্য জায়েয। যেমন : মেহেদি ইত্যাদি। অনুরূপ চেহারায় যথা স্থানে না এমন লোম গজালে তা উঠান জায়েয। কাফির মহিলাদের সদৃশ অনুসরণ করা হারাম; কারণ যে জাতি যাদের সদৃশ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাফের মহিলাদের সাথে মহিলাদের সদৃশ করার বিধান : নারীদের জন্য পেন্ট পরা নাজায়েয যদিও মহিলাদের সামনে হোক না কেন; কারণ এর দ্বারা দেহের

বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশ পায়। আরো কারণ হচ্ছে এর দ্বারা পুরুষ ও কাফির মহিলাদের সাথে সদৃশ হয়। মহিলার প্রতি আরো হারাম হচ্ছে মাথার চুল কৃত্রিম লাল কিংবা হলুদ অথবা নীল রঙ্গ দ্বারা খেজাব-কলপ করা; কারণ এর দ্বারা কাফির মহিলাদের সাথে সদৃশ এবং ফেৎনা সৃষ্টি হয়। আর পাকা চুল মেহেদি ও কাতাম ঘাস দ্বারা খেজাব লাগানো সুন্নাত।

আর চুলের আসল রঙ কালো বা হলুদকে সে রঙের রঙ দ্বারা কলপ করা জায়েয। হাইহিল বিশিষ্ট জুতা-সেন্ডেল পরা হারাম; এটি বেপর্দার শামিল যা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। নারীদেরকে চোখ দেখা যায় এমন নেকাব পরতে নিষেধ করতে হবে; কারণ এর দ্বারা বেশি করে চোখ বের করে রাখার দরজা খুলে যাবে। বর্তমানে বাস্তবে যে সব দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয।

৮. বিবাহের অলিমা (বৌভাত)

বিবাহের অলিমা : স্বামী-স্ত্রীর একত্রে হওয়ার জন্য বর পক্ষের আয়োজিত বিশেষ ভোজের অনুষ্ঠানকে অলিমা বলে।

অলিমার সময় : বিবাহ বন্ধনে হওয়ার সময় বা পরে কিংবা বাসর ঘরের সময় অথবা পরে। এটি মানুষের প্রথা ও রীতি অনুযায়ী রাত্রে বা দিনে হবে।

অলিমার হুকুম

১. স্বামীর প্রতি বৌভাত করা ওয়াজিব। ধনী-গরিবের অবস্থা বুঝে একটি বা তার বেশি গরু ও ছাগল দ্বারা বৌভাত করা সুন্নাত। বৌভাত ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অপব্যয় করা হারাম।

২. বৌভাতের অনুষ্ঠানে গরীব হোক বা ধনী হোক সৎ ব্যক্তিদের দাওয়াত করতে হবে। বৌভাত যে কোন হালাল খাবার দ্বারা করা জায়েয। গরীব-মিসকীনদের দাওয়াত না করে শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াত করা হারাম।

৩. ধনবান ও স্বচ্ছ ব্যক্তিদের নিজেদের সম্পদ দ্বারা বিবাহের অলিমায় অংশগ্রহণ করা মুস্তাহাব।

বৌভাতের দাওয়াত গ্রহণ করার হুকুম : বৌভাতের দাওয়াতকারী যদি মুসলিম হয়, দাওয়াত নির্দিষ্ট করে দেয়, প্রথম দিনে হয় এবং কোন তার ওজর না থাকে ও এমন কোন শরিয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম না হয় যা পরিবর্তন করতে অক্ষম, তবে দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "যদি তোমাদের কেউ (অলিমার) দাওয়াতে আমন্ত্রিত হয়, তবে সে যেন তা গ্রহণ করে। আর যদি রোযাদার হয় তবে যেন তার জন্য দোয়া করে। আর রোযাদার না হলে খাবার খাবে।" (মুসলিম : হাদীস নং ১৪৩১)

বৌভাতের আমন্ত্রণে উপস্থিত ব্যক্তি কি বলবে : যে ব্যক্তি বৌভাতের দাওয়াত গ্রহণ করবে এবং দাওয়াতে হাজির হবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, পানাহার শেষে রাসূলে করীম ﷺ হতে প্রমাণিত দু'আসমূহ দ্বারা মেজবানের জন্য দোয়া করা। যেমন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ.

১. "আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রজাক্বতাহুম, ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম।" (তিরমিযী : হাদীস নং ৩৫০০)

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ، وَاَسْقِ مَنْ سَقَانِىْ .

২. "আল্লাহুম্মা আত'ইম মান আত'আমানী ওয়সক্বি মান সাক্বানী।" (মুসলিম : হাদীস নং ২০৫৫)

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ ، وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

৩. "আফতারা 'ইন্দাকুমুস স–ইমূন, ওয়া আকালা ত্ব'আমাকুমুল আবরার, ওয়া সল্লাত 'আলাইকুমুল মালাইকাহ।"

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ : হাদীস নং ৩৮৫৪, ইবনে মাযাহ : হাদীস নং ১৭৪৭)

* বাসর ঘরের রাত্রির সকালে বরের বাড়িতে যে সব আত্মীয়-স্বজন আসবে তাদের সাথে বরের সাক্ষাৎ করা, তাদের প্রতি সালাম দেয়া এবং তাদের জন্য

দোয়া করা মুস্তাহাব। আর আত্নীয়-স্বজনও তার প্রতি সালাম দিবে এবং তার জন্য দোয়া করবে।

বৌভাতের খানা খাওয়ার হুকুম : বৌভাত খানা খাওয়া মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। যার রোযা ওয়াজিব সে উপস্থিত হবে এবং দোয়া দিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর যার রোযা নফল সে হাজির হলে রোযা ভেঙ্গে দেয়া মুস্তাহাব; কারণ এর দ্বারা মুসলিম ভাইয়ের মনে সান্ত্বনা এবং আনন্দ লাভ করে।

* যখন কোন মুসলিম কোন জনগোষ্ঠীরবাদে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে সালাম দিবে এবং মজলিসের যেখানে স্থান পাবে সেখানেই বসবে। আর মজলিস থেকে বের হতে চাইলে সালাম দিবে।

যে বৌভাত অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কার্যাদি হয় সেখানে উপস্থিত হওয়ার হুকুম : যদি জানতে পারে যে বৌভাত অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম ঘটছে আর তা পরিবর্তন করতে পারবে, তবে উপস্থিত হয়ে তা দূর করবে। আর যদি দূর করার ক্ষমতা না থাকে তবে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক নয়। আর যদি উপস্থিত হয়ে জানতে পারে তবে দূর করবে, আর না পারলে প্রত্যাবর্তন করবে। আর যদি জানতে পারে গর্হিত কাজ হচ্ছে কিন্তু দেখতে না পায় অথবা শুনতে পায় তবে সেখানে থাকা বা ফিরে চলে আসার মধ্যে তার এখতিয়ার রয়েছে।

যদি কোন মহিলাকে দেখে ভালো লাগে তবে কি করবে

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى اِمْرَاَةً فَاَتَى اِمْرَاَتَهُ زَيْنَبَ وَهِىَ تَمْعَسُ مَنِيْئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ اِلَى اَصْحَابِهِ فَقَالَ : اِنَّ الْمَرْاَةَ تُقْبِلُ فِى صُوْرَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِى صُوْرَةِ شَيْطَانٍ، فَاِذَا اَبْصَرَ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً فَلْيَاْتِ اَهْلَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِىْ نَفْسِهِ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ একজন নারীকে দেখলেন। অত:পর তিনি তাঁর স্ত্রী যয়নাবের নিকটে আসলেন তখন তিনি (রা) তার একটি চামড়া পাকা করার জন্যে কচলাতে ছিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁর চাহিদা পূরণ করলেন। অত:পর তাঁর সাহাবায়ে কেরামের নিকট বের হয়ে বললেন : "নিশ্চয় মহিলা শয়তানের আকৃতিতে অগ্রসর হয় এবং শয়তানের

সুরতেই পেছনে ফিরে যায়। অতএব, তোমাদের কেউ কোন মহিলাকে দেখলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকটে আসে; কারণ এর দ্বারা তার মনের সব চাহিদা দূর হয়ে যাবে।" (মুসলিম : হাদীস নং ১৪০৩)

সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বানকে খাবার দ্বারা সম্মানিত করা

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ : دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ (رضى) رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِىَ الْعَرُوْسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু উসাইদ আস সাঈদী (রা) রাসূলে করীম ﷺ কে তার বৌভাত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেন। সেদিন তার স্ত্রী নববধূ তাদের খিদমত আঞ্জাম দেয়। সাহল বলেন : জান সে নববধূ রাসূলে করীম ﷺ-কে কি পান করিয়েছিল? সে রাত্রিতে খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। যখন তিনি ﷺ খেলেন তখন সে তাঁকে সে খেজুর ভিজানো পানিও পান করালো।" (বুখারী : হাদীস নং ৫১৭৬ মুসলিম : হাদীস নং ২০০৬)

৯. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

* বিবাহের কতিপয় আদব রয়েছে এবং দু'পক্ষের পরস্পরের প্রতি কিছু অধিকার রয়েছে: প্রত্যেকে অন্যের অধিকার আদায় করবে এবং তার প্রতি করণীয় কি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখবে; যাতে করে গঠন হয় সুখী সংসার ও পরিচ্ছন্ন জিন্দেগী এবং আনন্দময় পরিবার। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর উত্তম নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।" [সূরা বাকারা : ২২৮]

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ

১. স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হলো স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা এবং নিয়ম অনুযায়ী বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। খোশ মনের থাকা, উত্তম ব্যবহার করা, সুন্দর সঙ্গী হওয়া। স্ত্রীর সাথে বিনয়, দয়া ও প্রফুল্লচিত্তে মেলামেশা করা। যদি রাগ করে তবে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া এবং অসন্তুষ্ট হলে খুশী করার চেষ্টা করা। স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন ধরনের কষ্ট পেলে সহ্য করা। অসুস্থ হলে চিকিৎসার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া। বাড়ির কাজে তাকে সাহায্য করা। ওয়াজিবসমূহ আদায় এবং হারামসমূহ ছেড়ে দিতে নির্দেশ করা। দ্বীন না জানলে অথবা গুরুত্ব না দিলে তাকে শিক্ষা দেয়া। আর সাধ্যের ওপর কোন কাজের বোঝা না চাপানো। হালাল ও জায়েয কোন জিনিস চাইলে এবং সম্ভবপর হলে তা থেকে বঞ্চিত না করা। স্ত্রীর পরিবারের লোকজনের সম্মান রক্ষা করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ না করা।

২. স্বামীর জন্য স্ত্রী থেকে জায়েয যে কোন তৃপ্তি অর্জন এবং ভোগ করা, যে কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় জায়েয। কিন্তু সম্ভোগে স্ত্রীর কোন ক্ষতি হলে বা কোন ফরজ থেকে বিরত রাখলে জায়েয নয়।

৩. নিজে যখন যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং যখন যা পরবে স্ত্রীকেও অনুরূপ মানের পরাবে। আর চেহারায় প্রহার করবে না এবং কুৎসিত বর্ণনা, তিরস্কার ও ঘৃণা করবে না এবং শুধুমাত্র বিছানায় ব্যতীত অন্য কোন ভাবে ত্যাগ করবে না।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "তোমরা মহিলাদেরকে সদুপদেশ দিবে; কারণ তারা পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি। আর পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা হাড় হচ্ছে উপরের হাড়। অতএব, যদি তুমি

তাকে সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি একেবারে ছেড়ে দাও তবে বাঁকা হতেই থাকবে। কাজেই মহিলাদেরকে সদুপদেশ দিবে।"

(বুখারী : হাদীস নং ৫১৮৬ মুসলিম : হাদীস নং ১৪৬৮)

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারসমূহ : স্ত্রীর করণীয় হচ্ছে স্বামীর খিদমত করা, তার ঘর পরিপাটি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বাড়ি পরিচালনা করা, সন্তানদের লালন-পালন করা, তার কল্যাণ কামনা করা। নিজের বিষয়ে স্বামীর মর্যাদা সম্পদ ও বাড়ি হেফাজত করা। সর্বদা প্রফুল্ল ও হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা। তার জন্য সাজগোজ করা। সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সুন্দরভাবে মেলামেশা করা। স্বামীর জন্য আরাম-বিশ্রামের উপকরণাদি প্রস্তুত করে রাখা। স্বামীর অন্তরে প্রশান্তি দান করা যাতে করে বাড়িতে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

আল্লাহর নাফরমানি হবে না এমন কাজে তার আনুগত্য করা। আর যা দ্বারা রাগ হয় এমন কাজ ছেড়ে দেয়া। অনুমতি ব্যতীত বাড়ির বাইরে যাবে না। তার কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করবে না। অনুমতি ছাড়া তার সম্পদে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না। যাকে পছন্দ করে সে ছাড়া আর কাউকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। তার পরিবারের মান-সম্মান রক্ষা করা এবং অসুস্থ বা অপারগ অবস্থায় সম্ভবপর তাকে সাহায্য করা।

* এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, একজন মহিলা তার স্বামীর বাড়িতে ও তার সমাজে, যেমন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদির আঞ্জাম দেয়, যা পুরুষের বাড়ির বাইরের কার্যাদির চেয়ে কোন দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব, যারা মহিলাদেরকে বাড়ি থেকে ও তার কর্মস্থল থেকে বের করতে চায় এবং পুরুষদের কাজে অংশগ্রহণ করাতে ও তাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে ভিড় জমাতে চায়, তারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ বুঝতে অন্ধকারের গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে তারই প্রমাণ। আর নিজেরাই কেবল গোমরাহ হয়নি বরং অন্যদেরকেও গোমরাহ করছে, যার ফলে তাদের সামাজিক অবকাঠামো বিপর্যয়ের দিকে নিপতিত হয়েছে।

* স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি যা আবশ্যক তা নিয়ে টালবাহনা করা এবং তা আদায়ে অবহেলা ও অপছন্দ করা হারাম। আরো হারাম উপকারের খোঁটা ও কষ্ট দেয়া।

হায়েয ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের হুকুম

১. হায়েয বা ঋতু চলাকালীন পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম।

২. স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করা হারাম। আর যে তার স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করবে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। মলদ্বার নোংরা ও ময়লার স্থান।

৩. স্ত্রীর হায়েয বা ঋতু বন্ধ হলে এবং গোসলের পরে স্বামীর জন্য সহবাস করা জায়েয আর গোসলের আগে জায়েয নয়।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"আর তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে হায়েয (মাসিক ঋতু) প্রসঙ্গে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা মাসিক ঋতু অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন ভালোভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের নিকট, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা বাকারা : ২২২]

* স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে মাসিক শেষে গোসল করতে এবং অপবিত্র বস্তু ধৌত করতে বাধ্য করার। আর শরীরের যে সকল লোম বা পশম ইত্যাদি অপছন্দকর সেগুলো কাটতে বাধ্য করার অধিকারও রয়েছে।

সদৃশ ও সন্তান জন্মের রহস্য

১. স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় তার বীর্যপাত প্রথমে হলে তার সদৃশ সন্তান হবে। আর যদি স্ত্রীর বীর্যপাত প্রথমে হয় তবে সন্তান স্ত্রীর সদৃশ হবে।

২. আর যদি পুরুষের বীর্য মহিলার ডিম্বের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান ছেলে হবে। আর যদি মহিলার ডিম্ব পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান মেয়ে হবে।

আজল-বাইরে বীর্যপাত ঘটানোর হুকুম : পুরুষের জন্য স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আজল তথা সহবাসের সময় বীর্যপাত বাইরে ঘটানো জায়েয, তবে আজল না করাই উত্তম; কারণ এর দ্বারা স্ত্রীর আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে এবং বংশ বিস্তারে ভাটা পরে যা বিবাহের উদ্দেশ্যের বিরোধী কাজ।

ভ্রূণ নষ্ট করার হুকুম : কোন ধরনের ওজর বা প্রয়োজনে ৪০ দিনের পূর্বে জরায়ু থেকে বৈধ ঔষধ দ্বারা ভ্রূণ নষ্ট করা জায়েয। তবে শর্ত হলো স্বামীর অনুমতি লাগবে এবং স্ত্রীর কোন ধরনের ক্ষতি যেন না হয়। আর অধিক সন্তান অথবা তাদের জীবিকার অপারগতা কিংবা লালান-পালনের ভয়ে ভ্রূণ নষ্ট করা না জায়েয।

এক বাড়িতে একাধিক স্ত্রীকে একত্রে রাখার হুকুম : দু'জন বা এর অধিক স্ত্রীকে এক বাড়িতে তাদের সন্তুষ্টি ব্যতীত একত্রে রাখা স্বামীর জন্য হারাম। আর লটারী ব্যতীত কোন একজনকে নিয়ে সফরে যাওয়াও হারাম। যার দু'জন স্ত্রীর কোন একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়বে সে শেষ বিচার দিবসে তার এক পার্শ্ব কাত হয়ে উঠবে।

স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের নিয়ম : স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের মাঝে বন্টনে, রাত্রি যাপনে, ভরণ-পোষণে, বাসস্থানে ইনসাফ করা ওয়াজিব। আর সহবাসে বরাবর করা ওয়াজিব নয় তবে সম্ভব হলে উত্তম। আর অন্তরের আকর্ষণ কারো প্রতি অধিক হলে তার পাপ হবে না; কারণ কেউ তার অন্তরের মালিক নয়।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"তোমরা কখনোও মহিলাদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড় না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং মুত্তাকী হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা ৪-নিসা : আয়াত-১২৯)

দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করলে কি করবে : সুন্নাত নিয়ম হলো কেউ কুমারী বিয়ে করলে তার অধীনে আরো স্ত্রী থাকলে প্রথমে কুমারীর নিকট একাধারে সাত দিন থাকবে। অত:পর সকলের মাঝে সময় সমান করে বন্টন করবে। আর যদি বিবাহিতা বিয়ে করে তবে তার নিকট তিন দিন থাকবে। অত:পর সমানভাবে বন্টন করবে। আর যদি সাত দিন পছন্দ করে তবে তাই করবে এবং বাকীদের জন্যও অনুরূপ সাত দিন করে পূরণ করবে। অত:পর সকলের জন্য একটি করে রাত্রি বন্টন করবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلٰى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ.

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ যখন উম্মু সালামা (রা)-কে বিবাহ করলেন তখন তার কাছে তিন দিন থাকলেন এবং বললেন : "এটি তোমার পরিবারের প্রতি অপমানকর নয়। যদি চাও তবে তোমার জন্য সাত দিন করব। আর তোমার জন্য সাত দিন করলে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের জন্যও সাত দিন করব।" (মুসলিম : হাদীস নং ১৪৬০)

* কুমারী মহিলা স্বামীর নিকটে অপরিচিত এবং তার পরিবার থেকে দূরে, তাই নতুন জীবনে স্বামী বন্ধুত্বের ও একাকীত্ব নি:সঙ্গতা দূর করার অধিক প্রয়োজন যা পূর্বে বিবাহিতা মহিলার বিপরীত।

স্ত্রীদের মাঝে বন্টনের বিধান : স্বামীর অনুমতি নিয়ে স্ত্রী তার দিনগুলো সতীন বা স্বামীকে হেবা-দান করতে পারে এবং স্বামী তা অন্য স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করলে জায়েয।

* যার একাধিক স্ত্রী আছে তার জন্য অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট (যাদের কাছে আজ যাওয়া দিন না) প্রবেশ করা এবং নিকটবর্তী হওয়া ও খোজ-খবর নেয়া জায়েয। তবে রাত হলে যার পালা তার নিকটে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তার জন্যই রাত্রি নির্দিষ্ট করতে হবে।

* যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়াই স্ত্রী সফর করে বা তার সঙ্গে সফর করতে কিংবা তার নিকট বিছানায় রাত্রি যাপন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তার জন্য না বণ্টন আর না ভরণ-পোষণ রয়েছে; কারণ সে নাফরমান-অবাধ্য।

বণ্টনের সময় : যার উপার্জনের সময় দিনে তার সময় বণ্টন রাত্রে আর যার উপার্জনের সময় রাত্রে তার সময় বণ্টন দিনে। পবিত্র ও ঋতুবতী এবং বয়স্কা ও ছোট সকলের জন্যে বণ্টন করবে। কিন্তু যদি ঋতুবতী ও রুগিণীর জন্য বণ্টন না করা প্রসঙ্গে ঐক্যমত হয় তাহলে জায়েয। আর যে তার অধিকার বিলুপ্ত করবে চাইলে তার জন্য সময় বণ্টন করবে না।

অনুপস্থিত স্বামীর আগমনের পদ্ধতি : অনুপস্থিত স্বামীর জন্য সুন্নাত নিয়ম হলো হঠাৎ করে বাড়িতে না আসা বরং তার আসার সময় আগেই জানিয়ে দেয়া; যাতে করে স্ত্রী সুন্দরভাবে সাজগোজ ও পরিপাটি করে স্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। আর মাথার এলোমেলো চুল পরিপাটি-সিঁথী ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করতে পারে।

গাইরে মুহাররামা অপরিচিত মহিলার সাথে মুসাফাহা-করমর্দন করার হুকুম : স্ত্রী ও মুহাররামাত মহিলাদের ছাড়া অন্য কোন অপরিচিত মহিলার সাথে মুসাফাহা-করমর্দন ও একাকি নির্জনে হওয়া হারাম। আর মুহাররামাত হলো যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। চাই আত্মীয়তার জন্যে হোক বা স্তন্যপানের কিংবা বৈবাহিক কারণে হোক।

* স্বামীর ভাই, চাচা, মামা এবং চাচাত-মামাত-ফুফাত ভাইদের জন্য ভাবী, চাচী, মামী ও চাচাত-মামাত-ফুফাত ভাবীদের সাথে মুসাফাহা করা না জায়েয; কারণ তারা সকলেই আজনবী মহিলা তথা মুহাররামাত নয় এবং ভাই ও অন্যান্যরা স্ত্রীর জন্য মুহাররাম নেই।

* কোন আজনবী মহিলার সাথে মুসাফাহা করা না জায়েয এবং এর চেয়ে আরো জঘন্য হলো চুমা দেয়া। চাই সে মহিলা যুবতী হোক বা বুড়ি হোক আর মুসাফাহাকারী যুবক হোক বা বয়স্ক ব্যক্তি হোক। আর হাতে কোন পর্দা দ্বারা হোক বা পর্দা ছাড়া হোক। কারণ রাসূলে করীম (সা) বলেন–

إِنِّيْ لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ

"আমি কোন মহিলার সাথে মুসাফাহা তথা করমর্দন করি না।"

(হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ : হাদীস নং ৪১৮১, ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ২৮৭৪)

* মুসলিমা মহিলার জন্য তার কোন অপরিচিত পুরুষের সাথে মুসাফাহা করা হারাম। আরো হারাম হলো কোন আজনবী যেমন ড্রাইভারের সাথে একাকী গাড়িতে আরোহণ করা।

* কারো সামনে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস করা হারাম। আরো হারাম নিজেদের মিলনতথ্য কারো নিকট ফাঁস করা; কারণ রাসূল করীম ﷺ বলেন :

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ إِلٰى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

"শেষ বিচার দিবসে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তি হলো ঐ পুরুষ, যে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং স্ত্রীও তার সঙ্গে মেলামেশা করে। অত:পর স্ত্রীর গোপন রহস্য ফাঁস করে।" (মুসলিম : হাদীস নং ১৪৩৭)

স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের জন্যে ডাকার পর না আসলে তার হুকুম : যখন স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকবে তখন তার ডাকে সাড়া দেয়া স্ত্রীর প্রতি আবশ্যক ও বিরত থাকা হারাম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلٰى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "যখন স্বামী স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে আসতে অস্বীকার করে। ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা সে স্ত্রীর প্রতি লা'নত করতে থাকে।" (বুখারী : হাদীস নং ৩২৩৭, মুসলিম : হাদীস নং ১৪৩৬)

মাহররাম পুরুষ ব্যতীত মহিলাদের সফরের বিধান : মাহররাম ব্যতীত মহিলার প্রতি একাকী ভ্রমণ করা হারাম। চাই ভ্রমণ গাড়িতে বা বিমানে কিংবা পানি জাহাজ-স্টীমারে অথবা রেলগাড়িতে হোক বা অন্য কিছুতে হোক; কারণ রাসূল করীম ﷺ বলেন :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ، وَّلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

"মাহররাম পুরুষ ব্যতীত যেন মহিলা ভ্রমণ না করে। আর তার সাথে মাহররাম না থাকা অবস্থায় যেন কোন পুরুষ তার নিকট প্রবেশ না করে।"

(বুখারী : হাদীস নং ১৮৬২ মুসলিম : হাদীস নং ১৩৪১)

শরিয়তী পর্দার পদ্ধতি

১. মহিলার পর্দা যেন তার গোটা দেহ আবৃত করে। এমন কাপড়ের হয় যেন ভেতরের কিছু প্রকাশ না পায়। ঢিলেঢালা হতে হবে যেন আঁটসাট না হয়। নকশি করা যেন না হয়, যার ফলে পুরুষদের দৃষ্টিকে আকষর্ণ করবে। বাইরে যাওয়ার সময় কোন প্রকার আতর-সেন্ট ব্যবহার করবে না। আর বস্ত্র যেন খ্যাতির জন্য এবং কোন পুরুষ বা কাফের নারীদের সদৃশ না হয়। আর তাতে কোন প্রকার ক্রশ চিহ্ন ও ছবি যেন না থাকে।

২. প্রতিটি সাবালক মুসলিমা মহিলা প্রতি শরিয়তী পর্দা করা ফরজ। আর তা হচ্ছে মহিলা ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা দেখলে পুরুষেরা ফেৎনায় পতিত হয়। যেমন : চেহারা, হাতের তালুদ্বয়, চুল, ঘাড়, পা, পায়ের নলা, হাতের বাহু ইত্যাদি। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ.

"তোমরা তাঁর [নবী করীম ﷺ]-এর স্ত্রীগণের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" [সূরা আহযাব : আয়াত-৫৩]

৩. মহিলার জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে, স্কুল-মাদরাসা, হাসপাতাল ইত্যাদিতে গাইয়ে মুহাররাম পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করা হারাম। আরো হারাম হলো বেপর্দায় চলাফেরা করা এবং স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য তার আকর্ষণীয় অঙ্গরাজ ও সৌন্দর্যপ্রকাশ করা; কারণ এর মধ্যে রয়েছে অনেক ফেৎনা-ফাসাদ।

৪. মহিলার প্রতি ফরজ হলো যারা তার মাহ্‌ররাম না তাদের নিকট পর্দা করা। যেমন : দুলাভাই, চাচাত ও মামাত এবং খালাত ইত্যাদি ভাইয়েরা। এরা তার মাহ্‌ররামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১০. গর্ভ ধারণের বিধান

জন্মনিয়ন্ত্রনের বড়ি-পিল ব্যবহারের নিয়ম-কানুন

১. সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার প্রতি এক বড় নে'আমত। ইসলাম এর প্রতি প্রেরণা যুগিয়েছে; তাই স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা না জায়েয। আর অভাব-অনটনের ভয়ে জন্ম বিরতি করা নাজায়েয।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا.

"তোমরা খাদ্য অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে ও ওদেরকে রিযিক দান করি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এক মহাপাপ।" [সূরা ১৭–বনি ইসরাঈল : আয়াত-৩১]

২. স্বামী-স্ত্রীর সন্তান জন্মের ক্ষমতা স্থায়ীভাবে খর্ব করে বন্ধ্যাকরণ হারাম। কিন্তু নিশ্চিত কোন ক্ষতির কারণ হলে জায়েয।

৩. নিশ্চিত কোন ক্ষতির কারণ থাকলে স্বামীর সম্মতি ও অনুমতি সাপেক্ষ স্ত্রী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন : অস্বাভাবিকভাবে বাচ্চা প্রসব হওয়া। অথবা অসুস্থ যার ফলে প্রতি বছর বাচ্চা নিলে ক্ষতি হওয়া। এমন অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ বা বিরতি করতে নিষেধ নেই। তবে উভয়ের সন্তুষ্টি ও সম্মতি থাকতে হবে এবং এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যার দ্বারা স্ত্রীর কোন ধরনের ক্ষতি না হয়। এ ছাড়া বিশ্বস্ত চিকিৎসকের পরামর্শ-অনুযায়ী হতে হবে।

গর্ভ সঞ্চারণের দ্বারা সন্তান নেয়ার হুকুম

১. যদি অন্য দু'জন মুহাররাম বা গাইরে মুহাররামের বীর্য ও ডিম্ব দ্বারা বা নিজের ডিম্ব ও অন্য পুরুষের বীর্য দ্বারা স্ত্রীর গর্ভোৎপাদন করা হয়, তবে এটি হারাম ও যেনার গর্ভ সঞ্চারণ বলে বিবেচিত হবে।

২. আর যদি বিবাহ্ বন্ধন সম্পাদনের পরে এবং স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর সে স্বামীর বীর্য দ্বারা স্ত্রী গর্ভ সঞ্চারণ হয় তবুও হারাম।

৩. আর যদি স্বামী-স্ত্রীর বীর্য ও ডিম্ব হয় আর জরায়ু অন্য মহিলার ভাড়া করা হয় তবুও হারাম।

৪. আর যদি উভয়ের বীর্য ও ডিম্ব হয় আর জরায়ু স্বামীর অন্য কোন স্ত্রী হয় এবং গর্ভ সঞ্চারণ ভেতর বা বাহির থেকে হয় তাহলেও হারাম।

৫. আর যদি স্বামীর বীর্য ও স্ত্রীর ডিম্ব তারই জরায়ুর ভেতরে বা বাইরে টিউবে গর্ভ সঞ্চারণ করার পর সে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থানান্তর করা হয় তবে জায়েয; কারণ এর দ্বারা অনেক ধরনের সমস্যা ও বাধা-নিষেধ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভাব। এটি নিরুপায়ীদের জন্য জায়েয। আর প্রয়োজনের নির্ধারণ তার পরিমাণ মতই হতে হবে। আর যে এমন অবস্থায় পতিত হবে সে যেন যার দ্বীন ও জ্ঞানে বিশ্বাস রাখে তাঁর নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করে।

* ছেলে ও মেয়ের যখন অঙ্গরাজির সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করবে তখন তাকে এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে পরিবর্তন করা হারাম। আর পরিবর্তনের চেষ্টা করা অপরাধ, যে করবে সে শাস্তিযোগ্য হবে; কারণ এটি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন যা একেবারেই হারাম।

* যদি কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়ের আলামত একাভূত হয়, তবে দেখতে হবে যদি পুরুষীয় আলামত প্রাধান্য পায়, তবে অপারেশন বা হর্মোন দ্বারা চিকিৎসা করে তার নারীয় আলামত দূর করা জায়েয।

স্ত্রীর গর্ভধারণ

১. আল্লাহর নির্দেশে প্রতি মাসে মহিলার ডিম্ব সৃষ্টি হয়। আর যখন ভাগ্যের সময় চলে আসে এবং শুক্রাণু প্রাণী সে ডিম্বের সাথে পরাগায়ন হয়ে সংমিশ্রণ ঘটে তখন মহিলা গর্ভবতী হয়। আর এটাই হলো মিশ্রিত শুক্রকীট।

২. সাধারণত নারীর প্রতি বছরে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। আর কখনো যমজ দু'জন ছেলে বা দু'জন মেয়ে কিংবা একজন ছেলে ও একজন মেয়ে প্রসব করে। আবার কোন কোন সময় তিনজন বা এর বেশি প্রসব করে।

যমজ সন্তান দুই প্রকার

প্রথম : একটি শুক্রাণু প্রাণীর সঙ্গে দু'টি ডিম্বের সংমিশ্রণে যমজ, যারা একে অপরের পূর্ণ সদৃশ হয়।

দ্বিতীয় : অদৃশ যমজ যা আল্লাহর নির্দেশে দু'টি শুক্রাণু প্রাণী দু'টি ডিম্বের সাথে পরাগায়ন হয়। প্রত্যেকটি শুক্রাণু প্রাণী পৃথক পৃথক ডিম্বের সাথে মিলে। নিশ্চয় আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অত:পর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

[সূরা ৭৬-দাহার : আয়াত-২]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তিনিই সে আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ৩-আলে-ইমরান : আয়াত-৬]

৩. আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহর জন্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।" [সূরা ৪২-শূরা : আয়াত-৪৯-৫০]

১১. স্ত্রীর অবাধ্যতা ও তার চিকিৎসা

* স্ত্রীর প্রতি স্বামীর জন্য যা ওয়াজিব সে বিষয়ে অবাধ্যতা প্রদর্শনকে 'নুশূজ' বলে।

* মানুষের প্রতি যা করণীয় সে বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করাই মানুষের স্বভাব। কিন্তু অন্যের প্রতি তার যে সকল অধিকার সে বিষয়ে বড়ই লোভী। তাই এ কু-অভ্যাসকে ধ্বংস করতে এবং তার বিপরীত সৃষ্টি করার জন্যে সহজ উপায় হলো: নিজের ওপরে যে সকল অধিকার তা খরচ করার বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা। আর নিজের অধিকারের বিষয়ে কিছু হলেও তাতে পরিতৃপ্তি লাভ করা। মূলত এটিই হলো সবকিছুর সঠিক চিকিৎসা।

অবাধ্যতার হুকুম : অবাধ্যতা করা গুনাহ্ কাজ যা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে জুলুম ও অধিকারকে বারণ করা। স্ত্রীর প্রতি যা ওয়াজিব তা আদায় না করলে নাফরমানি এবং স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব তা আদায় না করলেও নাফরমানি। স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা অনুভব করে এবং তাকে তালাক দেয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে তার পূর্ণ বা আংশিক অধিকার দূর করতে পারে। যেমন : রাত্রি যাপন বা ভরণ-পোষণ কিংবা পোশাক ইত্যাদি। আর স্বামীর জন্য তা কবুল করা উচিত তাতে দু'জনের প্রতি কোন গুনাহ্ হবে না। এটি তালাক ও প্রতিদিন আপোষে ঝগড়া-বিবাদ করার চেয়ে উত্তম।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

"যদি কোন মহিলা স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ্ হবে না। বরং মীমাংসাই উত্তম। মানুষ লোভ হেতু স্বভাবত কৃপণ। যদি তোমরা ভাল কাজ কর এবং মুত্তাকী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।"

[সূরা ৪–নিসা : আয়াত-১২৮]

অবাধ্য স্ত্রীর চিকিৎসার পদ্ধতি

১. যখন স্ত্রীর অবাধ্যতার নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেমন : স্বামীর আহ্বানে বিছানায় বা আনন্দ গ্রহণে সাড়া না দেয়া। অথবা বিরক্তিকর কিংবা ঘৃণা অবস্থায় সাড়া দেয়া। তখন তাকে উপদেশ দিবে এবং আল্লাহর ভয় দেখাবে ও সহজ পন্থায় আদব দিবে।

যদি তার পরেও পূর্বের অবস্থার ওপর অটল থাকে তবে প্রয়োজন মতো বিছানায় ত্যাগ করবে। আর তিন দিন পর্যন্ত কথা বলা বিরত রাখবে।

যদি তার পরেও পূর্বের অবস্থায় স্থির থাকে তবে দশ বা তার চেয়ে কম হালকা করে রক্ত বের না হয় এমন বেত্রাঘাত করবে। আর মুখমণ্ডলে মারধর এবং কোন প্রকার কুৎসিত বর্ণনা ও তিরস্কার করবে না। যদি এসব দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে যায় এবং আনুগত্য আরম্ভ করে তবে আগে যা ঘটেছে সে বিষয়ে তাকে কোন ধরনের ভর্ৎসনা করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

"পুরুষেরা মহিলাদের ওপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ্ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ খরচ করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় আনুগত্য এবং আল্লাহ্ যা সংরক্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তারা তার সংরক্ষণ করে। আর যাদের মধ্যে আবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদপুদেশ দাও, তাদের বিছানা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ খোঁজ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকলের ওপর শ্রেষ্ঠ।" [সূরা ৪–নিসা : আয়াত-৩৪]

২. যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একে পরস্পরের প্রতি জুলুমের দাবি করে। স্ত্রী তার অবাধ্যতা ও অহঙ্কার এবং খারাপ আচরণের ওপর অটল থাকে। আর দু'জনের

মাঝে সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তবে স্বামীর পরিবারের একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবারের অপরজন বিচারক পাঠাবে। তারা দু'জনে যা. কল্যাণকর তাই সিদ্ধান্ত নিবে। হয় একত্রকরণ বা কোন বিনিময় অথবা বিনিময় ছাড়াই বিচ্ছেদকরণ।

৩. যদি বিচারক মহোদয়গণ ঐক্যমতে না পৌছে অথবা দু'জন বিচারক না পাওয়া যায় এবং দু'জনের মাঝে ভালো আচরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে; তাহলে কোর্টের বিচারক সাহেব তাদের বিষয়টা ভালো করে দেখবেন। আর কোন বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই যেমনটি তিনি ভালো মনে করবেন এবং শরিয়তের বিধি-বিধান অনুযায়ী দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا.

"যদি তাদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই সম্ভাবনা হয়, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক নিযুক্ত করবে তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছু জানেন।" [সূরা নিসা : ৩৫]

৪. যদি স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে অপছন্দভাব বা উপেক্ষা উপলব্ধি করে এবং তাকে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করে, তবে স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রতি তার যে অধিকার তা রহিত করে দেয়া জায়েয আছে। অথবা কিছু অধিকার যেমন : রাত্রি যাপন বা ভরণ-পোষণ ইত্যাদি হক বিলুপ্ত করা। আর স্বামীর জন্য জায়েয তা গ্রহণ করা। এতে করে তাদের কোন পাপ হবে না। আর এটি প্রতিদিন ঝগড়া-বিপদ করা ও বিচ্ছেদের চেয়ে উত্তম।

১২. মুহাররামাত

(যে সকল মহিলাদের বিবাহ করা হারাম)

যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চায় তার জন্য শর্ত হলো সে যেন তার কোন মুহাররামাত মহিলা না হয়।

মুহাররামাত দু'প্রকার

১. চিরস্থায়ী মুহাররামাত। এরা আবার তিন প্রকার :

ক. **বংশের দিক থেকে মুহাররামাত :** এরা হলো: মা, যতই উপরের হোক, মেয়ে যতই নিচের হোক, সকল ধরনের বোন-সহোদর, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া, খালা, ফুফু, ভাতিজী এবং ভাগিনী।

খ. **দুধপানের দ্বারা মুহাররামাত :** বংশের রক্তের দ্বারা যেমন মুহাররামাত সাব্যস্ত হয় তেমনি দুধপানের দ্বারাও মুহাররামাত সাব্যস্ত হয়। কাজেই বংশের রক্তের যে সব মহিলা হারাম হয় অনুরূপ দুধপানের দ্বারাও হারাম হয়। কিন্তু দুধ ভাইয়ের মা ও দুধ ছেলের বোন দুধপানের দ্বারা হারাম হবে না।

যে দুধ পানের দ্বারা মুহাররামাত সাব্যস্ত হয় তা হলো : শিশু অবস্থায় দু' বছর বয়সের মধ্যে পাঁচ ও ততোধিকবার কোন মহিলার দুধ পান করা।

গ. **বৈবাহিকসূত্রে মুহাররামাত :** এরা হলো : স্ত্রীর আপন মা, মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘরের মেয়ে, বাবার স্ত্রীগণ ও ছেলের স্ত্রী। বংশের দ্বারা ৭ জন মুহাররামাত ও দুধপানের দ্বারা অনুরূপ ৭ জন এবং বৈবাহিকসূত্রে ৪ জন। সর্বমোট ১৮ জন মুহাররামাত।

আল্লাহর বাণী

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ
وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضٰعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ
حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ

أَصْلَابِكُمْ لا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাগিনী, তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা– যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোন একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-২৩]

* স্থায়ী মুহাররামাতের কারণ হচ্ছে : বংশ, দুধপান ও বৈবাহিকসূত্র।

*** বংশের দ্বারা হারামের মূলনীতি :** পুরুষের বংশের সকল আত্মীয় তার প্রতি হারাম কিন্তু চাচার মেয়েরা, ফুফুর মেয়েরা, মামার মেয়েরা এবং খালার মেয়েরা, এরা চার ধরনের সম্পর্ক তার জন্য জায়েয।

সাময়িক সময়ের জন্য যাদের সাথে বিবাহ হারাম

ক. দু' বোনকে একত্রে, ফুফু ও তার ভাতিজীকে একত্রে, খালা ও ভাগিনীকে একত্রে। চাই এরা বংশের হোক বা দুধের হোক। যখন একজন মৃত্যুবরণ করবে বা তালাক দিয়ে দিবে তখন অপরজনকে বিবাহ করা জায়েয হয়ে যাবে।

খ. ইদ্দত পালনকারিণী: যতক্ষণ সে তার ইদ্দত থেকে মুক্ত না হবে।

গ. তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা : যতক্ষণ সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে একে অপরের সাথে মিলিত না হবে এবং স্বেচ্ছায় তালাক বা মৃত্যুবরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য জায়েয হবে না।

ঘ. হজ্ব বা উমরার ইহরাম অবস্থায়, যতক্ষণ হালাল না হবে।

ঙ. মুসলিম মহিলা কাফের পুরুষের জন্য যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করবে।

চ. ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলা ব্যতীত অন্য কোন কাফের নারী যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করে ততক্ষণ কোন মুসলিমের জন্য বিয়ে করা হারাম।

ছ. অন্যের স্ত্রী বা ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা। কিন্তু যদি দাসীতে পরিণত হয় তাহলে তখন জায়েয হবে।

জ. ব্যভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ একজন অন্যের জন্য হারাম যতক্ষণ সে তওবা না করে এবং ইদ্দত শেষ না হয়। এসব মহিলা নিষিদ্ধতা দূর না হওয়া পর্যন্ত হারাম।

ঝ. উভয় লিঙ্গের খুনছা (হিজড়া)-কে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট না হয়।

* যেনার দ্বারা যে কন্যা হয় তাকে বিয়ে করা হারাম। অনুরূপ যেনার দ্বারা যে ছেলে তার সাথে সে মায়ের বিয়েও হারাম।

* কোন দাস তার কর্ত্রীকে বিবাহ করবে না এবং মনিব তার দাসীকে বিয়ে করবে না; কারণ সে তো তার দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত। বিবাহ দ্বারা যার সাথে সহবাস হারাম সে দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত হলেও হারাম। কিন্তু ইহুদি-খ্রিস্টান দাসী ব্যতীত, তাকে বিবাহ করা না জায়েয। তবে দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত হওয়ার জন্য সহবাস করা বৈধ। শরিয়তে কোন মহিলাকে বিবাহ অথবা মালিকানাভুক্ত ব্যতীত সহবাস করা না জায়েয।

উম্মুল ওয়ালাদের হুকুম : উম্মুল ওয়ালাদ সেই দাসী যে তার মালিকের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে এবং বাচ্চা প্রসব করেছে। তার সঙ্গে মালিকের সহবাস করা এবং তার খিদমত নেয়া ও তাকে দাসীর মতো ভাড়া দেয়া বৈধ। তবে স্বাধীন মহিলার মতোই তাকে বিক্রি, দান ও ওয়াকফ করা না জায়েয। সে এক মাসিক ইদ্দত পালন করবে যার দ্বারা তার জরায়ু পরিষ্কার প্রমাণিত হবে।

আক্বদের বিপরীত এমন শর্তের হুকুম : যদি স্ত্রী বা তার অভিভাবক শর্ত করে যে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করবে না অথবা তার ঘর বা শহর স্থানান্তর করবে না কিংবা তার মোহরানা বাড়িয়ে দিবে ইত্যাদি যা আক্বদের পরিপন্থী নয়, তাহলে শর্ত করা বিশুদ্ধ। অতএব, স্বামী সে শর্তের কোন বিপরীত করলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে।

হারানো স্বামীর-স্ত্রীর হুকুম : যদি হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাসের আগেই প্রথম স্বামী উপস্থিত হয়, তাহলে সে প্রথম স্বামীরই থাকবে। আর সহবাসের পর হলে দ্বিতীয় স্বামীর তালাক ব্যতীত প্রথম স্বামী আগের আক্বদ দ্বারাই গ্রহণ করবে। তবে ইদ্দত পূরণ করার পর তার সাথে মিলন করবে। আর প্রথম স্বামী দ্বিতীয় জন থেকে তার দেয়া মোহরানা নিয়ে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামীর কাছে রেখেও দিতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন বেনামাযী হলে তার বিবাহের হুকুম

১. যদি স্বামী বেনামাযী হয় তাহলে স্ত্রীর জন্যে তার সাথে ঘর-সংসার করা না জায়েয। আর স্বামীর প্রতি তার সাথে সহবাস করা হারাম; কারণ সালাত ছেড়ে দেয়া কুফরি। আর কোন কাফেরের জন্য কোন মুসলিমা নারীর প্রতি কর্তৃত্ব থাকে না। আর যদি স্ত্রী সালাত ত্যাগকারী হয়, তবে আল্লাহর নিকট তওবা না করলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব; কারণ সে কাফের মহিলা।

২. আর যদি আক্বদের সময় স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে নামাযি হয়, তবে আকদ বিশুদ্ধ। কিন্তু যদি স্ত্রী নামাযি হয় আর স্বামী বেনামাযি কিংবা স্বামী নামাযি আর স্ত্রী বেনামাযি হয় এবং আক্বদ হয়ে থাকে তাহলে নতুন করে বিবাহের আক্বদ করা ওয়াজিব; কারণ তাদের একজন আক্বদের সময় কাফের ছিল, আর আক্বদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয়কে মুসলিম হওয়া শর্ত।

কোন নারীকে তার বোনের রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকালে বিবাহ করলে বিবাহ বাতিল হবে। আর যদি তালাকে বায়েনার ইদ্দত হয় তবে বিবাহ করা হারাম।

তালাক

১. তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান

তালাক : তালাক হলো বিবাহের পূর্ণ বা কিছু বন্ধন খুলে দেয়ার নাম।

তালাক হালালকরণের রহস্য : সুখী দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা বিবাহকে বিধান সম্মত করেছেন। দম্পতির জীবনে ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর প্রত্যেকে জীবনসঙ্গীকে পূত-পবিত্র থাকার বিষয়ে সাহায্য করবে। এর দ্বারা মিটবে যৌন চাহিদা এবং আসবে নতুন প্রজন্ম। যখন এ সকল উপকারিতার ত্রুটি ঘটবে এবং কোন এক দম্পতির অসদাচরণের ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

অথবা একে অপরের বিরোধপূর্ণ মেজাজ কিংবা দু'জনের মধ্যকার জীবন কষ্টকর ইত্যাদি কারণে বিরতিহীন বিরোধ হয়ে পড়বে, যার ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক কঠিন অবস্থায় পৌছে যায়। যখন পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌছে যায় তখন স্বামী- স্ত্রীর মাঝে নাজাতের উপায় হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ দয়ায় তালাকের বিধি-বিধান দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لاَتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ـ

"হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এ তালাকের পর কোন নতুন পন্থা করে দিবেন।" [সূরা–৬৫ তালাক : আয়াত-১]

তালাকের মালিক কে?

১. তালাক প্রদান করা একমাত্র স্বামীর অধিকার; কারণ বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য সে ব্যয় করে অনেক সম্পদ। তাই তো সে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখতে সর্বদা অধিক আগ্রহী। পুরুষই বেশি দেরী ও ধৈর্যধারণ করতে পারে এবং বিবেক দ্বারা চিন্তা করে আবেগ দ্বারা নয়।

২. মহিলারা অতি তাড়াতাড়ি রাগ করে এবং সহ্য করতে পারে কম। আর তাদের মাঝে দূরদর্শিতার চরম অভাব দেখা যায়। এ ছাড়া তালাকের পরবর্তী পরিণতি স্বামীর মত্তো স্ত্রীর ওপর আসে না। আর যদি উভয়ের হাতে তালাকের অধিকার দেয়া হতো তবে অতি সামান্য কারণে তালাকের অবস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পেত।

৩. তালাক পুরুষের অধীনে। একজন স্বাধীন পুরুষ তিনটি তালাকের মালিক। চাই স্ত্রী স্বাধীন হোক বা দাসী হোক। আর পরাধীন দাসরা দুই তালাকের মালিক।

কার পক্ষ থেকে তালাক পতিত হবে : প্রত্যেক সাবালক, জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ও স্বেচ্ছায় তালাকদাতার তালাক পতিত হবে। জোরপূর্বক তালাক নিলে তালাক হবে না। অনুরূপ এমন মাতালের তালাক যে কি বলে তা নিজেই বুঝে না এবং এমন ক্রুদ্ধ ব্যক্তির তালাক যে কি বলে জানে না। যেমন : তালাক পতিত হবে না ভুলকারীর, অন্যমনস্ক ব্যক্তির, বিস্মৃতি ব্যক্তির, পাগল ইত্যাদির।

তালাকের বিধি-বিধান : প্রয়োজনে যেমন : স্ত্রীর অসদাচরণ ও খারাপ মেলামেশার জন্য তালাক দেয়া জায়েয। আর অপ্রয়োজনে যেমন : দম্পতির স্থির সুখী জীবন তার পরেও তালাক দেয়া হারাম। আর জরুরি কারণে তালাক দেয়া উত্তম। যেমন : যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা স্বামীকে ঘৃণা..... ইত্যাদি করে।

স্ত্রী সালাত আদায় না করলে অথবা তার মান-সম্মানের বিষয়ে নিষ্কলুষ না থাকলে এবং তওবা ও সদুপদেশ গ্রহণ না করলে তাকে তালাক দেয়া ওয়াজিব।

যেসব অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম : হায়েয বা ঋতু ও প্রসূতি অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হারাম। আরো তালাক দেয়া হারাম যে তুহরে তথা পবিত্রতায় সহবাস করেছে ও গর্ভধারণ প্রকাশ পায়নি। এক শব্দে তিন তালাক অথবা এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়াও হারাম।

* স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে তালাক দেয়া বিশুদ্ধ হবে। উকিলের এক তালাক দেয়ার অধিকার আছে এবং যখন চাইবে তখন দিতে পারবে। কিন্তু যদি তার জন্য সময় ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তাহলে সে অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

তালাকের শব্দসমূহ : শব্দের দিক থেকে তালাক দু'প্রকার :

১. 'তালাকে সরীহ' তথা সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক : যে সব শব্দ তালাক ব্যতীত অন্য কোন অর্থের সুযোগ থাকে না। যেমন : তোমাকে তালাক দিলাম, তুমি তালাক, তুমি তালাকপ্রাপ্তা, আমার প্রতি তোমাকে তালাক দেয়া ওয়াজিব ইত্যাদি শব্দসমূহ।

২. 'কেনায়া তালাক' তথা পরোক্ষ ও অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক : ঐ সব শব্দ যা তালাক ও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : তুমি বায়েন অথবা তোমার পরিবারে চলে যাও ইত্যাদি শব্দ।

* সরীহ তথা স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক কার্যকর হয়ে যাবে; কারণ তার অর্থ পরিষ্কার। আর কেনায়া তথা অস্পষ্ট ও পরোক্ষ শব্দ দ্বারা ততক্ষণ তালাক কার্যকর হবে না যতক্ষণ শব্দের সাথে তালাকের নিয়ত না করা হবে।

*** যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে :** 'তুমি আমার প্রতি হারাম' তাহলে এর দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না এবং হারামও হবে না। বরং এটি হলফ-কসম হবে এবং এতে 'কাফফারা ইয়ামীন' তথা কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে।

* তালাক দেয়াতে আগ্রহী ও রসিকের তালাক কার্যকর হবে; কারণ এর দ্বারা বিবাহের বন্ধন খেল-তামাশা ও টালবাহনা থেকে হেফাজতে থাকবে।

তালাকের পদ্ধতি : কোন শর্ত ছাড়া তালাক হতে পারে অথবা সংযুক্ত-সম্বন্ধকৃত কিংবা শর্তের সাথে ঝুলন্ত হতে পারে।

১. **শর্ত ছাড়া উপস্থিত তালাক** : যেমন স্ত্রীকে বলা, 'তুমি তালাক' অথবা 'তোমাকে তালাক দিলাম' ইত্যাদি। এ তালাক সাথে সাথে কার্যকর হবে; কারণ কোন কিছুর সঙ্গে শর্ত বা সংযুক্ত করেনি।

২. **সংযুক্ত ও সম্বন্ধকৃত তালাক** : যেমন স্ত্রীকে বলা : 'তুমি আগামীকাল তালাক' অথবা 'তুমি মাসের প্রথমে তালাক'। এ তালাক ততক্ষণ কার্যকর হবে না যতক্ষণ তার নির্দিষ্টকৃত সময় অতিক্রম না করবে।

৩. **ঝুলন্ত ও শর্তকৃত তালাক** : এটি স্বামীর দ্বারা তালাককে কোন শর্তের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়া। এটি আবার দু'প্রকার :

ক. যদি তার তালাকের দ্বারা কোন কাজ করতে বা ছাড়তে বাধ্য করা উদ্দেশ্য হয় অথবা উৎসাহ প্রদান কিংবা নিষেধ করা বা সংবাদের তাকিদ ইত্যাদি হয়। যেমন : 'যদি বাজারে গমন কর তবে তুমি তালাক' এর দ্বারা তাকে নিষেধ করাই উদ্দেশ্য করে তবে তালাক কার্যকর হবে না। আর এতে যদি স্ত্রী বিপরীত করে বসে তবে স্বামীর প্রতি 'কাফফারা ইয়ামীন' তথা কসম ভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কাফফারা ইয়ামীন : দশজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো অথবা পোশাক দেয়া কিংবা একটি গোলাম আযাদ করা। আর যদি উক্ত কোন একটি না পারে তবে তিনটি রোযা রাখা।

খ. শর্ত পাওয়া গেলে এবং তালাক উদ্দেশ্য হলে কার্যকর হবে। যেমন : স্বামীর কথা, যদি তুমি আমাকে অমুকটা দাও তবে তুমি তালাক। এ তালাক কার্যকর হবে যখন শর্ত পাওয়া যাবে।

তালাক প্রসঙ্গে সন্দেহ করার বিধান : আসল হলো যা ছিল তাই থাকা। তাই আসল হলো বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকা। এ জন্যে বিশ্বাস ব্যতীত বিবাহ বন্ধন নষ্ট হবে না। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি তালাক কিংবা শর্তে সন্দেহ করে তাহলে তালাক কার্যকর হবে না। আর যদি তালাকের সংখ্যায় সন্দেহ করে তাহলে এক তালাক কার্যকর হবে।

আর যে সন্দেহসহ তালাক সাব্যস্ত করবে সে তিনটি ভয়ানক কাজ করবে।

১. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন,

২. তার বন্ধনে থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে অন্যের বৈধ করা।

৩. স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ও মিরাস থেকে বঞ্চিত করা।

যার মোহরানা নির্ধারণ করা হয়নি তার তালাকের বিধান : যদি মোহরানা নির্ধারণ করা না হয় এবং সহবাসের আগে তালাক দেয় তবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খরচ ওয়াজিব। সামর্থ্যবানের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানের জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী। আর যদি মোহরানা নির্ধারণ করা না হয় এবং সহবাসের পর তালাক দেয় তবে স্ত্রীর জন্য মোহরে মেছাল দিতে হবে এবং তার জন্য কোন খরচ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَّمَتِّعُوْهُنَّ ج عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং কোন মোহরানা নির্ধারণের পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের ওপর দায়িত্ব।" [সূরা–২ বাকারা : আয়াত- ২৩৬]

যার মোহরানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার তালাকের বিধান : আর যদি স্পর্শ বা স্ত্রীর সঙ্গে একাকী নির্জনে হওয়ার আগে তালাক দেয় আর মোহরানা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে। কিন্তু যদি স্ত্রী বা তার অভিভাবক ক্ষমা করে দেয় সেটা পৃথক বিষয়। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটে তবে তার সকল হক রহিত হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

"আর যদি মোহরানা নির্ধারণ করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে। অবশ্য যদি মহিলা মাফ করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে (অলি) সে যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে মুত্তাকীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সে সবই অত্যন্ত ভালো করে দেখেন।" [সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২৩৭]

* বাতিল বিবাহের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্পর্শের আগে বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীর জন্যে মোহরানা ও খরচ কিছুই নেই। আর স্পর্শের পরে হলে ধার্যকৃত মোহরানা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হবে; কারণ এর দ্বারা পুরুষ তার গুপ্তাঙ্গ হালাল করেছে।

২. সুন্নাতি ও বিদা'আতি তালাক

সুন্নাতি তালাকের পদ্ধতিসমূহ

১. সুন্নাতি তালাক

স্বামী তার স্পর্শকৃতা স্ত্রীকে যে তহুরে (পবিত্রতায়) তার সাথে সহবাস করেনি এক তালাক দেয়া। স্বামী এ অবস্থায় স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে। ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়েয বা ঋতু যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় এবং ফিরিয়ে না নেয় তবে এক তালাকে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। নতুন বন্ধন ও মোহরানা ব্যতীত ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর যদি ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয় তবে সে তার স্ত্রীই থেকে যাবে।

* আর যদি দ্বিতীয় তালাক দিতে চায় তবে প্রথম তালাকের মতো তালাক দেবে। অত:পর যদি ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয় তবে স্ত্রীই থেকে যাবে। আর যদি ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না নেয় তবে দ্বিতীয় তালাকে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। নতুন করে বন্ধন ও মোহরানা ব্যতীত তার জন্য হালাল হবে না।

* এরপর যদি আগের মতো তৃতীয় তালাক দেয় তবে স্ত্রী তালাকে বড় বায়েন তালাক হয়ে যাবে। যতক্ষণ স্ত্রীর অন্যত্র সহীহ্ বিবাহ্ না হবে ততক্ষণ সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। এ পদ্ধতিতে ও ধারাবাহিক তালাক দেয়া সংখ্যার দিক থেকে সুন্নাতি তালাক এবং সময়ের দিক থেকেও সুন্নাতি তালাক।

২. সুন্নাত্তি তালাকের আরো পদ্ধতি

স্ত্রীর গর্ভধারণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর এক তালাক দেয়া। আর যদি স্ত্রী এমন হয় যার হায়েয বা ঋতু হয় না তবে যে কোন সময় তালাক দিতে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

"তালাকে-রাজ'য়ী হলো দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সাথে ত্যাগ করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের নিকট থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ বিষয়ে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে (খোলা তালাক করে) অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন গুনাহ নেই। এ হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে, তারাই হলো জালেম। তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ব্যতীত অপর কোন স্বামীর সাথে (বিশুদ্ধ উপায়ে) বিবাহ করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অত:পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় (বা মৃত্যুবরণ করে) তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করতে কোন গুনাহ নেই,

যদি আল্লাহর বিধান বজায় রাখতে ইচ্ছা থাকে। আর এ হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা বুঝতে পারে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।"

[সূরা –২ বাকারা : আয়াত-২২৯-২৩০]

* অত:পর যখন তালাক পূর্ণ হবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তখন স্বামীর জন্য সুন্নাত হলো স্ত্রীকে তার ও স্বামীর অবস্থার আলোকে কিছু খরচ দেয়া এটি স্ত্রীর অন্তরের প্রশান্তির জন্য এবং তার কিছু অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ـ

"আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া মুত্তাকী ব্যক্তিবর্গের ওপর কর্তব্য।" [সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২৪১]

বিদা'আতি তালাক : শরিয়ত পরিপন্থী তালাক হলো বিদ'আতি তালাক। এটি আবার দু' ধরনের :

ক. **সময়ের মাঝে বিদ'আত :** যেমন : হায়েয বা প্রসূতি কিংবা যে তহুরে সহবাস করেছে এবং গর্ভধারণ এখনো সুস্পষ্ট হয়নি এমন অবস্থায় তালাক দেয়া। এভাবে তালাক দেয়া হারাম তবে তালাক কার্যকর হবে। আর এরূপ তালাকদাতা গুনাহগার হবে এবং তার প্রতি ওয়াজিব যদি তৃতীয় তালাক না হয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া। ঋতুবতী বা প্রসূতিকে ফিরিয়ে নিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখবে। অত:পর হায়েয বা ঋতু হয়ে পবিত্র হতে চাইলে তালাক দেবে। আর যে মিলনকৃত তহুরে তালাক দেবে সে হায়েয বা ঋতু হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখবে এবং পবিত্র হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তালাক দিবে।

١. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهٗ طَلَّقَ امْرَاَتَهٗ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا اَوْ حَامِلًا ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয ঋতু অবস্থায় তালাক দেন। ওমর ফারুক (রা) এটি নবী করীম ﷺ-এর নিকট

উল্লেখ করলে রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "তাকে স্ত্রী ফিরিয়ে নিতে বল। অত:পর পবিত্র অথবা গর্ভবতী অবস্থায় যেন তালাক দেয়।"

(মুসলিম হাদীস নং ১৪৭১)

٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخْرٰى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় তালাক দেন। ওমর ফারুক ﷺ এ বিষয়ে রাসূলে নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ﷺ বলেন :"তাকে স্ত্রী ফিরিয়ে নিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখতে বল। এরপর যখন অন্য এক হায়েয হবে তারপর পবিত্র হবে তখন চাইলে তালাক দিবে অথবা রেখে দিবে।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫২৫১; মুসলিম, হাদীস নং ১৪৭১)

খ. **সংখ্যায় বিদ'আত :** যেমন : এক শব্দে (তুমি তিন তালাক) তিন তালাক দেয়া। অথবা আলাদাভাবে একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়া। যেমন বলা : তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক। এ জাতীয় তালাক দেয়া হারাম তবে কার্যকর হবে এবং তালাকদাতা গুনাহগার হবে। কিন্তু এক শব্দে বা একাধিক শব্দে একই তহুরে তিন তালাক দিলে শুধুমাত্র এক তালাকই কার্যকর হবে তবে তালাকদাতা পাপী হবে।

* যদি স্ত্রী ছোট বা ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা সহবাস হয়নি এমন হয়, তাহলে তার বিষয়ে সুন্নাতি ও বিদআতি যে কোন তালাক প্রযোজ্য এবং যখন ইচ্ছা তখন তালাক দিতে পারে।

৩. রাজ'য়ী ও বায়েন তালাক

রাজ'য়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক : স্বামী স্পর্শকৃতা স্ত্রীকে এক তালাক দিবে। ইদ্দতে থাকা অবস্থায় ইচ্ছা করলে স্বামী ফিরিয়ে আনতে পারবে। আর যদি ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় তালাক দেয় তবে ইদ্দতে থাকা অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। ইদ্দতে থাকলে এ দু'অবস্থায় স্ত্রীই থাকবে। এ অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে এবং স্বামীও স্ত্রীর মিরাস পাবে। আর স্ত্রীর জন্য রয়েছে খরচ ও বাসস্থান।

রাজ'য়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেখানে ইদ্দত পালন করবে : এক বা দুই তালাকে রাজ'য়ী অবস্থায় যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা বা একাকী নির্জনে স্বামীর সাথে সহবাস হয়েছে এমন হয় তবে তাকে স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। যাতে করে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়। আর স্ত্রীর জন্য উত্তম হলো স্বামীর জন্য সাজগোজ করা যেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ফেরত নেয়। আর ফেরত না নিলে স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের করে দেয়া স্বামীর জন্য না জায়েয।

বায়েন তালাক : যে তালাকের দ্বারা স্ত্রী তার স্বামী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যায়।

এটি আবার দু'প্রকার

ক. **ছোট বায়েন তালাক :** তিনের চেয়ে কম তালাককে বলে। স্বামী স্ত্রীকে যখন এক তালাক দেবে যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অত:পর তার ইদ্দতের মধ্যে ফেরত নিবে না তখন 'তালাকে বায়েনা সুগরা' তথা ছোট বায়েন তালাক হবে। এতে স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে নতুন মোহরানা ও বন্ধনে দ্বারা বিবাহ করা যদি স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে না হয়। অনুরূপ দ্বিতীয় তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না আনলে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। আর স্বামী চাইলে নতুন আক্বদ ও মোহরানা দ্বারা তাকে বিবাহ করতে পারবে যদি স্ত্রী দ্বিতীয় জনের ইচ্ছা করলে বিয়ে না করে থাকে।

খ. **বড় বায়েন (অপ্রত্যাহারযোগ্য) তালাক :** এটি পূর্ণ তিন তালাক হয়ে যাওয়াকে বলে। অতএব, যখন তিন তালাক দিয়ে দিবে তখন স্ত্রী স্বামী থেকে পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। স্থায়ীভাবে স্ত্রী থাকার নিয়তে শরিয়তী পন্থায় দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ না হওয়া এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উভয়ে পরস্পরের মধু পান না করা পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য জায়েয হবে না। যদি

দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে এবং তার ইদ্দত শেষ করে, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য অন্যান্যদের ন্যায় নতুন বন্ধনে ও মোহরানা দ্বারা তাকে বিবাহ করা জায়েয।

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা যেখানে ইদ্দত পালন করবে : তিন তালাকপ্রাপ্তা তার পরিবারের বাড়িতে ইদ্দত পালন করবে; কারণ সে তার স্বামীর জন্য বৈধ নয়। সে খরচ ও বাসস্থান পাবে না। আর ইদ্দত পালন অবস্থায় প্রয়োজন ব্যতীত তার পরিবারের বাড়ি থেকে বের হবে না।

* যদি স্বামী তালাক অথবা শর্তের বিষয়ে সন্দেহ করে তবে বিবাহ অবশিষ্ট থাকবে যতক্ষণ তা দূর হওয়ার বিষয়ে সে একিন না হবে।

* যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে : "তোমার বিষয় তোমার হাতে" তখন স্ত্রী নিজে সুন্নাত অনুযায়ী তিন তালাকের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি স্বামী এক তালাকের নিয়ত করে তবে এক তালাকের মালিক হবে।

যখন স্ত্রীর জন্যে তালাক চাওয়া জায়েয : যদি স্ত্রী এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে তার জীবন যাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ে, তবে আদালতে বিচারকের সামনে তালাক চাওয়া বৈধ। যেমন :

১. যদি স্বামী খরচের বিষয়ে অবহেলা করে।

২. যদি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যার ফলে জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেমন : গালি-গালাজ করা অথবা প্রহার করা কিংবা কষ্ট দেয়া যা সহ্য করার মতো না বা কোন খারাপ কাজে বাধ্য করা ইত্যাদি।

৩. যদি স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিজের বিষয়ে যেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে।

৪. যদি স্বামী দীর্ঘ সময় ধরে বন্দী থাকে যার বিরহে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. যদি স্ত্রী স্বামীর স্থায়ী কোন ত্রুটি বা রোগ দেখে। যেমন : বন্ধ্যা অথবা সহবাসে অক্ষম কিংবা ঘৃণিত মারাত্মক কোন রোগ ইত্যাদি।

* একাই ভোগ করার উদ্দেশ্যে সতীনকে তালাক দিতে বলা হারাম।

* যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তোমার হায়েয হলেই তুমি তালাক তবে সন্দেহমুক্ত প্রথম হায়েযেই তালাক হয়ে যাবে।

□ **বায়েন তালাকের প্রকার :** স্বামী থেকে স্ত্রীর বায়েন হওয়ার তিন অবস্থা : বিবাহ বন্ধন রহিত করার দ্বারা ও বিনিময়ের দ্বারা বায়েন তথা খোলা তালাক এবং তালাকের সংখ্যা তিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

□ **যখন বায়েন তালাক কার্যকর হবে :** যদি তালাক কোন বিনিময়ে তথা খোলা তালাক অথবা স্পর্শের পূর্বে কিংবা তৃতীয় তালাক হয় তবে তালাকে বায়েন কার্যকর হবে।

ঝুলন্ত তালাকের বিধান : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি যদি ছেলে সন্তান প্রসব কর তবে তুমি এক তালাক আর যদি কন্যা সন্তান প্রসব কর তবে তুমি দু' তালাক। অত:পর যদি ছেলে সন্তান প্রসবের পর কন্যা সন্তান প্রসব কর তবে প্রথমটি দ্বারা এক তালাকপ্রাপ্তা হবে আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বায়েন হয়ে যাবে। আর তার ওপর কোন ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হবে না।

প্রসূতি অবস্থায় তালাকের বিধান : স্বামীর জন্য গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া জায়েয; কারণ গর্ভবতী অবস্থায় ইদ্দত হিসাব করা হয় না। আর স্ত্রী তালাক পাওয়ার সাথে সাথে ইদ্দত শুরু করতে পারবে। কিন্তু ঋতু অবস্থার এর বিপরীত; কেননা ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে সাথে সাথে ইদ্দত শুরু করতে পারবে না।

৪. তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ

রাজ'আত : প্রত্যাহারযোগ্য তালাক তথা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা না এমন স্ত্রীকে নতুন বন্ধন ব্যতীতই ইদ্দতের ভেতরে পুনরায় গ্রহণ করা রাজ'আত বলা হয়।

রাজ'আত বৈধকরণের রহস্য : তালাক কোন কোন সময় রাগান্বিত ও তাৎক্ষণিক হয়ে থাকে। আবার কখনো তালাক হয় কোন চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা ব্যতীতই। আর তালাকের পরে কোন জাতীয় সমস্যা ও ক্ষতি এবং বিপর্যয় সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বৈবাহিক জীবনের জন্যে রাজ'আত তথা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছেন। এটি একমাত্র স্বামীর অধিকার যেমন তালাক দেয়া তারই অধিকার।

* ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে হলো তালাক দেয়া এবং পুনরায় গ্রহণকে জায়েযকরণ। অতএব, যখন আপোষে ঘৃণা জন্মিবে এবং দাম্পত্য জীবন কঠিন হয়ে পড়বে তখন তালাক দেয়া জায়েয। আর যখন আপোষের সম্পর্ক সুন্দর হবে এবং পানির স্রোতধারা যখন তার নিজ গতিতে ফিরে আসবে তখন রাজ'আত তথা পুনরায় গ্রহণ করা জায়েয হবে। আল্লাহরই যাবতীয় প্রশংসা ও ইহসান।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ط وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلاَحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

"আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলা নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের ওপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে।" [সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২২৮]

প্রত্যাহারযোগ্য স্ত্রীর বিধান : প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্বামীর স্ত্রীই থাকে, সে স্বামীর গৃহে ইদ্দত পালন করবে, স্বামীর প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব, স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক। স্বামীর জন্যে তার চেহারা খোলা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, তার সাথে বের হওয়া, পানাহার করা সবকিছুই জায়েয। স্বামীর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে যা যা করা জায়েয সবই করতে পারবে। তবে তার জন্যে কোন দিন বণ্টন করা লাগবে না; কারণ সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর বৈধ কোন কারণ ছাড়া প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার জন্য স্বামীর বাড়ি-ঘর ব্যতীত কোথাও ইদ্দত পালন করা জায়েয নেই।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ اِلآَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لَاتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ـ

"হে নবী; তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এ তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন।" [সূরা–৯ তলাক : আয়াত-১]

২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

"আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলা নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের ওপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী আর মহিলাদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।"

[সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২২৮]

রাজা'আত (প্রত্যাহার) বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

১. তালাকপ্রাপ্তার সাথে সহবাস হয়েছে।

২. স্বামী যতগুলো তালাকের মালিক তার চেয়ে কম হওয়া। যেমন : তিন তালাকের কম।

৩. তালাক যেন কোন বিনিময়ে না হয়। যদি তালাক বিনিময়ে (খোলা তালাক) হয় তবে বায়েন হয়ে যাবে।

৪. প্রত্যাহার বিশুদ্ধ বিবাহ দ্বারা ইদ্দতের মধ্যেই হতে হবে।

যার দ্বারা প্রত্যাহার কার্যকর হয় : তালাকপ্রাপ্তাকে প্রত্যাহার কথা দ্বারা হতে পারে। যেমন : আমি আমার স্ত্রীকে ফেরত নিলাম। অথবা স্বামী স্ত্রীকে ধরে.... ইত্যাদি ভাবে রেখে দেয়া। আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে। যেমন : ফেরত নেয়ার নিয়তে স্ত্রীর সাথে সহবাস... ইত্যাদি করা।

তালাক ও প্রত্যাহারের জন্য সাক্ষী রাখার বিধান : তালাক দেয়া ও ফেরত নেয়ার সময় দু'জন সাক্ষী রাখা সুন্নাত। আর সাক্ষী ব্যতীত ও তালাক দেয়া ও ফেরত নেয়া বিশুদ্ধ। রাজ'য়ী তালাকপ্রাপ্তা যতক্ষণ ইদ্দতে থাকবে ততক্ষণ স্ত্রীই। আর পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার সময় শেষ হবে ইদ্দতের সময় শেষ হলেই।

* রাজ'আত তথা পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার সময় অভিভাবক, মোহরানা, স্ত্রীর সন্তুষ্টি এবং তাকে জানানো এসবের কোনই দরকার নেই।

৫. খোলা তালাক

খোলা তালাক : স্বামী স্ত্রী থেকে বিনিময় নিয়ে বিচ্ছেদ করার নাম খোলা তালাক।

খোলা তালাক জায়েযকরণের রহস্য : যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে পড়ে এবং ঘৃণা ও শত্রুতা ভালোবাসার স্থান দখল করে ফেলে। আর সমস্যা জড়িত হয়ে পড়ে এবং দু'জনের অথবা একজনের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায়। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নিষ্কৃতির উপায় পথও বের হওয়ার রাস্তা করে দিয়েছেন। যদি নিষ্কৃতি স্বামীর পক্ষ থেকে দরকার হয় তবে আল্লাহ তার হাতে তালাকের ক্ষমতা দিয়েছেন। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে দরকার হয় তবে আল্লাহ তার জন্য খোলা করে নেয়া জায়েয করে দিয়েছেন। স্ত্রী স্বামী থেকে যা গ্রহণ করেছে তার পূর্ণ বা কম কিংবা তার চেয়ে অধিক তাকে ফেরত দিবে যাতে করে সে তাকে বিচ্ছেদ করে দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط وَلَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْامِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

" (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক হলো দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সাথে ত্যাগ করবে। আর তাদের থেকে নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ বিষয়ে ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন গোনাহ্ নেই।" [সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২২৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِىْ خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ وَلَكِنِّىْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً ـ

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, সাবেত ইবনে কাইস (রা)-এর স্ত্রী নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ছাবেত ইবনে কাইসের চরিত্র ও দ্বীন প্রসঙ্গে কোন দোষ-ক্রটি বর্ণনা করছি না। কিন্তু আমি ইসলামে কুফরিকে ভয় করছি। রাসূলে করীম ﷺ বললেন : তুমি কি তার

বাগান তাকে ফেরত দিবে? মহিলাটি বলল : হ্যাঁ, তখন রাসূলে করীম ﷺ বললেন : (সাবেত!) "বাগান গ্রহণ করে তাকে এক তালাক দিয়ে (খোলা করে) দাও।" (বুখারী : হাদীস নং ৫২৭৩)

খোলা তালাকের প্রয়োজনীয়তা কি?

১. যখন স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করে তার খারাপ আচরণ বা অসৎ চরিত্র কিংবা চেহারা-সুরত অপছন্দ অথবা তার অধিকার ত্যাগে পাপ হওয়ার ভয় তখন খোলা তালাককে জায়েয করা হয়েছে। আর স্বামীর জন্য উত্তম হলো খোলা গ্রহণ করা; কারণ এটি জায়েয করা হয়েছে।

২. যদি স্ত্রী স্বামীর দ্বীনের ত্রুটির জন্য ঘৃণা করে। যেমন : সালাত ছেড়ে দেয়া অথবা অসৎ চরিত্র। এমন অবস্থায় যদি স্বামীকে ভালো করা সম্ভব না হয় তবে স্ত্রীর জন্য সম্পর্ক ছিন্নের চেষ্টা করা ওয়াজিব। আর যদি স্বামী কোন হারাম কাজ করে এবং স্ত্রীকে করতে বাধ্য না করে, তবে স্ত্রীর ওপর খোলা তালাক নেয়া ওয়াজিব নয়। আর যে কোন নারী কোন সমস্যা ব্যতীতই স্বামীর নিকট তালাক চাইবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না।

স্ত্রীকে আটকিয়ে রাখার বিধান : স্ত্রীর নিকট থেকে জোরপূর্বক মোহরানা থেকে কিছু বা পুরোটা নেয়ার উদ্দেশ্যে আটকিয়ে রাখা স্বামীর প্রতি হারাম। কিন্তু যদি স্ত্রী সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ তথা যেনায় লিপ্ত হয় তবে তখন হারাম হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ـ

"হে মু'মিনগণ! বলপূর্বক মহিলাদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটকে রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। মহিলাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর,

তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" [সূরা-৪ নিসা : আয়াত-১৯]

খোলা তালাকের বিধান : খোলা এক ধরনের বিচ্ছেদ চাই তা খোলা শব্দ দ্বারা হোক বা বিচ্ছেদ কিংবা বিনিময় অথবা মুক্তিপণ দ্বারা হোক। আর যদি তালাক শব্দ কিংবা পরোক্ষ কোন শব্দ তালাকের নিয়তে হয় তবে তালাক কার্যকর হবে। খোলা তালাকের পর স্বামী স্ত্রীকে ফেরত আনতে পারবে না। কিন্তু যদি আগে তিন তালাক না হয়ে থাকে তবে চাইলে নতুন করে বন্ধন ও মোহরানা দ্বারা বিবাহ্ করতে পারবে।

খোলা তালাকের সময় : হায়েয ও পবিত্র সর্বাবস্থায় খোলা করা জায়েয আছে। আর খোলা তালাকপ্রাপ্তা এক হায়েয ইদ্দত পালন করবে। স্বামীর জন্য খোলাকৃতা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে তাকে নতুন বন্ধন ও নতুন মোহ্রানা দ্বারা ইদ্দতের পর বিবাহ্ করতে পারবে।

খোলা তালাক করে নেয়ার সম্পদ : যা মোহ্রানা হওয়ার জন্য জায়েয তা খোলা তালাকের বিনিময় হওয়া জায়েয। কাজেই, স্ত্রী যদি বলে আমাকে এক হাজার টাকা ইত্যাদি দ্বারা খোলা করে দাও এবং স্বামী করে তবে স্ত্রী ছোট বায়েন হয়ে যাবে। আর স্বামী এক হাজার টাকার হকদার হবে। আর যা মোহ্রানা দিয়েছিল তার চেয়ে অধিক গ্রহণ করা উচিত নয়।

৬. ঈলা

ঈলা হলো : সঙ্গম করতে সক্ষম এমন স্বামীর আল্লাহ্র নামে বা তাঁর অন্য কোন নাম বা গুণের দ্বারা শপথ করা যে, সে তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে কখনো বা চার মাসের বেশি সময় সঙ্গম করবে না।

ঈলা জায়েয করণের রহস্য : ঈলা দ্বারা স্বামীদের নাফরমান ও অবাধ্য স্ত্রীদেরকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য। তাই স্বামীর জন্য প্রয়োজন অনুপাতে তথা চার মাস বা এর কম ঈলা জায়েয করা হয়েছে। আর এর অতিরিক্তকে হারাম ও জুলুম এবং অন্যায় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ এটি স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব তা ছেড়ে দেয়ার ওপর কসম।

ঈলার সময়সীমা নির্ধারণের রহস্য : যদি জাহেলিয়াতের যুগে পুরুষেরা স্ত্রীকে পছন্দ না করত এবং অন্য কেউ যাতে বিবাহ না করতে পারে সে জন্যে স্ত্রীকে

ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে শপথ করত যে, সে তার স্ত্রীকে চিরতরে বা এক বছর কিংবা দু'বছর স্পর্শ করবে না। তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখত, না স্ত্রী আর না তালাকপ্রাপ্তা। তাই আল্লাহ তা'আলা এর এক সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হলো সর্বোচ্চ চার মাস এবং এর অতিরিক্ত ক্ষতিকর যা বাতিল করে দিয়েছেন।

ঈলা করার পদ্ধতি : যদি কসম করে যে, স্ত্রীর নিকটে কখনো বা চার মাসের বেশি যাবে না তাহলে সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে ঈলা শেষ হয়ে যাবে এবং তার প্রতি কসম ভঙ্গের কাফফারা দেয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। কসম ভঙ্গের কাফফারা হলো : দশজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো অথবা তাদেরকে পোশাক পরানো কিংবা একটি দাস-দাসী আযাদ করা। যদি এগুলো না পারে তবে তিন দিন রোযা রাখা।

আর যদি সহবাস ব্যতীতই চার মাস অতিক্রম হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীকে সহবাস করতে বাধ্য করবে। যদি সহবাস করে তবে স্বামীর ওপর কসম ভঙ্গের কাফফারা ব্যতীত আর কিছুই আবশ্যক হবে না।

আর যদি সহবাস করতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রী তালাক চাইবে। যদি তালাক দিতে অস্বীকার করে, তবে আদালতের বিচারক সাহেব স্ত্রীকে ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্যে স্বামীর প্রতি এক তালাক দেয়ার জন্য বাধ্য করবে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَاءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

"যারা স্বীয় স্ত্রীর নিকট যাবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের সুযোগ রয়েছে। অত:পর যদি পারস্পারিক মিল-মিশ করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। আর যদি ত্যাগ করার ইচ্ছা করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।" (সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২২৬-২২৭)

* ঈলাকৃতা স্ত্রীর ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তার মতো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এর বিবরণ আসবে।

৭. জিহার

জিহার : স্ত্রীকে বা তার কোন অঙ্গকে যাকে স্থায়ীভাবে বিবাহ্ করা হারাম তার সাথে বা তার কোন অঙ্গের সাথে তুলনা দেয়া। যেমন : স্বামীর কথা– তুমি আমার ওপর আমার মায়ের মতো অথবা তুমি আমার প্রতি আমার বোনের পিঠের ন্যায় ইত্যাদি।

জিহার বাতিলকরণের রহস্য : জাহেলিয়াতের যুগে স্বামী স্ত্রীর প্রতি যে কোন কারণে গোস্বা হলে বলত : তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের ন্যায় আর স্ত্রী তালাক হয়ে যেত। অত:পর ইসলাম এসে মহিলাদেরকে এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দান এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করল যে, জিহার করা এক নোংরা ও মিথ্যা কথা; কারণ এর কোন ভিত্তি নেই এবং স্ত্রী মা নয়, তাই মায়ের ন্যায় হারাম হবে না। আর ইসলাম এর বিধানকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে এবং জিহারকৃত স্ত্রীকে ততক্ষণ হারাম করে দিয়েছে যতক্ষণ স্বামী তার ভুলের মাশুল হিসেবে কাফফারা আদায় না করে।

* স্বামী তার স্ত্রীকে জিহার করে তার সাথে সহবাস করতে চাইলে যতক্ষণ জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ সহবাস করা হারাম।

জিহারের হুকুম

১. আল্লাহ্ তা'আলা জিহারকে হারাম করে দিয়েছেন এবং জিহারকারীদের ভর্ৎসনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا الّٰئِيْ وَلَدْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۖ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তারা জেনে রাখুক তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা শুধু তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা–৫৮ মুজাদালা : আয়াত-২]

২. কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে জিহার করলে যতক্ষণ জিহারের কাফ্ফারা না আদায় করবে ততক্ষণ তার সাথে সহবাস করা হারাম।

জিহারের কিছু পদ্ধতি

১. বিনা শর্তে জিহার করা যেমন : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার নিকট আমার মার পিঠের মতো।

২. শর্তের সাথে জিহার করা। যেমন বলা, যখন রমযান মাস আসবে তখন তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের মতো।

৩. কিছু সময়ের জন্য জিহার করা। যেমন : বলা, তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের মতো শা'বান মাসে। যদি শা'বান মাস শেষ হয়ে যায় আর এর মধ্যে সহবাস না করে তবে জিহার শেষ হয়ে যাবে। আর যদি শা'বান মাসে সহবাস করে তবে তার প্রতি জিহারের কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে।

* স্বামী স্ত্রীকে জিহার করলে তার সাথে সহবাসের আগেই কাফফারা আদায় করবে। আর যদি কাফফারা আদায়ের আগে সহবাস করে ফেলে তাহলে পাপী হবে এবং তার প্রতি কাফফারা আদায় করা ফরজ হয়ে যাবে।

জিহারের কাফফারার বিধান : জিহারের কাফফারা নিম্নের ধারাবাহিকভাবে ওয়াজিব

১. একজন ঈমানদার দাস বা ঈমানদার দাসী আজাদ করা।

২. যদি না পারে তবে একাধারে কোন বিরতি ব্যতীতই দু' মাস রোযা রাখা। আর এর মাঝে যদি দু' ঈদে বা রোগাক্রান্ত ইত্যাদি অবস্থায় রোযা না রাখে তাতে ধারাবাহিকতার বিচ্ছিন্ন ধরা হবে না।

৩. যদি দু' মাস একাধারে রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তবে ষাটজন মিসকীনকে দেশের প্রধান খাবার থেকে খাওয়াবে বা দান করবে। প্রতিটি মিসকীনকে আধা সা'আ (প্রায় এক কেজি ২০ গ্রাম) খাদ্য দান করবে। অথবা ষাটজন মিসকীনকে দুপুরে বা রাত্রে একবার খাবার খাওয়াবে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা বলেন–

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ۥ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۥ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۥ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۥ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

"যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অত:পর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা হলো: একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এর সামর্থ্য নেই, সে পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে একাধিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা মুজাদালা : ৩-৪]

* আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি দয়াশীল তাই তো মিসকীন-ফকীরদেরকে আহার করানকে গুনাহের কাফফারা ও পাপ মিটিয়ে দেয়ার মাধ্যম করে দিয়েছেন।

* স্বামী তার স্ত্রীকে বলে : যদি অমুক স্থানে যাও তবে তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের ন্যায়। যদি এর দ্বারা স্ত্রী নিজের ওপর হারাম করা উদ্দেশ্যে হয়, তবে জিহারকারী হবে। তাই যতক্ষণ জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। আর যদি এর দ্বারা সে কাজটি করতে নিষেধ করা উদ্দেশ্যে হয় হারাম করা না, তবে স্ত্রী হারাম হবে না। কিন্তু স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হলো কসম ভঙ্গ করার কাফফারা আদায় করা এবং এরপর তার কসম ভঙ্গ করা।

* যদি সকল স্ত্রীকে এক শব্দ দ্বারা জিহার করে, তবে একটি মাত্র কাফফারা জরুরি হবে। আর যদি একাধিক শব্দ দ্বারা তাদের সাথে জিহার করে, তবে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক কাফফারা আবশ্যক হবে।

৮. লি'আন

(স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে অভিশাপ দেয়া)

লি'আন : লি'আন হলো বিচারক বা তাঁর দায়িত্বশীলের নিকট স্বামীর পক্ষ থেকে আল্লাহর অভিশাপের বদদোয়া। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে আল্লাহর গজবের বদ দোয়াসহ কতগুলো সাক্ষ্য ও কসমের নাম।

লি'আনের বিধান প্রবর্তনের রহস্য : যখন কোন স্বামী নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখবে, যার ফলে সমাজে লাঞ্ছিত হচ্ছে অথবা তার পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথবা তার ঔরসে অন্যের সন্তান মিশ্রিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বামী কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারলে এবং ব্যভিচারের অপরাধ কার্যকর করতে না পারলে বা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীকার না করলে, এ বিপদ থেকে নিস্কৃতি ও সমস্যা সমাধানের জন্যই আল্লাহ তা'আলা লি'আনের বিধান প্রবর্তন করেছেন। তাই উভয়ে পরস্পরকে লা'নত দেয়ার পূর্বে তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদান ও ওয়াজ-নসীহত করা মুস্তাহাব-উত্তম।

* স্বামী (স্ত্রীর অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ) উপস্থাপনের পর যদি আল্লাহর নামে কসম করে বলতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত প্রহার করতে হবে। আর স্ত্রী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করতে হবে।

অপর ব্যক্তির স্ত্রীকে যেনার অভিযোগের বিধান : কোন ব্যক্তি অপরের স্ত্রী অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ করে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে তাকে মিথ্যা অপবাদ দানকারী হিসেবে শাস্তি স্বরূপ ৮০ বেত্রাঘাত প্রহার করতে হবে। আর তওবা ও সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সে ফাসেক বলে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"যারা সতী-সাধ্বী মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী হাযির করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর না, এরাই হলো ফাসেক বা নাফরমান। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।" [সূরা নূর : ৪-৫]

লি'আনের শর্তসমূহ

১. রাষ্ট্রপ্রতি বা প্রশাসক কিংবা তাদের প্রতিনিধির সম্মুখে প্রাপ্তবয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ লি'আন সংঘটিত হতে হবে।

২. লি'আনের আগে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনা-ব্যভিচারের অপবাদ থাকতে হবে।

৩. স্বামীর এ অপবাদকে স্ত্রী অস্বীকার এবং লি'আন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত নিজের মতের ওপর অটল থাকবে।

লি'আনের পদ্ধতি : যখন কোন স্বামী নিজের স্ত্রীকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করবে এবং কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না তখন তাকে (স্বামীকে) মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, তবে লি'আনের মাধ্যমে সে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

লি'আনের পদ্ধতি নিম্নরূপ

১. সর্বপ্রথমে স্বামী চারবার বলবে : "আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার এ স্ত্রীকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করেছি, সে বিষয়ে আমি সত্যবাদী"। স্ত্রী হাযির থাকলে তার দিকে ইঙ্গিত করবে। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্য এর সাথে আরো বাড়িয়ে বলবে :

اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ .

"যদি সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।" [সূরা–২৪ নূর : আয়াত-৭]

২. অত:পর স্ত্রী চারবার বলবে : "আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ দিয়েছেন তাতে সে মিথ্যাবাদী"। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্যের সাথে আরো বাড়িয়ে বলবে :

اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

"যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (স্ত্রীর) ওপর আল্লাহর তা'আলার গজব আসবে।" [সূরা–২৪ নূর : আয়াত-৯]

সুন্নাত্তি নিয়ম : লি'আন আরম্ভ করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রত্যেককে ভয়-ভীতি ও নসীহত মূলক কথা শুনানো, পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের সময় স্বামীর মুখে হাত রেখে তাকে বলতে হবে "আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির চেয়ে অনেক হালকা; কারণ তোমার সাক্ষ্য সত্য না হলে তোমার জন্য পরকালের শাস্তি আবশ্যক। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও বলতে হবে কিন্তু তার মুখে হাত রাখতে হবে না। আরো সুন্নাতী নিয়ম হলো : রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসক কিংবা তাঁদের প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের উপস্থিতিতে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয়ে লি'আন করবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

"আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে : যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।" [সূরা নূর : আয়াত-৬-৯]

লি'আন সম্পন্ন হলে পাঁচটি বিধান কার্যকর হবে

১. স্বামীর ওপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি রহিত হবে।

২. স্ত্রী ব্যভিচারের শাস্তি রজম থেকে মুক্তি পাবে।

৩. উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

৪. উভয়ে পরস্পরের জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে।

৫. যদি কোন সন্তান হয় তাহলে সে সন্তান স্বামী পাবে না বরং স্ত্রী পাবে।

* লি'আনের কারণে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইদ্দতে থাকাকালীন সময়ে স্ত্রী কোনরূপ ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাবে না।

৯. ইদ্দত

ইদ্দত : তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর যে নির্দিষ্ট সময়কাল স্ত্রী অপেক্ষা করে এবং অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকে ঐ সময়কে ইদ্দত বলা হয়।

ইদ্দতের বিধান : বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জন বাস হলে তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হোক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিটি স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ফরজ। যাতে করে সন্তান প্রসব হওয়া অথবা কয়েক হায়েয অতিক্রম হওয়া অথবা কয়েক মাস অতিক্রম করার মাধ্যমে নিজ জরায়ুর সচ্ছতা প্রসঙ্গে জানতে পারে। আর এ বিবাহ বিচ্ছিন্নতা চাই তালাকের মাধ্যমে অথবা খোলা তালাকের দ্বারা অথবা অন্য যেভাবেই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা প্রযোজ্য।

ইদ্দতের বিধান প্রবর্তনের রহস্য

১. জরায়ুর সচ্ছতা প্রসঙ্গে নিশ্চিত হওয়া, যাতে বংশে কোন রূপ সংমিশ্রণ না ঘটে।

২. তালাকদাতাকে কিছু সুযোগ দেয়া, যাতে অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে যেমন রাজ'য়ী তালাকে প্রযোজ্য।

৩. বিবাহ পদ্ধতির গুরুত্বারোপ করা হয়; কারণ এটি কতিপয় শর্ত ব্যতীত সংঘটিত হয় না অনুরূপ কিছু অপেক্ষা ও ধৈর্যধারণ ব্যতীত ভঙ্গও হয় না।

৪. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে সম্মান প্রদর্শন করা; কারণ এ জীবন সহজেই অন্যের জন্য হয়ে যায় না, কিছু অপেক্ষা ও অবকাশের দরকার হয়।

৫. স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভের হেফাজত করা।

অতএব, ইদ্দতে চার প্রকারের হক বা অধিকার রয়েছে : আল্লাহর হক, স্বামীর হক, স্ত্রীর হক ও সন্তানের হক।

ইদ্দতের আহকাম : স্ত্রীর সাথে সহবাসের আগেই যদি তালাক দেয়া হয়, তাহলে তার কোন ইদ্দত নেই। আর যদি মিলনের পরে তালাক দেয়া হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু সহবাসের আগেই বা পরে যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সদাচরণের জন্য চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতেই হবে। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর মীরাস পাবে।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদেরকে বিবাহ কর। অত:পর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই, তোমরা তাদেরকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় দাও।" [সূরা আহযাব : আয়াত-৪৯]

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

"আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাদের স্ত্রীদের দায়িত্ব হলো, নিজেকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অত:পর যখন ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন নিজেদের প্রসঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। আর তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।" [সূরা বাকারা : ২৩৪]

ইদ্দত পালনকারী নারীদের প্রকার : এরা ছয় প্রকার–

১. **গর্ভবতী নারী :** স্বামীর মৃত্যু, তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত হলো গর্ভধারিণীর ইদ্দত, যার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস আর সর্বোচ্চ নয় মাস। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

"গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" [সূরা তালাক : আয়াত-৪]

২. **বিধবা মহিলা :** স্বামীর মৃত্যুর সময় যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার ইদ্দত। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে চার মাস দশ দিন তার ইদ্দত। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে তার গর্ভবতী হওয়া ও না হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا .

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের দায়িত্ব হলো, নিজেদেরকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা।" [সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৪]

৩. **তালাকপ্রাপ্তা মহিলা :** যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি তালাক ব্যতীত অন্য কোন ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় যেমন : খোলা তালাক, লি'আন ইত্যাদি তাহলে ইদ্দত হলো এক হায়েয।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ـ

"আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলা নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত।"

[সূরা বাকারা : ২২৮]

৪. **অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা বয়োবৃদ্ধা মহিলা :** যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা শুরু হয়নি তাদের স্বামীর মৃত্যুবরণ ছাড়াই যদি বিবাহ বন্ধন (তালাক, খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে) বিচ্ছিন্ন হয় তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالّٰـئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰـئِىْ لَمْ يَحِضْنَ ـ

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাদের প্রসঙ্গে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে।" [সূরা তালাক : আয়াত-৪]

৫. **যে মহিলার হায়েয অজানা কারণে বন্ধ :** তার ইদ্দত হল এক বছর। নয় মাস গর্ভধারণের সময় হিসেবে আর তিন মাস ইদ্দতের জন্য।

৬. **যে মহিলার স্বামী নিখোঁজ :** যদি স্বামীর জীবণ-মরণ প্রসঙ্গে কোন সংবাদ পাওয়া না যায় তাহলে স্ত্রী তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করবে। অথবা বিচারক সতর্কতামূলক কোন সময় বেঁধে দিবেন। সে সময়ের মধ্যে না আসলে সময় শেষ হওয়ার পর বিচারক তার মৃত্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দিবেন। সে দিন থেকে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে।

* তালাকপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর ইদ্দত হল দুই হায়েয পর্যন্ত। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা বৃদ্ধা হয় তাহলে দুই মাস। আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

স্ত্রী না এমন যারা তাদের ইদ্দত

১. কোন ব্যক্তি সহবাস হয়েছে এমন ক্রীতদাসীর মালিক হলে তার জরায়ুর সচ্ছতা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করবে না। যদি গর্ভবতী হয়

তাহলে প্রসব পর্যন্ত, হায়েয হলে এক হায়েয পর্যন্ত, বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

২. যে মহিলার যেনা-ব্যভিচার, অশুদ্ধ বিবাহ বা অন্য কোন মাধ্যমে সহবাস হয়েছে, অথবা খোলা (তালাক) হয়েছে, তার ইদ্দত হলো এক হায়েয এর দ্বারা তার জরায়ুর সচ্ছতা জানা যায়। কোন মহিলা রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দতে থাকা অবস্থায় তার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে, উক্ত ইদ্দত বাতিল হয়ে স্বামী মৃত্যুর দিন থেকে (চার মাস দশ দিনের) ইদ্দত আরম্ভ হয়ে যাবে।

শোক পালনের বিধান : যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তার ইদ্দতের পূর্ণ সময়কাল শোক পালন করা আবশ্যক।

শোক পালন হলো : চাকচিক্য বেশভূষণ, চাকচিক্য পোশাক পরিচ্ছেদ, অলংকার, মেহেদী, সুরমা, সুগন্ধি ইত্যাদি যা মহিলার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে এ সব ত্যাগ করা। কোন স্ত্রী যদি এরূপ শোক পালন না করে, তাহলে সে পাপী হবে। আর এ জন্যে তাকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা আবশ্যক।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تُحِلُّ امْرَاَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ اِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ.

মহিলা সাহাবী উম্মু আতীয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "কোন মহিলা মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করতে পারবে না। কিন্তু মৃত স্বামী হলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সাদা-সিধা পোশাক ব্যতীত কোন রঙ্গিন পোশাক পরিধান করবে না। আতর সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার করবে না। তবে হায়েয থেকে পবিত্রতা হাসিলের সময় তুলা ইত্যাদি দ্বারা অল্প সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রাখতে পারবে।"

(বুখারী : হাদীস নং ৫৩৪২ মুসলিম তালাক পর্বে হাদীস নং ৯৩৮)

শোক পালনের সময়সীমা : স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য তিনদিন শোক পালন করা জায়েয রয়েছে। আর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে চারমাস দশদিন যে ইদ্দত

পালন করতে হয় মূলত: এটিই শোক পালনের নির্ধারিত সময়। স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত ও শোক পালনের সময়ও শেষ হয়ে যাবে।

ইদ্দত পালনের স্থান

১. স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী স্বামীর গৃহেই ইদ্দত পালন করবে। যদি কোন ভয়-ভীতি ও সমস্যা থাকে তাহলে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে। ইদ্দত পালনকালে দরকারবশত: বাইরে বের হওয়া জায়েয রয়েছে। স্বামীর ঘরে বা অন্য যেখানেই থাকুক না কেন (চার মাস দশ দিন) সময় পার হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাবে।

২. রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারী মহিলা স্বামীর ঘরেই থাকবে এবং তাকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে; কেননা সে এখনও তার স্ত্রী। তার কথা ও কাজে এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতায় পরিবারের লোকেরা কষ্ট না পাওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেয়া যাবে না।

৩. বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাকে খরচ দিতে হবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ইদ্দতের সময় কোন খোরাকি দিতে হবে না। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা, খোলা তালাক ও অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সে মহিলা তার পিত্রালয়ে ইদ্দত পালন করবে।

ইদ্দত পালনকারিণীর জন্যে যা করা জায়েয

ইদ্দত পালনকারিণীর জন্যে জায়েয হলো : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, গোসল করা, চুল পরিপাটি করা, সাধারণ পোশাক পরিধান করা, শালীনভাবে দরকারবশত: বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং কোন ধরনের সন্দেহ না থাকলে পুরুষদের সাথে কথা বলা।

১০. দুধ পান করানো

দুধ পান করানো : দুই বছর বয়সের ভেতরে কোন নারীর গর্ভাবস্থায় বা তার পরে স্তন থেকে দুধ পান করাকে রাজা'আত বলা হয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بِنْتِ حَمْزَةَ : لاَ تَحِلُّ لِيْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ হামযা (রা)-এর কন্যা প্রসঙ্গে বলেন : "সে আমার (বিবাহের) জন্য হালাল নয়; রক্তের কারণে যেরূপ হারাম হয় সেরূপ দুধ পানের দ্বারাও হারাম হয়। সে আমার দুধ ভাই (হামযা)-এর মেয়ে।" (বুখারী, হাদীস নং ২৬৪৫; মুসলিম, হাদীস নং ১৪৪৭)

যে দুধ পান মাহরারাম বানায় : দুই বছর বয়সের ভেতরে পাঁচবার দুধ পান করলে হারাম কার্যকর হয় : যখন কোন নারী কোন শিশুকে দুই বছরের ভেতেরে পাঁচবার দুধ পান করাবে, তখন সে মহিলার সন্তান তার স্বামীর সন্তান এবং স্বামীর সকল মাহররাম (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম) সে শিশুর জন্য হারাম হয়ে যাবে। অনুরূপ দুধ পানকারিণী নারীর মাহররাম ও দুধ পানকারী শিশুর মাহররাম বলে গণ্য হবে। দুধ পানকারিণী নারী ও তার স্বামীর সকল সন্তানরা উক্ত শিশুর ভাই ও বোন বলে গণ্য হবে। কিন্তু দুধ পানকারী শিশুর পিতা-মাতা ও তাদের দু'জনের শাখা-প্রশাখার মাঝে এ হারাম বিধান কার্যকর হবে না। কাজেই দুধ পানকারী শিশুর দুধ ভাই ও বোন এবং তার বংশীয় ভাই ও বোনদের মাঝে বিবাহ বন্ধন জায়েয হবে।

একবার দুধ পানের পরিমাণ : সন্তান স্তন থেকে দুধ পান আরম্ভ করবে অত:পর স্বেচ্ছায় কোন কারণ ছাড়াই স্তন থেকে মুখ তুলে নিবে, এটাই হল একবার দুধ পান করা। অথবা এক স্তন থেকে দুধ পান করার পর অন্য স্তনে মুখ লাগালে একবার বলে গণ্য হবে। অপর স্তন থেকে দুধ পান করে পূর্বের স্তনে প্রত্যাবর্তন করলে দুবার দুধ পান করা গণ্য হবে। অবশ্য সমাজে প্রচলিত নিয়মেরও এক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে। আর দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে সুষ্ঠ সুন্দর এবং চরিত্র ও ধর্মীয় দিক থেকে উত্তম মহিলাকে দায়িত্ব দেয়াটাই উত্তম।

যা দ্বারা দুধ পান কার্যকর হবে : দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী অথবা একজন দ্বীনদার নারী দুধ পানকারিণী হোক বা অন্য কেউ হোক এর সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে দুধ পানের হুকুম কার্যকর হবে।

দুধ পানের প্রভাব

১. যে কোন নারী শিশুকে দুধ পান করালে উক্ত শিশু তার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। উভয়ের মাঝে বিবাহ-বন্ধন হারাম হয়ে যাবে। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয হয়ে যাবে। অনুরূপ একজনের মাহররাম অপরজনের মাহররাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু পরস্পরের ভরণ-পোষণ দেয়া বা অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারিত্ব আবশ্যক হবে না।

২. গৃহপালিত পশুর দুধ পানের মাধ্যমে কন্যা মানুষের দুধ পানের মতো রাজা'আত কার্যকর হবে না। অতএব, যদি দুটি শিশু কোন এক পশুর দুধ পান করে এতে তারা দুধ ভাই বা বোন হবে না। কোন পুরুষ কোন নারীকে রক্তদান করলে এতেও কোন রাজা'আত কার্যকর হয় না এবং উভয়ের মাঝে এ কারণে হারামও কার্যকর হবে না।

৩. যদি কারো রাজা'আত কার্যকর করতে সন্দেহ হয় অথবা পাঁচবার সংখ্যায় সন্দেহ হয় এবং কোন দলিল প্রমাণ পাওয়া না যায় তাহলে কার্যকর হবে না; কেননা রাজা'আত কার্যকর হারাম না হওয়াটাই হল আসল অবস্থা।

বড়দের দুধ পানের হুকুম : দুই বছর বয়সের ভেতরে পাঁচবার বা ততোধিক দুধ পানের মাধ্যমে হারাম কার্যকর হয় এটিই হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির বাড়ির ভেতরে আসা যাওয়া একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে এবং তার সাথে পর্দা রক্ষা করে চলা কষ্টসাধ্য হলে বয়স্ক ব্যক্তিকে দুধ পানের মাধ্যমেও রাজা'আত কার্যকর করা জায়েয রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَرَى فِى وَجْهِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ ـ وَهُوَ حَلِيْفُهُ ـ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَرْضِعِيْهِ قَالَتْ : وَكَيْفَ اُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ؟ فَتَبَسَّمَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ اَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ . زَادَ عَمْرٌو فِىْ حَدِيْثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহলা বিনতে সুহাইল নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট সালেমের আসাটা আবু হুযাইফা ভালো মনে করছেন না। নবী ﷺ বললেন : "ঠিক আছে তাহলে তাকে দুধ পান করায়ে দুধ ছেলে বানিয়ে নাও।" সে বলল, সে তো বড় মানুষ তাকে কিভাবে দুধ পান করাব? নবী করীম ﷺ হেসে বললেন : "আমি তো জানি সে বড় মানুষ।" আমর তার হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিল। (বুখারী : হাদীস নং ৪০০০; মুসলিম, হাদীস নং ১৪৫৩)

১১. শিশুর লালন-পালন

"হাযানাহ" প্রতিপালনের সংজ্ঞা : ছোট শিশু অথবা হতবুদ্ধি ব্যক্তিকে তার ক্ষতিকর জিনিস থেকে সংরক্ষণ ও লালন-পালন করা। আর সে নিজে সাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তার সেবা-শুশ্রূষা করার নাম 'হাযানাহ'।

✪ সন্তানের অভিভাবকত্ব বা পৃষ্ঠপোষকতা দুই প্রকার

১. শিশু বাচ্চার ধন-সম্পদ ও বিবাহ-শাদির পৃষ্ঠপোষকতা। এ ক্ষেত্রে মাতার চেয়ে পিতার প্রাধান্য অধিক।

২. শিশু বাচ্চার পরিচর্যা ও দুধ পান করানোর পৃষ্ঠপোষকতা। এ ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মার প্রাধান্য অধিক।

শিশুর পরিচর্যার অধিকার কার বেশি

১. ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিশুর পরিচর্যায় পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান। যদি পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে এ ছোট সন্তানের পরিচর্যার অধিকার হলো তার মাতার; কেননা ছোট বাচ্চার প্রতি মা-ই দয়াশীলা ও অধিক ধৈর্যধারিণী এবং তার লালন-পালন, পরিচর্যা ও ঘুম পাড়ানোর বিষয়ে অধিক বেশি অবগত।

২. শিশুর পরিচর্যা করা পরিচর্যাকারীর অধিকার তার প্রতি অপরিহার্য না। তাই যে তা থেকে বিরত থাকতে চাইবে তা করতে পারবে। আর এ দায়িত্ব পরবর্তী ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত হবে। আর পরিচর্যায় যে নিকটতম সে প্রথমে

হকদার। যদি বরাবর হয় তাহলে মহিলা অগ্রাধিকার। যেমন: বাবা-মার মধ্যে মহিলা তথা মা অগ্রাধিকার হবে। আর যদি দু'জনেই পুরুষ বা মহিলা হয়, তাহলে একই দিকের হলে দু'জনের মাঝে লটারী করতে হবে। মা ও দাদা হলে মার অগ্রাধিকার; কারণ তিনি নিকটতম। আর বাবা ও দাদী হলে বাবা অগ্রাধিকার হবে; কারণ তিনি নিকটতম। আর মা ও বাবা হলে মার অগ্রাধিকার; কারণ নিকটতার দিক থেকে দুজনে বরাবর, তাই মা প্রাধান্য পাবে। আর দাদা-দাদী হলে দাদী এবং মামা ও খালা হলে খালা অগ্রাধিকার হবে। দাদী ও নানী হলে দাদী অগ্রাধিকার পাবে। আর যদি একই দিকের হয় তাহলে লটারী দ্বারা হবে।

পরিচর্যার অধিকার বিলুপ্তকরণ : শিশু সন্তানের পরিচর্যাকারী যদি অক্ষম হয় অথবা শিশু বাচ্চার কল্যাণার্থে তাকে না দেয়া হয়, তখন পরবর্তী স্থান যার সে দায়িত্বশীল হবে। শিশু বাচ্চার মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন তাহলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীজন সে দায়িত্ব পাবে। তবে দ্বিতীয় স্বামীর সম্মতিসাপেক্ষ মা তার পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

পার্থক্য জ্ঞান হাসিলের পর কোথায় পরিচর্যা হবে

১. যখন শিশু-বাচ্চার বয়স সাত বছর হবে তখন তাকে পিতা-মাতার দু'জনের একজনকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে, সে যাকে গ্রহণ করবে সেই পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যার নিকট শিশু বাচ্চার হেফাজত ও কল্যাণের ত্রুটির সম্ভাবনা রয়েছে তার নিকট শিশুকে রাখা যাবে না। অনুরূপ কোন মুসলিম ব্যক্তির ওপর কাফির ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না।

২. শিশু বাচ্চা কন্যা হলে মায়ের নিকট থাকবে যতক্ষণ স্বামী না গ্রহণ করে; কারণ মা অন্যান্যদের চেয়ে অধিক স্নেহশীলা এমনকি বাবা থেকেও। তা ছাড়া বাবা তার প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবে যখন কন্যা মা থেকে মাহরুম হয়ে বাড়িতে একাকী পড়ে থাকবে।

৩. শিশু বাচ্চা ছেলে হলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার এখতিয়ার থাকবে।

পরিচর্যার খরচাদি : ছোট বাচ্চার পরিচর্যা খরচ বাবার প্রতি। যদি বাবা গরীব হয় তাহলে বাচ্চার নিজের সম্পদ থেকে খরচ করবে। কিন্তু যদি তার সম্পদ না থাকে তাহলে বাবার প্রতি খরচ বর্তাবে যা আদায় বা দায়মুক্ত হওয়া ব্যতীত রহিত হবে না।

১১. ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার

নাফাকাত : অধীনস্থ লোকের ন্যায্যভাবে খাবার, বস্ত্র বাসস্থান ও নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বভার গ্রহণের নাম হল নাফাকাত তথা ভরণ-পোষণ।

ভরণ-পোষণ ওয়াজিবের কারণ তিনটি : বৈবাহিক, আত্মীয়তা ও মালিকানা।

ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণের মর্যাদা ও ফযীলত

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

'যারা স্বীয় ধন-সম্পদ খরচ করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৪]

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ـ

২. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : "যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করে এবং এতে প্রতিদানের আশা করে তখন তা সদকা বলে গণ্য হয়ে যায়।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫৩৫১; মুসলিম হাদীস নং ১০০০২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ ـ

৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : "বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগিতায় প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা রাতভর সালাত আদায়কারী ও দিনভর সিয়াম সাধনাকারীর ন্যায়।"

(মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮)

ফর্মা-১১; সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অবস্থাসমূহ

১. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তথা তার খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থান অনুরূপ যা প্রয়োজন ইত্যাদির খরচ বহন করা স্বামীর উপর ফরজ। অবশ্য তা স্থান, কাল-পাত্র ও উভয়ের অর্থনৈতিক সঙ্গতি অনুযায়ী হবে।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন–

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ... فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ .... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

"তোমাদের জান ও মাল অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হারাম--, আলোচ্য হাদীসে আরো রয়েছে : "তোমরা মহিলাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর; কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ। তোমরা আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের যৌনাঙ্গকে হালাল করে নিয়েছ।

কাজেই তাদেরকে ভালোভাবে ভরণ-পোষণ ও পোশাকাদি দেয়া তোমাদের কর্তব্য এবং এটা তাদের হক।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫২৫৩; মুসলিম হাদীস নং ২৯৮২)

২. রাজ'য়ী তালাকপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রে তার ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর কর্তব্য। এ ছাড়া তার আর কোন (যেমন রাত্রি যাপন ইত্যাদির) কোন অধিকার নেই।

৩. স্ত্রী তালাক অথবা অন্যভাবে (স্বামী থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে গর্ভাবস্থায় ভরণ-পোষণ পাবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

৪. স্বামী মৃত্যুবরণ করায় স্ত্রী বিধবা হলে তার জন্য কোন ভরণ-পোষণ নেই। তবে যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভের সন্তানের উত্তরাধিকারের অংশ থেকে বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ। আর যদি গর্ভের সন্তানের কোন অংশ না থাকে তাহলে ওয়ারিসদের উত্তম ব্যবহার করা আবশ্যক।

৫. স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় অথবা স্বামী থেকে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী কোন ভরণ-পোষণ পাবে না তবে গর্ভবতী হলে পাবে।

অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রীর অধিকার

১. স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয় তাহলে পূর্ববর্তী দিনগুলোসহ স্বামীকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে।

২. স্বামী যদি ভরণ-পোষণ দিতে অক্ষম হয় অথবা অনুপস্থিত থাকে এবং স্ত্রীর জন্য কোন ভরণ-পোষণ রেখে না যায়। আর স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীকে গ্রহণ করার সম্মতি না দেয়, তাহলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে আইনের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করে নিতে পারে।

পিতা-মাতা, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করার বিধান : পিতা-মাতা ও যতই উর্ধ্বের (অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানী) হোক না কেন তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মাতা পিতার চেয়ে অধিক অগ্রাধিকার পাবেন। অনুরূপ সন্তান যতই নিম্নে (অর্থাৎ নাতি, পুতি) হোক না কেন তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ। এমনকি পরস্পর ওয়ারিসদের মধ্যে খরচদাতা যদি ধনী হয় এবং গ্রহীতা দরিদ্র হয় তাহলে পিতার ওপর সন্তানের ভরণ-পোষণ সুন্দর ও স্বতন্ত্রভাবে দেয়া অপরিহার্য।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

'আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি দুধ পানের পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করতে চায়। আর সন্তানদের অধিকারী অর্থাৎ পিতার ওপর মহিলার যাবতীয় ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ প্রচলিত সুন্দর নিয়ম অনুযায়ী।"

(সূরা বাকারা : ২৩৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ : اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبُوْكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ -

২. আবু হুরাইরা (রা) থেখে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে অধিক হকদার কে? জবাবে তিনি বললেন: "তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা। অত:পর তোমার বাবা এবং এরপর তোমার অধিক নিকটতম ব্যক্তি।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭১; মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৮)

নিকট আত্মীয়ের ভরণ-পোষণের শর্ত

১. যাদের পরিত্যাক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে এমন সকলের জন্য ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ।

২. রক্তের সম্পর্কের অধীনে না হলে অন্য কোন অসচ্ছল ব্যক্তির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কোন সচ্ছল ব্যক্তির ওপর তখন ফরজ হবে যখন সে সচ্ছল ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তির ওয়ারিস হবে। অবশ্য সকলকে ইসলামের অনুসারী হতে হবে।

কৃতদাসের অধিকার : কৃতদাসের ভরণ-পোষণ দেয়া তার মালিকের ওপর ওয়াজিব। কৃতদাস যদি মালিকের নিকট বিবাহের ব্যবস্থার দাবি করে তাহলে মালিক তাকে বিবাহ করাবে অথবা তাকে বিক্রি করে দিবে। আর কৃতদাসী যদি মালিকের নিকট বিবাহের ব্যবস্থার দাবি করে তাহলে মালিকের ইচ্ছাধীন তাকে ব্যবহার করতে পারে অথবা তার বিবাহের ব্যবস্থা করবে অথবা তাকে বিক্রি করে দিবে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭১; মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৮)

জীবজন্তুর জন্য খরচের বিধান : যার মালিকানাধীন চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পাখি রয়েছে তার কর্তব্য হলো সেগুলোর খানাপিনা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা নেয়া এবং যা বহনে অপারগ এমন বোঝা না চাপানো। মালিক পশু-পাখির পরিচর্যায় অপারগ হলে তাকে তা বিক্রি করতে অথবা জবাই করতে (যদি গোশত খাওয়ার পশু হয়) অথবা ভাড়া দিতে বাধ্য করা হবে। আর রোগাক্রান্ত ও অচল হয়ে গেলে তা জবাই করা না জায়েয বরং তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভরণ-পোষণ প্রদানকারীর অবস্থাভেদ : ভরণ-পোষণকারীর দুই অবস্থা

১. ভরণ-পোষণ প্রদানকারী যদি গরীব বা কম সম্পদের মালিক হয় তাহলে স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও কৃতদাস ইত্যাদি যাদের বিষয়টা অতি

গুরুত্বপূর্ণ তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ। এমতাবস্থায় সে প্রথমে নিজেকে দিয়ে আরম্ভ করবে। অত:পর সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় যাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ তাদের দিবে। যেমন : স্ত্রী, কৃত দাস-দাসী ও পশু-পাখি ইত্যাদি। অত:পর তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ যদিও তাদের কোন পরিত্যক্ত সম্পদ নাও পায়, তারা হল : পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে। অত:পর অন্যান্য যাদের উত্তরাধিকার হবে তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া।

২. যদি ভরণ-পোষণ দানকারী ধনী ও সচ্ছল হয় তাহলে সকলের ভরণ-পোষণ করবে। আর প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার প্রদান করবে।

কল্যাণমূলক তহবিল (চ্যারিটি ফান্ড)-এর হুকুম : একটি দলের প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পদ থেকে ফান্ড জমা করার নাম কল্যাণমূলক তহবিল। সকলের নিকট থেকে যে অনুসারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তা গ্রহণ করবে। এ ফান্ডের সম্পদ অংশীদার কেউ বিপদ ও দুর্ঘটনায় পতিত হলে তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এ জাতীয় কাজ শরিয়ত সম্মত। এটি নেক ও পরহেযগারীর কাজ এবং বিপদগ্রস্তদের সহযোগিতা।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ .

আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "নিশ্চয় মদীনার আশ'আরী গোত্রের যারা যুদ্ধে যখন বিধবা হয়ে পড়ে বা তাদের পরিবারের খাবার কম পড়ে তখন তারা একটি পোশাকে তাদের নিকট যা আছে তা একত্র করে। অত:পর একটি পাত্র দ্বারা সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে। তারা আমার অন্তর্ভূক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত।"

(বুখারী, হাদীস নং ২৪৮৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৫০০)

১২. শরিয়তের কতিপয় নীতিমালা

ইসলামী ফেকাহ-এর কতিপয় উসূল ও নীতিমালা

১. নিশ্চিত বিষয়ের প্রতি সন্দেহ কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

২. প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতিই হলো পবিত্র যদি তার অপবিত্রতার ক্ষেত্রে কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়।

৩. দায়িত্বমুক্ত হওয়াই হলো মূল বিষয়। তবে যদি প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪. প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতিই হলো পবিত্র তবে যদি অপবিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫. কঠিনই সহজতাকে বয়ে আনে।

৬. অতি প্রয়োজনীয়তা নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে, তবে তা প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষেই নির্ধারিত হবে (অতিরিক্ত নয়)।

৭. অপারগতার ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয় না।

৮. অতি প্রয়োজনে হারাম থাকে না।

৯. মঙ্গল বাস্তবায়নের চেয়ে অমঙ্গল দমনই প্রধান্য পাবে।

১০. একাধিক কল্যাণ সামনে উপস্থিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কল্যাণ ও একাধিক অকল্যাণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্নটি গ্রহণ করা হয়।

১১. কারণ দ্বারাই পক্ষে ও বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১২. আবশ্যকতাই বাধ্য করে।

১৩. দলিল ছাড়া ইবাদত না করাই হলো ইবাদতের আসল এবং শরিয়তে হারাম সাব্যস্ত না হওয়া ছাড়া আদত-স্বভাব, লেন-দেন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবই বৈধ।

১৪. মুস্তাহাব বা বৈধতার দলিল ছাড়া শরিয়তের আদেশ সাধারণত ওয়াজিব বুঝায়।

১৫. মাকরুহ হওয়ার দলিল ছাড়া শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা সাধারণত হারামই বুঝায়।

১৬. উপকারী বস্তুর ব্যবহার সাধারণত হালাল এবং ক্ষতিকারক বস্তুর ব্যবহার সাধারণত হারাম।

শরিয়তের আদেশগুলো পালন করার হুকুম : আল্লাহ তা'আলার আদেশগুলো সহজ-সরল ও সাধ্যপর। অতএব, বান্দা যেন তার সাধ্যমত তা পালন করে এবং সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ.

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোন, আনুগত্য কর ও খরচ কর। এটি তোমাদের নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক।" [সূরা তাগাবুন : আয়াত-১৬]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعُوْنِىْ مَا تَرَكْتُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : "আমি তোমাদেরকে যে আদর্শের ওপর রেখে যাই তোমরা তার ওপরই স্থির থাকবে। তোমাদের পূর্বে যারা ছিল নিশ্চয়ই তারা তাদের নবীদেরকে অনেক বাদানুবাদ ও তাঁদের সাথে বিরোধিতার কারণে বিনাশ হয়ে যায়। কাজেই আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি তা থেকে তোমরা দূরে থাকবে এবং যা আমি আদেশ করি সাধ্যমত তা পালন করবে।" (বুখারী, হাদীস নং ৭২৮৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৭)

সৎ আমল কবুলের শর্তসমূহ : নেক আমল হলো যার মধ্যে তিনটি জিনিস পরিপূর্ণ পাওয়া যাবে :

প্রথম : আমলটি একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَمَا اُمِرُوْآ اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

"তাদেরকে এছাড়া কোন আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।" [সূরা বায়্যিনা : আয়াত-৫]

দ্বিতীয় : নবী করীম ﷺ আল্লাহর নিকট থেকে যে শরিয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন সে অনুযায়ী হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"রাসূল তোমাদের প্রতি যা নিয়ে এসেছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা–৫৯ হাশর : আয়াত-৭]

তৃতীয় : আমলকারীকে ঈমানদার হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"যে নেক আমল সম্পাদন করে এবং সে মু'মিন, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের ভালো কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।" [সূরা নাহল : আয়াত-৯৭]

যে কোন ধরনের আমলে উক্ত তিনটি শর্তের কোন একটি পাওয়া না গেলে সে আমল বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কবুল হবে না।

আমলের বিপদ : যখন আমলকারী ব্যক্তি কোন নেক আমল করে যেমন : সালাত, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি তখন তার সামনে তিনটি বিপদ উপস্থিত হয়। আর তা হলো : আমল দেখানোর জন্য করা, তার বিনিময় খোঁজ করা এবং তা দ্বারা সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি অর্জন করা। যেমন–

১. যে ব্যক্তি তার আমলকে কাউকে দেখানো থেকে মুক্ত করবে; কেননা সে তার প্রতি যে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাওফিক প্রত্যক্ষ করে এবং এটি আল্লাহ থেকে হয় কোন বান্দা থেকে নয় এ কথা বিশ্বাস রাখা।

২. আর যে তার আমলকে বিনিময় পাওয়ার আশা থেকে মুক্ত করে; কেননা তার জানা যে, সে তার মালিকের একজন দাস মাত্র, তার খিদমতের জন্য কোন মজুরির হকদার নয়। কিন্তু যদি তার মালিক তার কাজের কোন প্রতিদান দেয় তা তার মালিকের পক্ষ থেকে ইহসান ও অনুগ্রহ মাত্র আমলের বিনিময় নয়।

৩. আর যে তার আমলের দ্বারা সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি হাছিল থেকে আমলকে মুক্ত করে; কারণ সে জানে তার কাজে ত্রুটি ও কমতি এবং নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তানের অংশ রয়েছে। সে আরো জানে যে আল্লাহর হক বিশাল যা পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে বান্দা অপারগ ও দুর্বল। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এখলাস, সাহায্য ও দৃঢ়তা দান করুন।

আমলের সংরক্ষণ : নেক আমল করাই যথেষ্ট নয় বরং নেক আমল যা দ্বারা বিনাশ হয় তা থেকে করা আবশ্যক; কারণ রিয়া তথা মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্যে আমলকে বিনাশ করে দেয়– চাই সে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন। এর দরজা অনেক বিস্তৃত যা সীমিতকরণ অসম্ভব। আর যে আমল রাসূলে করীম ﷺ-এর সুন্নাত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় সে আমল বাতিল। অনুরূপ অন্তরে আমল দ্বারা আল্লাহর প্রতি ইহসান করাও আমলকে বাতিল করে ফেলে। কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়াও আমলকে হ্রাসকারী। আর ইচ্ছা করে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত করা এবং তুচ্ছ মনে করা আমল ধ্বংসের কারণ বটে।

ইবাদত

পবিত্রতা

১. পবিত্রতার হুকুম

পবিত্রতা : এটি হল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

পবিত্রতার প্রকারভেদ : পবিত্রতা দুই প্রকার :

১. **বাহ্যিক পবিত্রতা হাসিল করা :** আর তা অর্জিত হয় পানি দিয়ে ওযু ও গোসলের মাধ্যমে এবং পোশাক, দেহ ও স্থানকে পবিত্র করা যায় অপবিত্রতা থেকে পানি দিয়ে ধৌত করার মাধ্যমে।

২. **আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা হাসিল করা :** আর তা অর্জিত হয় বিভিন্ন নিকৃষ্ট ও খারাপ চরিত্র থেকে অন্তরকে কলুষমুক্ত করার মাধ্যমে। যেমন : শিরক, কুফরি, অহংকার, অহমিকা, হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, লোক দেখানো ইবাদত। আর উত্তম ও উন্নত গুণাবলির দ্বারা পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে। যেমন : তাওহীদ, ঈমান, সততা, একনিষ্ঠতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও আল্লাহতে পূর্ণ নির্ভরতা ইত্যাদি। এটি পরিপূর্ণতা লাভ করে অধিক পরিমাণে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং আল্লাহ তা'আলার জিকিরের মাধ্যমে।

সবচেয়ে নোংরা অপবিত্র জিনিস : সবচেয়ে নোংরা অপবিত্র জিনিস হলো শিরক। তাই প্রত্যেক মুশরিক অনুভূতিগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে অপবিত্র। মুশরিক অর্থগত অপবিত্র যা অনুভূতিগত অপবিত্রতার চেয়ে অধিক কঠিন; কারণ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা সবচেয়ে বেশি পচা, নোংরা ও অপবিত্র। এটি অনুভূতিগতও নাপাক; কেননা সে ওযু করে না, সহবাস বা স্বপ্নদোষ হলে গোসল করে না এবং পেশাব-পায়খানা করার পর পবিত্র হয় না। এ ছাড়া সে অপবিত্র ও নোংরা বস্তু থেকে বিরত থাকে না এবং সে মৃত জীবজন্তুর রক্ত, শূকর ইত্যাদির মাংস খায়।

মুশরেকের অনুভূতি ও অর্থগত অপবিত্রতার জন্যেই আল্লাহ্ তা'য়ালা মসজিদুল হারাম থেকে তাদেরকে দূরে থাকা ও কাছে না যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ج وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাওবা : আয়াত-২৮]

বান্দা তার পালনকর্তার নিকট একান্ত প্রার্থনায় তার প্রস্তুতি : মানুষ যখন পানি দ্বারা তার বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাওহীদ ও ঈমান দ্বারা তার অন্তরকে পবিত্র করে তখন তার আত্মা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় ও তার প্রাণ আনন্দিত হয়। এ ছাড়া তার অন্তর প্রাণবন্ত হয় তার রবের নিকট প্রার্থনার জন্য এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়। পবিত্র দেহ, পবিত্র অন্তর, পবিত্র কাপড়ে, পবিত্র স্থানে এটাই উচ্চসীমার শিষ্টাচার এবং রাব্বুল আলামীনের মর্যাদা ও সম্মানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর এর বিপরীত অবস্থায় ইবাদাতে দাঁড়ানো এক ধরনের মূর্খতা। এ এজন্যেই পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীগণ এবং পবিত্রতা অর্জন কারীগণকে ভালোবাসেন।" [সূরা–২ বাকারা: আয়াত-২২২]

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ.

২. আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ এবং আলহামদুলিল্লাহ মিযানের পাল্লাকে পূর্ণ করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২২৩)

দেহ ও আত্মার সুস্থতা : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আত্মা ও দেহ দুটির সমন্বয়ে। আর দেহের উপর পর্যায়ক্রমে দু'ভাবে অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা প্রভাব ফেলে। অভ্যন্তর দিক দিয়ে যেমন: ঘাম এবং বহির্গত দিক দিয়ে যেমন : ধুলোবালি। তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য দরকার বারবার ধৌত করা।

আত্মাও প্রভাবিত হয় দু'ভাবে

১. অন্তরের নানা রকম রোগব্যাধির মাধ্যমে যেমন: হিংসা এবং গর্ব বা অহংকার।

২. মানুষ বাহ্যিক বিভিন্ন গুনাহের কাজ লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। যেমন : অত্যাচার ও ব্যভিচার করা। আত্মার সুস্থতার জন্য অবশ্যই অধিক পরিমাণে তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

* পবিত্রতা হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যাবলীর অন্যতম একটি। আর তা অর্জন হয় শরিয়তের পদ্ধতিতে পবিত্র পানি ব্যবহার করে অপবিত্রতা ও নোংরা দূরীভূত করার মাধ্যমে। আর সেটাই এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

পানির প্রকার : পানি দুই প্রকার :

১. **পবিত্র পানি :** আর তা হল যে পানি নিজ স্বভাবগতভাবে রয়েছে। যেমন: বৃষ্টির পানি, সাগরের পানি, নদীর পানি এবং যে পানি নিজে নিজে ভূমি থেকে বের হয় বা কোন যন্ত্র দ্বারা বের করা হয়। সেটা মিঠা বা লোনা, গরম বা ঠাণ্ডা হোক। আর এটাই হচ্ছে পবিত্র পানি যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয।

২. **অপবিত্র পানি :** এটি হল যার রঙ বা স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে অপবিত্র জিনিসের দ্বারা। সে পানি কম হোক বা বেশি হোক।

হুকুম : এ অপবিত্র পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নাজায়েয।

* অপবিত্র পানি পবিত্র হয় নিজে নিজেই এর বিকৃতি দূরীভূত হওয়ার মাধ্যমে অথবা ঐ পানির সাথে ততোটুকু পরিমাণ পবিত্র পানি মিশানোর মাধ্যমে যাতে এর বিকৃতি দূরীভূত হয়।

* যখন কোন মুসলিম পানির ব্যাপারে সন্দেহ করে যে তা পবিত্র না অপবিত্র, তখন এর আসলের ওপর নির্ভর করবে। কারণ পবিত্রকারী বস্তুর মূল হল পবিত্র।

* যখন পবিত্র পানি অন্য কোন অপবিত্রের পানির সাথে সদৃশ হওয়ার জন্য সন্দেহ হবে এবং তা ছাড়া অন্য পানি না পাবে তখন যেটা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হবে তা দ্বারাই ওযু করে নিবে।

* যখন পবিত্র পোশাক কোন অপবিত্র বা হারাম পোশাকের সদৃশ হওয়ার কারণে সন্দেহ হবে এবং ঐ দুটি ব্যতীত অন্য কোন পোশাক না পাবে, তখন গবেষণামূলক প্রয়াস চালিয়ে যেটা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে অধিক ধারণা হবে সেটি পরিধান করে সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ চাহেতো তার সালাত বিশুদ্ধ হবে।

* ছোট নাপাকি (যা ওযুর দ্বারা দূরীভূত হয়) অথবা বড় নাপাকি (যা গোসলের দ্বারা দূরীভূত হয়) থেকে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

কাজেই যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তায়াম্মুম করে নিবে।

* দেহ বা পোশাক বা স্থানের অপবিত্রতা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়। অথবা পানি ছাড়া অন্য পবিত্র তরল বা জমাট জিনিস যা দ্বারা নাপাকির আসল দূর হয়।

* ওযু করার জন্য প্রত্যেক পবিত্র বাসন ব্যবহার করা জায়েয। অন্যান্য বাসন দ্বারাও বৈধ যদি সেটা জবরদখলকৃত বা স্বর্ণের বা রূপার তৈরি না হয়। এগুলো ব্যবহার করা বা গ্রহণ করা হারাম। যদি কেউ এগুলো দিয়ে ওযু করে তাহলে তার ওযু শুদ্ধ হবে কিন্তু সে পাপী হবে।

* কাফেরদের বাসনসমূহ এবং পোশাক ব্যবহার করা জায়েয যদি এর অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। কেননা (প্রত্যেক বস্তুর) মূল হচ্ছে পবিত্র। আর যদি জানা যায় যে, তা অপবিত্র তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব।

সোনা ও রূপার বাসন-পাত্র ব্যবহারের হুকুম : নারী-পুরুষ সকলের ওপর স্বর্ণ ও রূপার বাসনে (পাত্রে) পানাহার করা হারাম এবং সকল ধরনের ব্যবহার হারাম। তবে নারীদের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহার এবং পুরুষদের জন্য রূপার আংটি এবং যা অত্যন্ত প্রয়োজন যেমন: দাঁত এবং নাক বাঁধার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ.

১. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : "তোমরা রেশমী পোশাক এবং রেশমীর বস্ত্র পরিধান করবে না এবং স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পান করবে না। আর স্বর্ণ ও রূপার বাসনে আহার করবে না; কেননা ঐগুলো তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জন্য পৃথিবীতে এবং আমাদের (মুসলিমদের) জন্য পরকালে।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪২৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৭)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلَّذِىْ يَشْرَبُ فِى الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

২. নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি রূপা নির্মিত পাত্রে পান করে নিশ্চয়ই সে তার পেটে টগবগ করে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৩৪ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৫)

অপবিত্র বস্তুর আহকাম : অপবিত্র বস্তুসমূহ যেগুলো থেকে মুসলিম ব্যক্তিকে পবিত্র বা মুক্ত থাকা ওয়াজিব এবং ঐগুলো থেকে যদি কিছু (দেহ বা পোশাকে) লেগে যায় তাহলে এক বা একাধিক বার ধৌত করবে যাতে করে এর চিহ্ন (সম্পূর্ণভাবে) দূরীভূত হয়। সেগুলো হল : মানুষের মলমূত্র ও প্রবাহিত রক্ত এবং নারীদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতির প্রসবান্তর রক্ত, ওয়াদী (প্রসাব করার পর নির্গত পাতলা পুঁজের মতো তরল পদার্থ), মযী (কামরস যা তীব্র উত্তেজনার পর বীর্যপাতের পূর্বে পুরুষাঙ্গ বয়ে যে রস বের হয়), মাছ ও পঙ্গপাল ব্যতীত সকল মৃতপ্রাণী, শূকরের মাংস, যে সমস্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা হারাম সেগুলোর

পেশাব ও গোবর। যেমন: খচ্চর ও গাধা। কুকুরের লালা যা সাতবার ধৌত করতে হবে তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা ভালোভাবে মাজতে হবে।

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانَ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যাতে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : "নিশ্চয়ই তাদের দু' জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তবে তাদেরকে খুব বড় অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের মধ্যে একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। অপরজন পরনিন্দা করে বেড়াত। অত:পর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল নিলেন এবং তা দু' ভাগে ভাগ করলেন। অত:পর প্রত্যেক কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। অত:পর সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এমনটি কেন করলেন? তার জবাবে তিনি বললেন: সম্ভবত তাদের শাস্তি হালকা করা হবে, যতদিন পর্যন্ত ঐগুলো শুকিয়ে না যাবে।" (বুখারী, হাদীস নং ১৩৬১ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৯২)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন: "যখন তোমাদের কোন পাত্রে কুকুর স্পর্শ করবে তখন সেটা পবিত্র (করার পদ্ধতি) হবে যে তাকে সাতবার ধৌত করা এবং তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে (মেজে) ধৌত করতে হবে।" (বুখারী, হাদীস নং ১৭২ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৯)

* অপবিত্র জুতা এবং মোজা মাটিতে মলার দ্বারা তার নাপাকির চিহ্ন দূরীভূত হলেই পবিত্র হয়ে যাবে।

* নিদ্রা যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে খাবারের পাত্র ঢেকে রাখা ও পানপাত্রের মুখ বেঁধে রাখা এবং আগুন নিভিয়ে রাখা মুস্তাহাব (উত্তম)।

২. মল-মূত্র ত্যাগের পর শৌচ ও ঢিলা ব্যবহার

*** শৌচ করা :** পেশাব-পায়খানার রাস্তাদ্বয় দিয়ে নির্গত (মল-মূত্র)-কে পানি দ্বারা পরিষ্কার করাকে "ইস্তিনজা" বলা হয়।

*** ঢিলা ব্যবহার :** পেশাব-পায়খানার রাস্তাদ্বয় দিয়ে নির্গত (মল-মূত্র)-কে পাথর বা কাগজ ইত্যাদি দ্বারা দূর করাকে "ইস্তিজমার" বলা হয়।

টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যে দোয়া পাঠ করবে

১. টয়লেটে প্রবেশের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে বাম পা দ্বারা প্রবেশ করা সুন্নাত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালখুবছি ওয়াল খাবায়িছ] "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নাপাক জীন ও নারীর ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(বুখারী, হাদীস নং ১৪২ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৫)

২. পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হয়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা সুন্নাত।

غُفْرَانَكَ. (গুফরানাকা)

"(হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

(হাদীসটি সহীহ: আবু দাউদ, হাদীস নং : ৩০, তিরমিযী, হাদীস নং ৭)

* মসজিদে প্রবেশ, কাপড় পরিধান ও জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পা ব্যবহার এবং মসজিদ থেকে বের হওয়া, কাপড় ও জুতা খোলার সময় প্রথমে বাম পা ব্যবহার করা সুন্নাত।

* খোলা স্থান বা ময়দানে পায়খানা করতে হলে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া, পর্দা করা এবং পেশাবের জন্য নরম স্থান খোঁজ করা সুন্নাত– যেন পেশাব ছিটে অপবিত্র না হয়ে যায়।

* বসে পেশাব করা সুন্নাত। কিন্তু যদি পেশাবের ছিটা না লাগে ও তার দিকে অন্যের দৃষ্টি না পড়ে তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয।

* কুরআন কারীম সাথে নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা হারাম এবং প্রয়োজন ব্যতীত কথাবার্তা বলা মাকরূহ। প্রয়োজন যেমন : পথহারাকে পথ দেখানো, পানি তলব করা ইত্যাদি।

* ওজর ছাড়া যাতে আল্লাহর নাম রয়েছে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা, আল্লাহর নাম সম্বলিত কাগজে পেশাব করা, ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, ডান হাতে পেশাব পায়খানার সময় পানি বা ঢিলা ব্যবহার এবং খোলা মাঠে মাটির নিকট হওয়ার আগেই কাপড় উঠানো মাকরূহ। অনুরূপ পেশাব পায়খানারত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়াও মাকরূহ। এমতাবস্থায় কাজ শেষ করে ওযু করে জবাব দিবে।

পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলাকে সামনে বা পেছনে করার হুকুম : পেশাব-পায়খানা অবস্থায় খোলা মাঠে বা ঘরে কিবলাকে সামনে বা পেছনে করা হারাম।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا . قَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تَعَالٰى :

আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যখন তোমরা পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন কিবলামুখী হয়ে ও কিবলাকে পেছন দিয়ে বসবে না। বরং তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে। (এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের জন্য; কেননা তাদের কেবলা দক্ষিণ দিকে) আবু আইয়ূব বলেন: আমরা শামদেশে গমন করে সেখানকার পায়খানাগুলো কিবলামুখী পাওয়ার পর সেগুলো পরিবর্তন করে দেই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাই।" (বুখারী, হাদীস নং ৩৯৪ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪)

যেসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ : মসজিদ, রাস্তা, উপকারী ছায়া, ফলদার গাছ, ঘাট ও এ জাতীয় স্থান যেগুলোতে মানুষ সাধারণত বিচরণ করে থাকে এসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করা হারাম।

ঢিলা ব্যবহারের নিয়ম

- ঢিলা ব্যবহারের জন্য পবিত্রকারী তিনটি পাথর বা ঢিলা যথেষ্ট। যদি তা দ্বারা পবিত্র না হয় তবে তার চেয়ে বেশি নিবে, তবে বেজোড় সংখ্যায় শেষ করা সুন্নাত। যেমন : তিন বা পাঁচ ইত্যাদি।
- যা কিছু পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হবে তা পানি, পাথর, টিস্যু পেপার ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করা যায়। তবে পানি দ্বারা পরিষ্কার করাই ভালো। কেননা পরিষ্কারের জন্য পানিই শ্রেষ্ঠতর।
- কাপড়ের অপবিত্র স্থানটুকু পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব, তবে অপবিত্র স্থান যদি অজ্ঞাত থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ কাপড় ধৌত করতে হবে।
- ছেলে শিশু পেশাব করে দিলে পেশাবযুক্ত স্থানে পানির ছিটা দিতে হবে। আর মেয়ে শিশু হলে পেশাব অবশ্যই ধৌত করতে হবে। এ বিধান যে শিশু খাবার খায় না তার জন্য, তবে যদি খাদ্য খায় তবে সবশিশুর পেশাবই ধৌত করতে হবে।

৩. কতিপয় স্বভাবজাত সুন্নাত

মেসওয়াক করা : এটি হলো মুখ পবিত্রকরণ ও পালনকর্তার সন্তুষ্টির কারণ।

মেসওয়াকের নিয়ম : ডান বা বাম হাতে মেসওয়াক বা ব্রাশ ধারণ করে দাঁত ও দাঁতের মাড়ির উপর ফিরানো। এটি মুখের ডান পার্শ্ব থেকে আরম্ভ করে বাম পার্শ্বের দিকে নিতে হয় এবং কোন কোন সময় তা জিহ্বার পার্শ্বেও নেয়া হয়।

* মেসওয়াক সাধারণত নরম কাঠি যথা: আরাক, যাইতুন বা উরজুনের ডাল বা শিকর হয়ে থাকে।

মেসওয়াকের বিধান : মেসওয়াক সব সময়ের জন্যই সুন্নাত। তবে ওযু, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, ঘরে প্রবেশ, নিদ্রা থেকে উঠার সময় এবং মুখের গন্ধ দূর করার জন্য মেসওয়াক করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ اَوْ النَّاسِ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : “আমি যদি আমার উম্মতের ওপর কঠিন মনে না করতাম বা আমি যদি মানুষের প্রতি কঠিন মনে না করতাম তবে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মেসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।” (বুখারী, হাদীস নং ৮৮৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৫২)

খাৎনা করা : পুরুষাঙ্গের মাথা ঢেকে থাকা চামড়া কেটে ফেলা, যেন তাতে ময়লা ও পেশাব জমা না হয়ে থাকে।

খাৎনা করার বিধান : খাৎনা করা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব এবং প্রয়োজনে মহিলাদের জন্য সুন্নাত।

গোঁফ-মোচ কাটা এবং দাড়ি ছেড়ে দেয়া ও লম্বা করা

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : “তোমরা দাড়ি বড় এবং গোঁফ ছোট করে মুশরিকদের বিপরীত কর।”

(বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯)

নাভির নিচের অবাঞ্ছিত পশম পরিষ্কার করা, বগলের চুল তুলে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : "স্বভাবজাত সুন্নাত পাঁচটি: খাৎনা করা, নাভির নিচের লোম কামান, বগলের চুল উপড়ান, নখগুলো কাটা ও গোঁফ ছোট করা।" (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৫৭)

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "স্বভাবজাত সুন্নাত হলো দশটি: ১. গোঁফ কাটা ২. দাড়ি ছেড়ে দেয়া ৩. মেসওয়াক করা ৪. নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো ৫. নখসমূহ কাটা ৬. আঙ্গুলগুলোর গিরা ও জোড়া ধৌত করা ৭. বগলের চুল উপড়ান ৮. নাভির নিচের লোম কামানো ৯. ওযুর পর লজ্জাস্থানের উপর বরাবর পানি ছিটানো" (১০) মুস'আব বলেন : আমি দশমটি ভুলে গেছি তবে সম্ভবত তা কুলি করাই হবে। (মুসলিম : হাদীস নং ২৬১)

٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : وُقِّتَ لَنَا فِى قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لَا نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : গোঁফ ছোট করা, নখসমূহ কাটা, বগলের চুল উপড়ানো প্রসঙ্গে আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা হলো আমরা যেন ৪০ রাতের অতিরিক্ত ছেড়ে না দেই।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮)

মেশক ও অন্যান্য সুগন্ধি ব্যবহার করা : মাথার চুলের পরিচর্যা করা, তেল লাগানো ও চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো। মাথার চুলের কিছু অংশ কামানো ও কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া হারাম; কারণ এটি কাফেরদের সদৃশ।

মেহেদী ও কাতাম ইত্যাদি দ্বারা সাদা চুলকে পরিবর্তন করা : সৌন্দর্য ও যুদ্ধের জন্য কালো রঙ দ্বারা চুলকে রঙ করা জায়েয। কারণ নবী করীম ﷺ সাদাকে পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ করেছেন এবং সর্বোত্তম কি তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর "কালো থেকে বিরত থাক" সহীহ্ মুসলিমে এ অতিরিক্ত বর্ণনাটি কম। তবে ধোকা দেয়ার জন্য কালো রং ব্যবহার করা হারাম।

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "নিশ্চয় ইহুদি ও খ্রিস্টানরা চুল-দাড়ি রং করে না। অতএব, তোমরা তাদের বিপরীত কর।" (বুখারী হাদীস নং ৫৮৯৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১০৩)

٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : اُتِىَ بِاَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. غَيِّرُوا هٰذَا بِشَىْءٍ .

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন আনা হলো। তার মাথার চুলগুলো সাদা ধবধবে ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ (তা দেখে) বললেন : "এগুলোকে কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তন কর।" (মুসলিম, হাদীস নং ২১০২)

٣. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهٖ هٰذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ .

৩. আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "মেহদী ও কাতাম দ্বারা সাদা চুল-দাড়ি রং করা সবচেয়ে উত্তম।" (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ : হাদীস নং ৪২০৫ ও তিরমিযী, হা: নং ১৪৫৩)

দাড়ি মুণ্ডানোর হুকুম : দাড়ি না কাটা ও লম্বা করা নবী ও রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য। নবী করীম ﷺ-এর ঘনো দাড়ি ছিল। তিনি সুদর্শন পুরুষ ও সর্বোত্তম মানুষ

ছিলেন। দাড়ি পুরুষের জন্য সৌন্দর্য এবং নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্যের সবচেয়ে বড় নিদর্শন।

আশ্চর্য বিষয় হলো : অনেক মুসলমান আছে যাদেরকে শয়তান ধোকায় ফেলেছে এবং তাদের রুচী পরিবর্তন করে দিয়েছে, যার ফলে তারা তাদের দাড়ি মণ্ডন করে আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ ছাড়া এর দ্বারা তারা কাফের ও নারীদের সাথে সদৃশ করেছে এবং নবী করীমﷺ-এর নাফরমানি করছে। দাড়ি মুণ্ডন করে তাদের চেহারাগুলো মহিলার সদৃশ করছে এবং এর দ্বারা তাদের সময় ও সম্পদ নষ্ট করছে। এ ছাড়া মহিলাদের সাথে সদৃশ করে অভিশপ্ত হচ্ছে; কারণ রাসূলে করীমﷺ যে সকল পুরুষ মহিলাদের সদৃশ এবং যে সব মহিলা পুরুষদের সদৃশ হয় তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। অতএব, দাড়ি না কাটা ওয়াজিব এবং মুণ্ডানো হারাম; কারণ এটিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য।

কুরআনের বাণী–

١. وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

১. "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা–৫৯ হাশর : আয়াত-৭]

٢. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীমﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলﷺ বলেন :"তোমরা দাড়ি লম্বা ও মোচ ছোট করে মুশরিকদের বিপরীত কর।" (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২, মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯)

৪. ওযু

ওযু হলো : শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চার অঙ্গে পবিত্র পানি ব্যবহার করার নাম।

ওযুর ফযীলত–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : يَا بَلَالُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلَامِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجَى عِنْدِى اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِى اَنْ اُصَلِّىَ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বেলাল (রা)-কে ফজরের সালাতের সময় বলেন : "হে বেলাল! তুমি আমাকে তোমার ইসলামী জীবনের সর্বোত্তম আমলের বিবরণ দাও; কারণ জান্নাতে আমার সামনে তোমার উভয় জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রা) বলেন : আমি এমন কোন আমল করিনি যা আমার নিকট সর্বোত্তম বলে মনে হয়। তবে সকাল-সন্ধ্যায় আমি যখনই ওযু করি যথাসাধ্য আমি সে ওযু দ্বারা সালাত আদায় করি।"

(বুখারী, হাদীস নং ১১৪৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ

كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنْ الذُّنُوْبِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "যখন মুসলিম বা ঈমানদার ব্যক্তি ওযু করার সময় তার চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারার যাবতীয় পাপ পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সাথে বের হয়ে যায় যা সে প্রত্যক্ষ করে। আর যখন তার হাতদ্বয় ধৌত করে তখন তার হাত দ্বারা যেসব আক্রমণ করেছে সে সব গুনাহ্ পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সাথে বের হয়ে যায়। এরপর যখন তার পাদ্বয় ধৌত করে তখন পা দ্বারা যে সকল স্থানে চলে গুনাহ্ করেছে সেগুলো পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সাথে বের হয়ে যায়। এমনকি সে পাপরাশি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বের হয়ে যায়।" (মুসলিম, হাদীস নং ২৪৪)

নিয়তের গুরুত্ব : নিয়ত আমল বিশুদ্ধ ও কবুল এবং যথেষ্ট হওয়ার জন্য একটি শর্ত। নিয়তের স্থান হলো অন্তর। এটি প্রত্যেক আমলের জন্য আবশ্যক। কেননা রাসূলে করীম ﷺ বলেন :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى.

"নিশ্চয় আমলসমূহ নির্ভর করে নিয়তের উপর। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যা সে নিয়ত করবে।" (বুখারী, হাদীস নং ১ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭)

শরিয়তের পরিভাষায় নিয়ত : আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ইবাদত পালনের দৃঢ় ইচ্ছাপোষণ করার নাম নিয়ত।

নিয়ত হলো অন্তরের ইচ্ছার নাম। তাই মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা জরুরী নয়। নিয়ত পড়ার বিষয় নয় বরং নিয়ত করার বিষয়।

নিয়ত দুই প্রকার

১. **আমলের নিয়ত :** যেমন ওযু করার নিয়ত বা গোসল বা সালাতের নিয়ত।

২. **যার উদ্দেশ্যে আমল করা হয় তার নিয়ত :** তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা। অর্থাৎ ওযু, গোসল, সালাত বা অন্য কিছুর দ্বারা একমাত্র আল্লাহরই নৈকট্য ও উদ্দেশ্য করা। আর এ ধরনের নিয়তই প্রথম প্রকারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমল কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত

১. এখলাসের সাথে আমল করা।

২. নবী করীম ﷺ যেভাবে আমল করেছেন সেভাবে আমল করা।

৩. সঠিক ঈমানদার হওয়া।

এখলাসের তাৎপর্য : এখলাস হলো বান্দার জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (অপ্রকাশ্য) আমলকে এক রকম করে সকল আমলকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আল্লাহরই জন্য পূত-পবিত্র করা। বাহ্যিকের চেয়ে ভিতরের আমলের উন্নয়নের মাধ্যমে এখলাসের মধ্যে সততা আনয়ন করা। বান্দা যদি এখলাস হাছিল করতে পারে তবে স্বীয় পালনকর্তা তাকে মনোনীত বান্দার অন্তর্ভুক্ত করেন, তার অন্তরকে জীবন্ত করেন। তাঁর দিকে টেনে নেন এবং তাকে যাবতীয় বদআমল ত্যাগ করে সৎআমলগুলো পালনের তৌফিক দান করেন। পক্ষান্তরে যে অন্তরে এখলাস নেই তা এর বিপরীত। কেননা তাতে শুধু রয়েছে চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা। কখনো তা হয় নেতৃত্বের আবার কখনো অর্থ সম্পদের।

ওযুর ফরজ ছয়টি

১. কুলি ও নাকে পানি নেয়াসহ চেহারা ধৌত করা।

২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা।

৩. উভয় কানসহ সমস্ত মাথা মাসেহ করা।

৪. টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করা।

৫. উল্লেখিত অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৬. ওযুর অঙ্গগুলো একের পর এক (কোন অঙ্গ ধৌত করে অপর অঙ্গ ধৌত করতে বিলম্ব না করে) ধৌত করা।

ওযুর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো : মেসওয়াক করা, তিনবার কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা, চেহারা ধৌত করার পূর্বে কুলি করে তারপর নাকে পানি দেয়া, ঘন দাড়ি খেলাল করা, ডান অঙ্গ প্রথমে ধৌত করা, ওযুর অঙ্গগুলো দুবার ও তিনবার ধৌত করা, ওযুর পর দোয়া পাঠ করা এবং ওযুর পরে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করা।

ওযুর পানির পরিমাণ : ওযুর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো ওযুর অঙ্গগুলো তিনবারের অতিরিক্ত ধৌত না করা। এক মুদ (৬২৫ মি: লি:) পরিমাণ পানি দ্বারা ওযু

করা। পানির অপচয় না করা। আর যে অতিরিক্ত করবে সে অবশ্যই অপরাধ করল এবং অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করল।

যে ব্যক্তি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে ওযূ করতে চায়, সে যেন পাত্রে হাত ডুবানোর আগে উভয় হাত তিনবার ধৌত করে নেয়, কেননা রাসূল করীম ﷺ বলেন : "তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, সে নিজ হাত তিনবার ধৌত না করা পর্যন্ত যেন পাত্রে হাত না ডুবায়; কেননা সে তো জানে না রাতে তার হাত কি অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে।" (বুখারী, হাদীস নং ১৬২ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৮)

সংক্ষিপ্ত ওযুর বিবরণ : প্রথমত মনে মনে ওযুর নিয়ত করা, অত:পর কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া এবং চেহারা ধৌত করা। আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে উভয় কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা। উভয় কানসহ সমস্ত মাথা মাসেহ করা। উভয় টাখনুসহ পাদ্বয় ধৌত করা। প্রত্যেক অঙ্গগুলো কমপক্ষে একবার করে ধৌত করা। পরিপূর্ণভাবে ওযু করা এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝে খেলাল করা।

পরিপূর্ণ ওযুর বিবরণ : মনে মনে নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ্ বলা, তিনবার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। অত:পর এক অঞ্জলি পানির অর্ধেক মুখে ও অর্ধেক নাকে দিয়ে এভাবে তিনবার কুলি ও নাকে পানি গ্রহণ করা। অত:পর তিনবার চেহারা ধৌত করা। এরপর তিনবার কনুইসহ ডান হাত এবং অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করা। অত:পর উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা।

মাসেহের পদ্ধতি : মাথার শুরু থেকে পেছনের শেষ পর্যন্ত নিয়ে পুনরায় যেখান থেকে আরম্ভ করেছিল সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এরপর শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা কানের ভেতর এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা উভয় কানের পিঠ মাসেহ করা। অত:পর ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। এরপর অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করা। অত:পর যেভাবে দোয়া বর্ণিত হয়েছে সে দোয়া পাঠ করা।

রাসূল ﷺ-এর ওযুর পদ্ধতি

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ اَنَّهُ رَاٰى عُثْمَانَ (رضى) دَعَا بِانَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ

اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

উসমান (রা)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান থেকে বর্ণিত, তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে দেখেন যে, তিনি এক পাত্র পানি নিয়ে আসতে বলেন, অত:পর তিনি তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালেন ও তা ধৌত করেন। এরপর তিনি তার ডান হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি নিয়ে কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। অত:পর তিনবার নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অত:পর স্বীয় মাথা মাসেহ করেন। অত:পর তিনি স্বীয় উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করেন। এরপর তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমার এ ওযুর মতো ওযু করে দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে যে সালাতে মনে তার কোন কিছুই উদয় হবে না, তার বিগত পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(বুখারী, হাদীস নং ১৫৯ ও মুসলিম হাদীস নং ২২৬)

রাসূলে করীম ﷺ থেকে এক একবার দুই দুবার ও তিন তিনবার করে ওযুর অঙ্গ ধৌত করা সাব্যস্ত আছে। অতএব, সবগুলোই সুন্নাত। তবে মুসলমানদের জন্য সব সুন্নাতকে জীবিত করার জন্য কখনো এটি কখনো ওটি এভাবে পার্থক্য করা উত্তম।

١. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একবার একবার করে ওযু করেছেন। (বুখারী, হাদীস নং ১৫৭)

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ দুবার দুবার করে ওযূ করেছেন। (বুখারী, হাদীস নং ১৫৮)

প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করার হুকুম : অপবিত্র ব্যক্তি যখন সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করবে তখন তার প্রতি ওযূ করা ফরজ। আর প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য ওযূ করা সুন্নাত। তবে এক ওযূ দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করা জায়েয।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

১. "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাত আদায় করতে ইচ্ছা কর তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। আর মাথা মাসেহ কর এবং পাদ্বয় গিট পর্যন্ত ধৌত কর।" [সূরা–৫ মায়েদা : আয়াত-৬]

٢. عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ : يُجْزِئُ اَحَدَنَا الْوُضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন। আমর ইবনে আনাস (রা)-কে বললেন, আপনারা কি করতেন? আনাস বললেন : অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ওযু আমাদের যথেষ্ট হতো। (বুখারী, হাদীস নং ২১৪)

٣. عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :

لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ : (عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ.

৩. বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সমস্ত সালাত এক ওযু দ্বারা আদায় এবং মোজার উপর মাসেহ্ করেছেন। এ সময় তাঁকে ওমর (রা) বলেন : আজ যে কাজ করলেন এমনটা তো কখনো করেননি। নবী ﷺ বললেন : "ওমর! আমি এটি ইচ্ছা করেই করেছি।" (বুখারী, হাদীস নং ২৭৭)

যেসব স্থানে ডান ও বাম আগে করতে হয় : মানুষের কর্ম দুই ধরনের :

১. এমন কর্ম যা ডান ও বাম উভয় দ্বারা করা যায়, তবে এক্ষেত্রে যেগুলো সম্মানসূচক কর্ম তাতে ডানটিকে অগ্রসর করা ভালো। যেমন: ওযু, গোসল, কাপড় ও জুতা পরা, মসজিদ ও ঘরে প্রবেশ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে তার বিপরীত হলে বামটি অগ্রসর করা। যেমন : মসজিদ থেকে বের হওয়া, জুতা খোলা ও পায়খানায় প্রবেশ কালে।

২. ঐ সব কর্ম যা ডান বা বাম উভয়ের মধ্যে যে কোন একটির সাথে নির্ধারিত। কাজেই যদি সম্মানসূচক হয় তবে তা ডান দ্বারা হবে। যেমন: পানাহার, মুসাফাহা, আদান-প্রদান ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি তার বিপরীত হয়, তবে তা বাম দ্বারা হবে। যেমন : ঢিলা ব্যবহার, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِىْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِىْ شَأْنِهِ كُلِّهِ .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ জুতা পরা, চিরুনি করা, ওযু করা এবং প্রত্যেক সম্মানসূচক কর্মে ডান পছন্দ করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং ১৬৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৬৮)

ওযুর পরের দোয়ার বর্ণনা

١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ).

১. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি\ওযুর পর (নিম্নোক্ত দোয়া) বলবে : [আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদু ওয়া রাসূলুল্লাহ] "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, সে যেটি দ্বারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করবে তাতে প্রবেশ করবে।"

(মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪।)

٢. عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِى رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি ওযু করে বলে : [সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা] হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি, তুমি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। তোমার নিকট আমি ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকেই আমি ফিরে যাই।" এটি পাতলা চামড়াতে লিখে মোহরঙ্কন করা হবে যা শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত ভাঙ্গা হবে না।" (হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ ফি আমালিল ইয়াম ওয়াল লাইলা হাদীস ৮১ ও তাবারানী ফিল আউসাত : ১৪৭৮ দেখুন : সিলসিলা সহীহ হাদীস ২৩৩৩)

* অত:পর মুসলিম ব্যক্তি ওযু শেষে তার লজ্জাস্থান বরাবর পানির ছিঁটা দিবে এবং প্রয়োজনে কাপড় বা রুমাল কিংবা টিস্যু অথবা অন্য কিছুর দ্বারা পানি মুছে নিবে।

৫. মোজার উপর মাসেহ

মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা : গৃহে অবস্থানকারীর জন্যে মোজার উপর একদিন ও একরাত পর্যন্ত মাসেহ করা জায়েয। আর মুসাফিরের জন্যে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত। এ সময়ের আরম্ভ হবে মোজা পরার পর প্রথমবার মাসেহ করা থেকে।

عَنْ عَلِّيٍ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) : جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ.

আলী ইবনে আবী তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ মুসাফিরের জন্য (মোজার উপর মাসেহ করার) সময় নির্ধারণ করেন তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীম (বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তির) জন্য একদিন ও একরাত। (মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬)

মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত : মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া, ওযু অবস্থায় পরিধান করা, তা যেন ছোট ধরনের নাপাকী থেকে যখন ওযু করবে তখন এবং মুসাফির ও মুকীমের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত থাকা।

মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম : পানি দ্বারা উভয় হাত ভিজিয়ে প্রথমে ডান হাত ডান পায়ের আঙ্গুল থেকে গোছার দিকে নিয়ে পায়ের উপরিভাগে অবস্থিত মোজার উপর একবার মাসেহ করবে। অনুরূপ বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের পাতার উপরিভাগ, তবে তার নিম্নাংশ বা পেছনের অংশ নয়।

* যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মাসেহ আরম্ভ করে একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর নিজ শহরে প্রবেশ করবে, সে একদিন ও একরাতেই মাসেহ পূর্ণ করে শেষ করবে। অনুরূপ নিজ স্থানে অবস্থানরত অবস্থায় যদি মাসেহ আরম্ভ করে সফর করে তবে সে মুসাফিরের হুকুমে তিনদিন ও তিনরাত মাসেহ পূর্ণ করবে।

* মোজার উপর মাসেহের বিধান নিম্নোক্ত কারণে বাতিল হয়–

১. যদি পা হতে মোজা খুলে ফেলা হয়।

২. যদি গোসল ফরজ হয়ে যায়।

৩. যদি মাসেহ করার সময়সীমা শেষ হয়ে যায়।

আর মোজার মাসেহ করার সময়সীমা শেষ হলেই যে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে তা নয় বরং ওযু ভঙ্গের কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত না হবে ততক্ষণ ওযু থাকবে।

পাগড়ি ও মহিলাদের ওড়নার উপর মাসেহ করার বিবরণ : পুরুষের জন্য পাগড়িতে মাসেহ করা জায়েয। অনুরূপ প্রয়োজনে সময় নির্ধারিত না করেই মহিলাদের উড়নার উপর মাসেহ করা জায়েয। অধিকাংশ পাগড়ি ও উড়নার ওপর মাসেহ করা যায় তবে তা ওযু অবস্থায় পরা উত্তম।

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى عِمَامَتِهٖ وَخُفَّيْهِ.

আমর ইবনে উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন তিন বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে তাঁর পাগড়ি ও মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। (বুখারী, হাদীস নং ২০৫)

কাপড়ের মোজা, চামড়ার মোজা, পাগড়ি, মহিলাদের উড়নার উপর ছোট নাপাকি থেকে ওযু করার সময় মাসেহ করা জায়েয। ছোট নাপাকি হওয়ার কারণ যেমন: পেশাব-পায়খানা করা, নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বড় নাপাকিতে পতিত হলে মাসেহ করার বিধান নষ্ট হয়ে যায়, তখন সম্পূর্ণ দেহ ধৌত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ব্যান্ডেজ-প্লাস্টার ইত্যাদির উপর মাসেহ করার বিবরণ : ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ও পট্টি যতক্ষণ থাকবে তার উপর মাসেহ করা ওয়াজিব। যদিও সময় দীর্ঘায়িত হয় বা দেহ নাপাক হয়ে যায় বা তা ওযু ছাড়াই পরিধান করে।

* দেহের ক্ষত বা যখম যদি খোলা থাকে তবে তা পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব। আর যদি ক্ষত স্থান পানি দ্বারা মাসেহ করায় ক্ষতি সাধিত হয় এবং পানি দ্বারা মাসেহ করতে অপারগ হয় তবে পানির পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। আর যদি ক্ষতস্থান আবৃত থাকে তবে তা পানি দ্বারা মাসেহ করবে।

* যে মুসাফিরের জন্যে খুলতে ও পরতে কষ্ট হয় তার জন্য মাসেহ করার কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। যেমন : দমকল বাহিনী, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ থেকে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এবং মুসলমানদের কল্যাণ ইত্যাদিতে নিয়োজিত ডাক পিয়ন।

৬. ওযু নষ্টের কারণসমূহ

ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ ছয়টি

১. পেশাব ও মলদ্বারের দু' রাস্তা দিয়ে যে কোন জিনিস বের হওয়া। যেমন : পেশাব, পায়খানা, বায়ু , বীর্য, মযী ও রক্ত ইত্যাদি।

২. জ্ঞান লোপ পেলে। যেমন : গভীর নিদ্রা অথবা বেহুশী কিংবা নেশা।

৩. কোন পর্দা ব্যতীত লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে।

৪. যা দ্বারা গোসল ফরজ হয়। যেমন বীর্যপাত, মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থার রক্ত।

৫. ইসলাম থেকে মুরতাদ তথা দ্বীন ত্যাগ করে কাফের হলে।

৬. উটের গোশত ভক্ষণ করলে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : (اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَاِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ) قَالَ : اَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ؟ : (نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ.

জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে বলল : ছাগলের গোশত ভক্ষণ করে ওযু করব কি? নবী করীম ﷺ বললেন : "যদি চাও তবে ওযু করবে। আর যদি না চাও তবে ওযু করবে না।" লোকটি আবার বলল : উটের গোশত ভক্ষণ করে ওযু করব কি? তিনি ﷺ বললেন : "হ্যাঁ, উটের গোশত ভক্ষণ করে ওযু করবে।"

(মুসলিম, হাদীস নং ৩৬০)

পবিত্রতায় সন্দেহ হলে যখন ওযু করবে : পবিত্রতার বিষয়ে যে ব্যক্তির বিশ্বাস রয়েছে এবং অপবিত্র হয়েছে কি না সন্দেহ। সে তার বিশ্বাস তথা পবিত্রতার ওপর ভিত্তি করবে। আর যে তার অপবিত্রতার বিষয়ে বিশ্বাস রয়েছে এবং পবিত্রতার বিষয়ে সন্দেহ। সে তার একীন তথা অপবিত্রতার ওপর ভিত্তি করে পবিত্রতা হাছিল করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমাদের কেউ তার পেটের কোন সমস্যা অনুভব করবে এবং তার সন্দেহ হবে যে, তার থেকে কিছু বের হয়েছে না বের হয়নি? তাহলে মসজিদ থেকে ততক্ষণ রেব হবে না যতক্ষণ সে কোন আওয়াজ শুনতে না পাবে অথবা গন্ধ পাবে।" (মুসলিম, হাদীস নং ৩৬২)

* প্রতিবার ওযু নষ্ট হলে ও প্রতি সালাতের জন্য ওযু ভঙ্গ না হলেও নতুন করে ওযু করা মুস্তাহাব। তবে ওযু নষ্ট হয়ে গেলে ওযু করা ফরজ।

* কাম-বাসনার সাথে স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না। তবে পেশাবের রাস্তা দ্বারা কিছু বের হলে ওযু নষ্ট হবে।

মানুষের দেহ থেকে যা বের হয় তা দু' প্রকার

১. **পবিত্র :** এটি হচ্ছে চোখের অশ্রু, নাকের ময়লা, থুথু, লালা, ঘাম ও বীর্য।

২. **অপবিত্র :** এটি হচ্ছে পেশাব, পায়খানা, ওয়াদী, মযী, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দ্বারা নির্গত রক্ত।

রক্ত বের হলে তার হুকুম : মানুষের দেহ থেকে যে রক্ত বের হয় তা দু প্রকার :

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দ্বারা নির্গত রক্ত। এটি ওযু ভঙ্গকারী রক্ত।

২. দেহের অবশিষ্ট অন্য কোন স্থান দ্বারা নির্গত। যেমন : নাক, দাঁত, ক্ষতস্থান ইত্যাদি থেকে নির্গত রক্ত ওযু নষ্ট করবে না। রক্ত চাই কম হোক বা বেশি হোক। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ধুয়ে নেয়া উত্তম।

কম ঘুমের হুকুম : দাঁড়িয়ে বা বসে কিংবা চিৎ হয়ে কম ঘুমালে ওযু নষ্ট হবে না।

١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সালাতের এক্বামত হয়ে যাওয়ার পরেও নবী করীম ﷺ একজন মানুষের সাথে কথা বলতে ছিলেন। এমনকি তিনি ﷺ সালাতে দাঁড়াতে বিলম্ব করেন যে, মানুষ সব ঘুমিয়ে পড়ে।
(বুখারী, হাদীস নং ৬৪২ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৬)

٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَاجِيْ رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সালাতের এক্বামত হওয়ার পরেও নবী করীম ﷺ একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। এমনকি তাঁর সাহাবাগণ (বসে বসে) ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত তিনি ঐ লোকটির সাথে কথা বলেই যাচ্ছেন। অত:পর তিনি ﷺ এসে সাহাবাগণকে নিয়ে সালাত আদায় করেন।" (বুখারী, হাদীস নং ৬৪২ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৬)

৭. গোসলের আহকাম

গোসল : পবিত্র পানি দ্বারা গোটা দেহ বিশেষভাবে ভিজানোকে গোসল বলে। এটি ইসলামের একটি সৌন্দর্য; কেননা ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বীন।

গোসল ফরজের কারণ ছয়টি

১. কোন পুরুষ বা নারী থেকে যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া। চাই হস্তমৈথুন করে হোক বা সহবাসে হোক বা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির মাধ্যমে হোক।

২. পুরুষ লিঙ্গের সামনের অংশ স্ত্রীলিঙ্গের ভেতরে প্রবেশ হলে, যদিও কারো বীর্যপাত না হয়।

৩. আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে শহীদ ছাড়া, কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে।

৪. কাফের মুসলমান হলে।

৫. নারীদের হায়েয-মাসিক ঋতু হলে।

৬. নারীদের নেফাস-প্রসূতি অবস্থার রক্ত বের হলে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : "যদি (পুরুষ) তার (স্ত্রীর) দুই পা ও দুই রানের মাঝে বসে চেষ্টা করে তাহলেই গোসল ফরজ হয়ে যাবে।" (বুখারী, হাদীস নং ২৯১ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪৮)

সংক্ষেপে গোসলের বর্ণনা : গোসলের নিয়ত করে গোটা দেহে একবার পানি ঢেলে দেয়া।

পরিপূর্ণ গোসলের বর্ণনা : গোসলের নিয়ত করে দুই হাত তিনবার ধৌত করবে। অত:পর লজ্জাস্থান ও যে সকল স্থানে ময়লা লেগেছে তা ধৌত করে পূর্ণ ওযু করবে। এরপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে এবং হাত দিয়ে মাথার চুল খিলাল করবে। তারপর দেহের অবশিষ্ট অংশ একবার ধৌত করে ফেলবে এবং ডানে সরে দাঁড়িয়ে দেহ মুছে ফেলবে। তবে মোটেই পানির অপচয় করবে না।

মহানবী ﷺ-এর গোসলের বর্ণনা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ حَدَّثَتْنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ : اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهِ عَلٰى فَرْجِهٖ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهٖ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهٖ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার খালা মাইমূনা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ফরজ গোসলের পানি হাজির করি। তিনি তাঁর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত দুই বা তিনবার ধৌত করে হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন। তারপর হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে ঢাললেন এবং বাম হাতে তা ধৌত করলেন। এরপর মাটিতে বাম হাত মেরে উত্তমরূপে পানি ঢাললেন এবং সালাতের ওযুর অনুরূপ ওযু করলেন। অত:পর তিনবার দুই হাত ভরে পানি নিয়ে মাথার উপর দিলেন এবং গোটা দেহ ধৌত করলেন। তারপর নিজ স্থান হতে সরে দাঁড়ালেন এবং দুই পা ধৌত করলেন। অত:পর আমি [মাইমূনা (রা)] তাঁকে তোয়ালে দিলাম কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন।" (বুখারী, হাদীস নং ২৭৬ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৭)

* ফরজ গোসলের আগেই ওযু করা সুন্নাত। যদি কেউ ওযু করে বা ওযু ব্যতীত গোসল করে নেয়, তাহলে তার জন্য গোসলের পর ওযু করা শরিয়ত সম্মত নয়।

বীর্যপাত হলে নিম্নোক্ত কার্যাদি হারাম : সালাত আদায় করা এবং কা'বা ঘরের তওয়াফ করা।

যার দেহে দুর্গন্ধ তার প্রতি জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব আর অন্যদের প্রতি মুস্তাহাব (উত্তম)।

সহবাসের পর ঘুমানোর পদ্ধতি : সহবাসের পর পরই গোসল করে নেয়া সুন্নাত। ফরজ গোসল না করেও ঘুমানো জায়েয। তবে লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং ওযু করে নিদ্রা যাওয়া ভালো।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ গোসল ফরজ অবস্থায় নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করলে লজ্জাস্থান ধৌত করে ওযু করে নিতেন।

(বুখারী, হাদীস নং ২৮৮; মুসলিম, হাদীস নং ৩০৫)

একই (পানির) পাত্র থেকে স্বামী-স্ত্রী একত্রে ফরজ গোসল করা জায়েয আছে। যদিও তাতে পরস্পরের লজ্জাস্থান দৃষ্টিগোচর হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : "আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে একই (পানির) পাত্র থেকে একত্রে ফরজ গোসল করতাম।"

(বুখারী, হাদীস নং ২৬৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩২১)

যে ব্যক্তি একাধিকবার সহবাস করবে তার গোসলের নিয়ম : দ্বিতীয়বার সহবাসের জন্য গোসল করে নেয়া মুস্তাহাব। সহজে গোসল সম্ভব না হলে ওযু করে নিবে। এতে করে প্রশান্তি বাড়বে।

মুস্তাহাব গোসলের কতিপয় দৃষ্টান্ত : হজ্ব বা উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পরে গোসল, পাগল বা বেহুঁশ অবস্থা থেকে হুঁশে আসার পরে গোসল, মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল, প্রত্যেক সহবাসের পরে আলাদা আলাদা গোসল, কোন মুশরিককে (শির্ককারীকে) কবরস্থ করার পরে গোসল।

* গোসলের সময় মানুষ থেকে আড়াল (পর্দা) করা ফরজ। আর যদি একাকী গোসল করে তাহলে প্রয়োজনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয। তবে এমতাবস্থাতেও পর্দা করাই ভালো; কেননা মানুষের চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে লজ্জা করা অধিক প্রয়োজন।

* এক বা একাধিক স্ত্রীর সাথে একাধিকবার সহবাসের পরে একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, "নবী করীম ﷺ তাঁর সকল স্ত্রীগণের সাথে সহবাসের পরে একবার গোসল করতেন।"

(বুখারী, হাদীস নং ২৬৮, মুসলিম, হাদীস নং ৩০৯)

হায়েয (নারীদের মাসিক ঋতু) ও ফরজ গোসল অথবা ফরজ গোসল ও জুমু'আ ইত্যাদির জন্য একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

নারীদের গোসল পুরুষের গোসলের মতোই। তবে নারীদের ফরজ গোসলের সময় তাদের চুল খুলে ফেলা আবশ্যক নয়, যদিও তা হায়েয (নারীদের হায়েয), নিফাস (প্রসূতি)-এর পরের গোসলের সময় খুলে ফেলাই মুস্তাহাব (উত্তম)।

গোসলের কতিপয় সুন্নাত : গোসলের আগে ওযূ করা, ময়লা পরিষ্কার করা, মাথায় ৩ বার পানি ঢালা, দেহের অবশিষ্ট অংশে ৩ বার পানি ঢালা, ডানদিক থেকে শুরু করা।

*** গোসলের পানির পরিমাণ**

১ সা' (৪ মুদ্দ) থেকে সোয়া সা' (৫ মুদ্দ) (অর্থাৎ প্রায় ৩ লিটার) পানি দিয়ে ফরজ গোসল করা সুন্নাত। তবে যদি এতে কম হয় বা এর চেয়ে বেশি দরকার হয়। যেমন : ৩ সা' ও তার কাছাকাছি (অর্থাৎ প্রায় ৩ লিটার) জায়েয হবে।

ওযূ ও গোসলে পানির অপচয় করা নাজায়েয

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلٰى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, "নবী করীম ﷺ ১ সা' (৪ মুদ্দ) থেকে ৫ মুদ্দ (সোয়া সা') (প্রায় ৭ বা সোয়া ৭ লিটার) পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং ১ মুদ্দ (প্রায় ৬০০ মিলি লিটার) পানি দিয়ে ওযূ করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং ২০১, মুসলিম, হাদীস নং ৩২৫)

টয়লেটে গোসলের হুকুম : পায়খানায় গোসল করা মাকরূহ (অপছন্দনীয়); কেননা সেটা নাপাক জিনিসের স্থান। তাই সেখানে গোসল করলে (মনে) নানা ধরনের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হবে। কোন স্থানে পেশাব করে সেই স্থানেই গোসল করবে না; কারণ তাতে দেহ ও পোশাক নাপাক হয়ে যাবে।

গোসলের পরে কারো বীর্য বের হলে তার হুকুম : যে ব্যক্তির গোসল করার পর কোন উত্তেজনা ও বেগ ব্যতীত বীর্য বের হলে তাকে পুনরায় গোসল করতে হবে না। কিন্তু বীর্য ধৌত ও সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করলে ওযূ করা ওয়াজিব হবে।

জুমু'আর দিন গোসলের হুকুম : যে সকল মুসলিমের প্রতি জুমু'আর সালাত ফরজ তার প্রতি জুমু'আর দিন গোসল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর যার দেহে

গন্ধ হবে যা ফেরেশতা ও মুসল্লীদের কষ্ট হয় তার প্রতি গোসল করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় গোসল না করলে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু গোসল ওয়াজিবের বিষয়ে সে শিথিলতা দেখাল।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : "জুমু'আর দিন প্রতিটি সাবালোকের প্রতি গোসল করা ওয়াজিব।"

(বুখারী, হাদীস নং ৮৫৮; মুসলিমে হাদীস নং ৮৪৬)

৮. তায়াম্মুমের বিধি-বিধান

তায়াম্মুম : সালাত ইত্যাদি আদায় করার জন্য পবিত্রতার নিয়তে পবিত্র মাটির উপর দু' হাত মেরে চেহারা ও হাতের পাঞ্জাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের হুকুম : তায়াম্মুম মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পানির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

ছোট-বড় অপবিত্রতার জন্য (ওযু ও গোসলের পরিবর্তে) তায়াম্মুম করা জায়েয। এটি পানি ব্যবহারে অপারগ হলে জায়েয। আর তা পানি না থাকার কারণে বা ব্যবহারে ক্ষতির আশংকার কারণে কিংবা ব্যবহার করতে অপারগতার কারণে হোক।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (তাদের সাথে সহবাস কর)। অত:পর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, তোমরা তা দ্বারা তোমাদের চেহারা ও হাতদ্বয় মাসেহ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের ওপর তাঁর নে'আমত পরিপূর্ণ করতে চান; যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।" [সূরা–৫ মায়েদা : আয়াত-৬]

যা দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ : মাটি বা মাটি জাতীয় যে কোন পবিত্র জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। যেমন : সাধারণ মাটি, বালু, পাথর, ভিজা বা শুকনা মাটি।

তায়াম্মুমের নিয়ম : পবিত্রতার নিয়ত করে দু' হাতের তালু মাটিতে একবার মারবে। অত:পর তা দ্বারা চেহারা ও দু' হাতের পাঞ্জার উপরিভাগ মাসেহ করবে। প্রথমে বাম হাতের পেট দ্বারা ডান হাতের পাঞ্জার উপর এবং অনুরূপভাবে ডান হাতের পেট দ্বারা বাম হাতের পাঞ্জার উপরিভাগ মাসেহ করবে। (মাটিতে হাত দু'বার মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার হাদীস দুর্বল গ্রহণযোগ্য নয়।) আর কখনো দুই হাত প্রথমে ও চেহারা পরে মাসেহ করবে।

١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا فِى سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِىُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

১. এক ব্যক্তি ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে বললেন : আমার গোসল ফরজ হয়েছে কিন্তু আমি পানি পাইনি। অত:পর (তা শ্রবণ করে) আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ওমর বিন খাত্তাব (রা)-কে বললেন : আপনার মনে আছে যে, আমি আর আপনি সফরে ছিলাম (অত:পর গোসল ফরজ হওয়ার পর পানি না পাওয়াতে) আপনি সালাত আদায় করলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আপনি নবী করীম ﷺ-কে ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি ﷺ বললেন : এ রকম তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। অত:পর তিনি দু' হাতের তালু দিয়ে মাটিতে একবার মারলেন এবং তালুদ্বয়ে ফুঁ দিলেন। এরপর দু' তালু দিয়ে চেহারা ও দু' হাত মাসেহ করলেন।"

(বুখারী, হাদীস নং ৩৩৮, মুসলিম, হাদীস নং ৩৬৮)

٢. عَنْ عَمَّارٍ فِىْ صِفَةِ التَّيَمُّمِ وَفِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا . فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ اَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ .

২. আম্মার বিন ইয়াসির (রা) থেকে তায়াম্মুমের বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম ﷺ বললেন : "এ রকম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। অত:পর তিনি দু'হাতের তালু দিয়ে মাটিতে একবার মারলেন এবং তা ঝাড়লেন। এরপর বাম হাত দিয়ে (ডান) হাতের পিঠ এবং (ডান) হাত দিয়ে বাম হাতের পিঠ মাসেহ করলেন। অত:পর চেহারা মাসেহ করলেন।"

(বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭, মুসলিম, হাদীস নং ৩৬৮)

তায়াম্মুম দ্বারা কি দূর হবে? : কয়েক প্রকার নাপাকী থেকে একই সাথে পাক হওয়ার নিয়ত করলে তাতে এক তায়াম্মুমই যথেষ্ট হবে। যেমন : পেশাব, পায়খানা, স্বপ্নদোষ (ইত্যাদি)।

* ওযু দ্বারা যে সকল কাজ বৈধ তা তায়াম্মুম দ্বারাও বৈধ। যেমন : সালাত আদায়, আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ইত্যাদি।

তায়াম্মুম নষ্টকারী জিনিসসমূহ : নিম্নের জিনিসগুলোর দ্বারা তায়াম্মুম নষ্ট হয়:

১. পানি পাওয়া গেলে।

২. অসুস্থতা বা বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদির ওজর দূর হয়ে গেলে।

৩. ওযু ভঙ্গের যে কোন কারণ পাওয়া গেলে।

যদি কেউ পানি ও মাটি কোনটাই না পায় অথবা এ দুটোর কোনটারই ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকে তাহলে ওযু ও তায়াম্মুম ছাড়া ঐ অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে এবং পরে তাকে এ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

যার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয : ছোট-বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তায়াম্মুম জায়েয। তবে দেহ ও পোশাক থেকে অপবিত্র জিনিস দূর করার জন্য তায়াম্মুম কোন কাজে আসবে না; বরং অপবিত্র জিনিস দূর করবে। আর তা সম্ভব না হলে ঐ ভাবেই সালাত আদায় করবে।

* কারো (ওযুর অঙ্গে) জখম হলে এবং পানি ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে ক্ষত অংশের উপর মাসেহ করবে। (অর্থাৎ ভিজা হাত বুলিয়ে দিবে) আর বাকি অংশ ধৌত করবে। তবে যদি মাসেহ করাতেও ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষত স্থানের কারণে তায়াম্মুম করবে এবং বাকি অংশ ধৌত করবে।

তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের পর যদি পানি পায় তার হুকুম

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلِّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ : اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلاَتُكَ وَقَالَ لِلَّذِىْ تَوَضَّاَ وَاَعَادَ : لَكَ الاَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হলে সালাতের ওয়াক্ত হয়, কিন্তু তাদের নিকট পানি না থাকায় পবিত্র মাটি দিয়ে

তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয়। তারপর সে সময়েই তারা পানি পেয়ে যায়। অত:পর তাদের একজন ওযু করে পুনরায় সালাত আদায় করে কিন্তু অপর জন তা করে না। এরপর উভয়েই নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা উল্লেখ করলে যে ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি করেনি তাকে বলেন : "তুমি সুন্নাত পন্থায় কাজ করেছ এবং তোমার সালাত যথেষ্ট হয়েছে।" আর যে ব্যক্তি ওযু করে পুনরায় সালাত আদায় করে তাকে বলেন : "তোমার সওয়াব দুবার।"

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩৮; ও নাসাঈ হাদীস নং ৪৩৩)

৯. হায়েয (মাসিক ঋতু) ও নিফাস (প্রসূতির রক্ত)

হায়েয-মাসিক ঋতু : প্রাকৃতিক স্বভাবজাত রক্ত যা নারীদের গর্ভাশয় থেকে নির্দিষ্ট সময়ে বের হয়ে থাকে। সাধারণত: এর সময় ৬ বা ৭ দিন হয়ে থাকে।

হায়েযের (ঋতুস্রাবের) উৎস : আল্লাহ তা'আলা মাসিক বা ঋতুস্রাব সৃষ্টি করেছেন মায়ের গর্ভে শিশুর খাবার যোগানোর জন্য একটি বড় হেকমত। এ জন্যই সাধারণত গর্ভবতী মায়ের জায়েয বা ঋতুস্রাব হয় না। ফলে সন্তান প্রসব করার পরেই আল্লাহ তা'আলা এটাকে মায়ের স্তনে পর্যাপ্ত দুধরূপে রূপান্তরিত করে দেন। এ জন্য শিশুকে দুগ্ধ দানকালে নারীদের খুব কমই মাসিক হয়ে থাকে। যখনই নারীর গর্ভধারণ ও দুগ্ধ দান শেষ হয়, তখন মাসিকের এ রক্ত কোন কাজে ব্যবহার না হওয়ার কারণে জরায়ুতে (গর্ভাশয়ে) গিয়ে জমা হয়। অত:পর প্রতি মাসে সাধারণত ৬ বা ৭ দিন করে তা বের হয়।

হায়েযের সময়সীমা : হায়েয মাসিকের ন্যূনতম ও সর্বাধিক সময়ের বা শুরু-শেষের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই এবং দুই মাসিকের মাঝে পবিত্রতার বিষয়ে ন্যূনতম ও সর্বাধিক সময় কালের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই।

* নিফাস (প্রসূতি-অবস্থার রক্ত): সন্তান প্রসবকালে বা তার আগে-পরে নারীদের সামনের রাস্তা দিয়ে যে রক্ত বের হয় তা-ই নিফাস।

নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা : নিফাসের সর্বোচ্চ সময় কাল সাধারণত ৪০ দিন। তবে যদি এর আগেই পবিত্র হয়ে যায় তাহলে গোসল করে সালাত আদায় করবে এবং রোযাও রাখবে। এ অবস্থায় সহবাস করা স্বামীর জন্য জায়েয। যদি ৬০ দিন পর্যন্ত রক্ত নির্গত হয় তাও নিফাস বলে গণ্য হবে। তবে যদি এর পরও বের হতে থাকে তাহলে তা ইসতিহাযা তথা প্রদর রোগজনিত রক্ত বলে গণ্য হবে।

গর্ভবতী নারী থেকে নির্গত রক্তের বিধান : গর্ভবতী নারী যদি অনেক রক্তস্রাব হওয়া সত্ত্বেও গর্ভপাত না ঘটে তাহলে তা ইস্তিহাযা তথা রোগজনিত কারণে রক্ত। সে কারণে সালাত ছেড়ে দিবে না, তবে প্রতি ওয়াক্তের জন্য ওযু করবে। যদি অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও মাসে একই অবস্থায় রক্ত দেখা যায় তাহলে তা মাসিকের রক্ত। মাসিকের কারণে সালাত, সহবাস ও সিয়াম (রোযা) ইত্যাদি ছেড়ে দিবে।

ঋতুবতী ও প্রসূতির প্রতি যা হারাম : হায়েয ও নিফাস অবস্থায় পবিত্র হয়ে গোসল করা পর্যন্ত সালাত আদায়, রোযা ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ এবং সহবাস করা হারাম।

হায়েয বন্ধ করা পিল ব্যবহারের বিধান

১. মাসিকের সময় নির্দিষ্ট অভ্যাস মতো হোক বা তার চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক এ অবস্থাতে নারীগণ সালাত আদায় করবে না। যখনই পবিত্র হবে গোসল করে সালাত আদায় করবে। তবে মাসিক অবস্থার সালাত কাজা করবে না কিন্তু রোযা কাজা করবে।

২. ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে প্রয়োজনে মাসিক বন্ধ করে এমন জিনিস খেতে বা গ্রহণ করতে পারবে এবং তাতে সে পবিত্র হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে রোযা রাখবে এবং সালাতও আদায় করবে।

ঋতুবতী মহিলার পবিত্র হওয়ার নিদর্শন : যদি মাসিক বন্ধ হওয়ার পর সাদা সাদা তরল জিনিস বের হতে দেখে। যদি তা দেখতে না পায় তবে তার পবিত্র হওয়ার লক্ষণ হলো: ঋতুস্রাবের স্থানে এক খণ্ড সাদা তুলা দিয়ে রাখবে। এরপর তা বের করার পর যদি টুকরাটির কোন পরিবর্তন দেখা না যায় তাহলে বুঝতে হবে সে পবিত্র হয়ে গেছে।

হলুদ ও মাটিয়া রঙের রক্তের হুকুম : হলুদ ও মাটিয়া তথা ঘোলা রং মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ে হলে তা মাসিকের রক্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি তা মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে দেখে তাহলে তা মাসিকের রক্ত বলে গণ্য হবে না। কাজেই এমতাবস্থায় সালাত আদায় করবে ও রোযা রাখবে এবং স্বামীর জন্য এমন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাও জায়েয হবে।

* হলুদ ও মাটিয়া তথা ঘোলা রঙ যদি মাসিকের সাধারণ সময়ের পরেও দেখা যায় তাহলে অন্যান্য পবিত্র নারীদের মতো গোসল করে সালাত আদায় করবে।

* কোন সালাতের সময় হওয়ার পর যদি কোন নারী হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা কোন হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত নারী পবিত্র হয়ে যায় তাহলে ঐ ওয়াক্তের সালাত আদায় করা ফরজ।

হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন করার হুকুম : মাসিকগ্রস্ত (ঋতুবতী) স্ত্রীর সাথে শয়ন বা তার পরিধানকৃত পোশাকের উপর দিয়ে দেহের সাথে দেহ ঘর্ষণ করা জায়েয।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْاِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ.

মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সাথে মাসিক অবস্থাতে পরিধানকৃত পোশাকের উপর দিয়ে দেহের সাথে দেহকে ঘর্ষণ করতেন।" (বুখারী, হাদীস নং ৩০৩; মুসলিম, হাদীস নং ২৯৪)

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করার বিধান : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করুন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"এবং তারা আপনাকে (নারীদের) মাসিক ঋতু প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন : এটা হচ্ছে অপবিত্র রক্ত; অতএব হায়েয অবস্থায় তোমরা স্ত্রীদের সহবাস থেকে দূরে থাক এবং ভালোভাবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে গমন কর না (অর্থাৎ সহবাস করো না), তবে যখন উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে (বৈধ পন্থায়) তাদের নিকট যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী ও পরিছন্নতাপ্রিয় ব্যক্তিগণকে পছন্দ করেন।"

[সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২২২]

* হায়েয বা মাসিকের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল না করা পর্যন্ত ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা না জায়েয। গোসলের পূর্বে সহবাস করলে পাপী হবে।

* জেনে শুনে নিজ ইচ্ছায় ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে স্বামী পাপী হবে এবং তাকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। স্ত্রীর হুকুমও স্বামীর মতোই।

মুসতাহাযা (প্রদর রোগিণী): ঐ নারী যার মাসিকের সময়ের বাহিরেও রক্ত বের হতেই থাকে।

হায়েয ও ইসতিহাযার মধ্যে পার্থক্য

১. **হায়েয :** মহিলাদের জরায়ুর গভীরে 'আযেল' নামক একটি রগ হতে রক্ত বের হওয়াকে হায়েয বলা হয়। এ রক্তের রং কালো, ঘন-গাঢ় ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং বের হওয়ার পর জমাট বাঁধে না।

২. **ইসতিহাযা :** নারীদের জরায়ুর নিকটবর্তী 'আযেল' নামক একটি রগ থেকে রক্ত বের হওয়াকে ইসতিহাযা বলা হয়। এ রক্তের রং লাল, পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত নয় এবং বের হওয়ার পর জমে যায়; তা সাধারণ রগের রক্ত।

মুসতাহাযা নারীর গোসলের বর্ণনা : মুসতাহাযা নারী তার মাসিকের নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে মাত্র একবার গোসল করবে। প্রত্যেক সালাতের জন্য পৃথক ওযু করবে। লজ্জাস্থানে পরিষ্কার নেকড়া বা টিস্যু পেপার ইত্যাদি দিয়ে বন্ধ রাখবে।

মুসতাহাযা নারীর চার অবস্থা

১. মুসতাহাযা যদি মাসিকের নির্দিষ্ট সময় জানা আছে এমন নারী হয়, তাহলে সে সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষার পর গোসল করে সালাত (সালাত) আদায় করবে।

২. মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময় জানা না থাকলে ৬ বা ৭ দিন অপেক্ষার পর গোসল করে সালাত আদায় করবে; কেননা অধিকাংশ মাসিকের সময়কাল এমনই হয়ে থাকে।

৩. মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময় জানা নেই, তবে সে মাসিকের কালো ইত্যাদি রক্ত দেখে অন্য রক্ত থেকে পার্থক্য করতে পারে এমন নারী হয়, তাহলে তার চেনা অনুসারে মাসিকের রক্ত বন্ধ হলে গোসল করে সালাত আদায় করবে।

৪. আর যদি এমন নারী হয় যার মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময়ও নেই এবং সে মাসিকের কালো ইত্যাদি রক্ত দেখে অন্য রক্ত থেকে পার্থক্য করতেও পারে

না, তাহলে সে ৬ বা ৭ দিন অপেক্ষার পর গোসল করে সালাত আদায় করবে। এ প্রকারের নারীকে প্রারম্ভিক ঋতুবতী নারী বলা হয়।

নারীদের যেসব জিনিস বের হয় তার হুকুম : এ জাতীয় ইস্তিহাযার রক্তের ফোটা কোন নারীর বের হলে তা মাসিক বা প্রসূতির রক্ত বলে গণ্য হবে না। চার মাস পূর্ণ হওয়ার পরে পেটের বাচ্চা গর্ভপাত হলে যে রক্ত বের হবে তা নিফাস তথা প্রসূতির রক্ত বলে গণ্য হবে। আকৃতি বিহীন রক্ত বা গোশ্‌তের পিণ্ড গর্ভপাতের পরে রক্ত দেখা গেলেও তা নিফাস তথা প্রসূতি অন্তর্ভুক্ত হবে না। তিন মাস পরিপূর্ণ হওয়ার পর যদি আকৃতি ধারণকৃত গোশ্‌ত পিণ্ড গর্ভপাত হয়, তাহলে নিশ্চিত করবে তা বাচ্চা কি-না এবং তা নিফাস বা প্রসূতি কি-না।

* মুসতাহাযা মহিলার জন্য সালাত, রোযা, ইতেকাফ এবং অন্যান্য সকল ধরনের ইবাদত করা জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ : لاَ اِنَّ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلٰكِنْ دَعِى الصَّلاَةَ قَدْرَ الْاَيَّامِ الَّتِىْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَصَلِّى.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি ইসতিহাযার রোগিণী কখনো পবিত্র হই না, আমি সালাত ছাড়তে পারি? তিনি বললেন : না; কারণ এটা রগ থেকে নির্গত রক্ত। কিন্তু তুমি তোমার মাসিকের নির্দিষ্ট দিনগুলোর পরিমাণের সময় সালাত ত্যাগ কর। অত:পর গোসল করে সালাত আদায় কর।"

(বুখারী, হাদীস নং ৩২৫; মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৩)

* নারীদের মাসিক, প্রসূতি ও ছোট অপবিত্রতা অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করে তিলাওয়াত করা জায়েয আছে। তবে পবিত্র অবস্থায় তিলাওয়াত করাই উত্তম। (মাসিক ও প্রসূতি অবস্থায় নারীদের কুরআন তিলাওয়াত না করা প্রসঙ্গিত যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল অগ্রহণযোগ্য। তাই সঠিক মতে নারীদের প্রয়োজনে এ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা কোন অসুবিধা নেই। যেমন: ভুলে যাওয়ার ভয় থাকলে বা পরীক্ষার সময় কিংবা শিক্ষিকা ও ছাত্রী ইত্যাদি হলে।

দণ্ড-শাস্তির শ্রেণীভেদ

১. ব্যভিচারের দণ্ড-শাস্তি

যিনা-ব্যভিচার : নিজ স্ত্রী ব্যতীত বেগানা মহিলাদের সাথে অশ্লীল জাতীয় কাজকে যিনা-ব্যভিচার বলে।

যিনার হুকুম : যিনা করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। এটি একটি জঘন্যতম অপরাধ। আর মহান আল্লাহর সাথে শিরক ও নিরাপরাধী কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরের স্তরের কবিরা গুনাহ্। এর ঘৃণ্যতা ও নোংরাপনার বিভিন্ন রূপ রয়েছে। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা, মুহাররামাতের (যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম) সাথে যিনা এবং অন্যের স্ত্রীর সাথে যিনা সবচেয়ে জঘন্য যেনা।

যিনার ক্ষতি : যিনার ক্ষতি সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এটি দুনিয়াতে বংশকুল ও লজ্জাস্থান এবং ইজ্জত-সম্মান সংরক্ষণের যে নীতিমালা রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। যিনায় সকল ধরনের ক্ষতি কেন্দ্রিভূত হয়। এর দ্বারা বান্দার জন্য যাবতীয় পাপের দরজাগুলো খুলে যায়। এ ছাড়া জন্ম নেয় বহুবিধ মানসিক ও দৈহিক রোগ-বালাই। আর সৃষ্টি করে অভাব ও অনটনের উত্তরাধিকারী। ব্যভিচারীরা মানুষের নিকট ঘৃণিত ও অসম্মানিত বলে বিবেচিত হয়। ব্যভিচারীর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠে ফাসাদের চিহ্ন এবং হয়ে পড়ে মানুষ সমাজ থেকে নি:সঙ্গ।

যেনার শাস্তি বড় কঠিন। পৃথিবীতে বিবাহিতকে পাথর নিক্ষেপ করে রজম করার মতো কঠোর সাজা এবং অবিবাহিতকে ১০০ চাবুক ও নির্বাসন। আর তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে পরকালে কঠিন শাস্তি। সকল ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে জাহান্নামের আগুনের চুলায় একত্রিত করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"ব্যভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর–করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"

[সূরা নূর : আয়াত-২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ (رض) اَنَّ رَجُلًا مَنْ اَسْلَمَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهٖ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ اُحْصِنَ.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের একজন মানুষ রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট এসে যিনা করেছে স্বীকার করে নিজের ওপর চারটি সাক্ষ্য দেয়। অত:পর রাসূলে করীম ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হয়। আর সে বিবাহিত ছিল।"

(বুখারী, হাদীস নং ৬৮১৪; মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯১)

'মুহসিন' ও 'সাইয়েব' ঐ ব্যক্তিকে বলে যে সহীহ্ বিবাহ বন্ধন দ্বারা তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয় স্বাধীন ও শরিয়তের মুকাল্লাফ তথা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে। আর 'বিক্র' বলা হয় এর বিপরীত কুমারী মহিলাকে–যার সাথে বৈধভাবে সহবাস হয়নি।

যিনা-ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাকার উপায় : যৌন চাহিদা পূরণ ও বংশকুল সংরক্ষণের জন্য ইসলামী শরীয়ত বিবাহ্ ব্যবস্থাপনা করেছে যা নিরাপদের এক অনুপম নীতিমালা। ইসলাম এ শর'য়ী পথ ব্যতীত অন্য কোন কর্মকাণ্ড নিষেধ করত: পর্দা, চক্ষুকে সংযত করার নির্দেশ করেছে। আর নারীদেরকে তাদের

পায়ের অলংকারাদির ঝঙ্কার ও বেপর্দায় চলতে নিষেধ করেছে। আরো নিষেধ করেছে অবাধ মেলামেশা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং বেগানা পুরুষের সাথে একাকী মিলতে ও করমর্দন করতে। অনুরূপ নিষেধ করেছে মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়া সফর করতে। এ সমস্ত শুধুমাত্র যাতে করে নারী-পুরুষ যিনার মতো জঘন্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয়।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিনা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আদম ওপর তার যিনার অংশ লিখা হয়েছে যা সে অবশ্যই পাবে। অতএব, দু' চোখের যিনা হলো তাকানো। দু' কানের যিনা হলো শ্রবণ করা। জিহ্বার যিনা হচ্ছে কথা বলা। হাতের যিনা হলো ধরা। পায়ের যিনা হলো সে কাজের জন্য চলা। অন্তরের যিনা হলো সে দিকে ঝোঁকা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা করা। এরপর লজ্জাস্থান যিনাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।" (বুখারী, হাদীস নং ৬২৪৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৭)

যিনার শাস্তি

১. বিবাহিত নারী-পুরুষ হলে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা, চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক।

২. আর অবিবাহিত নারী-পুরুষ হলে ১০০ চাবুক এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। যদি দাস-দাসী হয় তাহলে ৫০ চাবুক। আর মহিলা হোক বা পুরুষ হোক তাদের জন্য নির্বাসন নেই।

যদি এমন কোন নারী (যার স্বামী নেই বা দাসী যার মালিক নেই) গর্ভবতী হয় এবং কোন ধরনের সংশয় না থাকে বা জোরপূর্বক না হয় তাহলে তাকে শাস্তি

দিতে হবে। যদি কেউ কোন নারীর সাথে জোরপূর্বক যিনা করে তাহলে তার শাস্তি হবে আর নারীর উপর কোন শাস্তি বর্তাবে না; কারণ সে অক্ষম ও অপারগ।

যিনার শাস্তির শর্তাবলী : যেনার শাস্তি প্রয়োগের জন্য তিনটি শর্ত :

১. জীবিত নারীর লজ্জাস্থানে পুরুষাংগের আসল মাথা প্রবেশ করানো।

২. কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ না থাকা। তাই যদি কেউ নিজের স্ত্রী ধারণা করে কারো সাথে সহবাস করে বসে তার ওপর শাস্তি নেই।

যিনা সাব্যস্ত হওয়া। এটি দু'ভাবে হতে পারে

ক. **স্বীকারোক্তির দ্বারা** : জ্ঞানবান ব্যক্তির একবার এবং দুর্বল বিবেক এমন ব্যক্তির জন্য চারবার স্বীকারোক্তি হতে হবে। আর দু'জন প্রসঙ্গেই সঙ্গমের হাকিকত সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সাজা বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত তার স্বীকারের ওপর স্থির থাকতে হবে।

খ. **সাক্ষী দ্বারা** : চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিমের এ বিষয়ে সাক্ষী দ্বারা শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে।

কার ওপর যিনার শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে

১. মুসলিম হোক বা কাফের হোক তার উপর যিনার শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ এ দণ্ড যিনা করার জন্য তাই কাফেরের ওপরেও ফরজ। যেমন ফরজ কেসাসে হত্যা ও চুরিতে হাত কাটা।

২. যদি বিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করে তাহলে প্রত্যেকের নিজ নিজ শাস্তি তথা বিবাহিতের জন্য রজম আর অবিবাহিতর জন্য চাবুক ও নির্বাসন।

৩. যদি স্বাধীন ব্যক্তি দাসীর সাথে কিংবা এর বিপরীত কোন স্বাধীন মহিলা দাসের সাথে যিনা করে তাহলে প্রত্যেকের বিধান অনুযায়ী শাস্তি হবে।

৪. ব্যভিচারীর উপর শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে যদি সে মুকাল্লাফ (শরিয়তের আজ্ঞাবহ) হয় এবং স্বেচ্ছায় ও হারাম জেনে করে। আর বিচারপতির নিকটে স্বীকার করে অথবা সাক্ষী প্রমাণ এবং আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হয়।

* মহিলা হোক বা পুরুষ হোক রজম করার সময় গর্ত খনন করা লাগবে না। কিন্তু মহিলার উপর পোশাক শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে করে উলঙ্গ না হয়ে যায়।

* যে কোন নারী যিনার দ্বারা গর্ভবতী হলে অথবা নিজে স্বীকার করলে তাকে সর্বপ্রথম রজম করবেন রাষ্ট্রপতি। অত:পর সাধারণ জনগণ। আর যদি চারজন সাক্ষী দ্বারা যিনা সাব্যস্ত হয়, তাহলে সাক্ষীরাই প্রথমে রজম করবে। অত:পর রাষ্ট্রপতি ও এরপর জনগণ।

যে অজ্ঞতায় শাস্তি বাস্তবায়ন করা নিষেধ : এ বিষয়ে অজ্ঞতার অজুহাত অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু কাজটি হারাম কি না সে বিষয়ে অজ্ঞতা কৈফিয়ত যোগ্য। অতএব, যার যিনা হারাম এ জ্ঞান আছে কিন্তু তার শাস্তি রজম বা চাবুক জানে না তার এ অজ্ঞতার অজুহাত চলবে না। বরং তার ওপর শাস্তি বাস্তবায়ন করা হবে।

যিনার পরে স্বামী-স্ত্রীর বিধান : কোন বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। অনুরূপ কোন বিবাহিতা মহিলা যিনা করলে তার স্বামী তার জন্য হারাম হবে না। কিন্তু তারা দু'জনেই জঘন্য গুনাহের কাজ সম্পাদন করেছে তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তওবা ও ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَاءَ سَبِيْلًا.

"তোমরা যিনার নিকটেও যেও না; কারণ এটি অশ্লীল ও মন্দ পথ।"

[সূরা–১৭ বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ . قُلْتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ : وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ : (اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ কোনটি?

তিনি ﷺ বললেন : "তুমি আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" সাহাবী বলেন: আমি তাঁকে বললাম : নিশ্চয় এটি কঠিন বিষয়। আবার বললাম: এরপর কোনটি? তিনি ﷺ বললেন : "তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে সে তোমার সাথে ভক্ষণ করবে।" সাহাবী বললেন : এরপর কোনটি? তিনি ﷺ বললেন : "তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।" (বুখারী, হাদীস নং ৬৮১১; মুসলিম, হাদীস নং ৮৬)

যে মুহাররামাত মহিলার সাথে যিনা করবে তার হুকুম : যে ব্যক্তি কোন মুহাররামাত (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) যেমন : আপন বোন, কন্যা ও বাবার স্ত্রী ইত্যাদি-এর সাথে হারাম জানা সত্ত্বেও যিনা করবে তাকে হত্যা করা ফরজ।

عَنْ الْبَرَاءِ (رضى) قَالَ أَصَبْتُ عَمِّى وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقَالَ : بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ، فَأَمَرَنِى أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ.

বারা ইবনে আজেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার চাচাকে ঝাণ্ডা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বললাম : কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন : আমাকে রাসূলে করীম ﷺ প্রেরণ করেছেন ঐ মানুষের নিকট যে তার বাবার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি ﷺ আমাকে নির্দেশ করেছেন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্যে এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্যে।"

(হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং ১৩৬২; নাসাঈ হাদীস নং ৩৩৩২)

সমকামিতা (Sodomy) : পুরুষে পুরুষে যিনা করা অর্থাৎ মলদ্বারে অশ্লীল কাজ করা এবং মহিলা বাদ দিয়ে পুরুষ দ্বারা যথেষ্ট মনে করা।

সমকামিতার কদর্যতা : এটি চরিত্র ও স্বভাব ধ্বংসী এক জঘন্যতম মস্তবড় অপরাধ। এর শাস্তি যিনার শাস্তির চেয়েও কঠিন; কারণ নিষিদ্ধতা বড় কঠোর। এটি মারাত্মক এক ব্যতিক্রমধর্মী যৌনচর্চা যার ফলে জটিল মানসিক ও দৈহিক রোগের জন্ম নেয়। লূত (আ)-এর জাতি এ অপকর্ম করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। আর তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া শেষ বিচার দিবসে রয়েছে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়াক আগুন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ. اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ.

"এবং আমি লূতকে পাঠিয়েছি। যখন সে নিজ জাতিকে বলল : তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে গোটা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশত: পুরুষের নিকট গমন কর মহিলাদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।" [সূরা–৭ আ'রাফ: আয়াত-৮০-৮৪]

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

فَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ - مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ.

"অবশেষে যখন আমার আদেশ পৌছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপুর করে নিচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর–পাথর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে অনেক দূরেও নয়।" (সূরা–১১ হূদ : আয়াত-৮২-৮৩)

সমকামিতার হুকুম : সমকামিতা হারাম। তার শাস্তি হলো বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক কর্তা ও কর্ম দু' জনকেই হত্যা করা। রাষ্ট্রপতি যেটা উপযুক্ত মনে করবেন তরবারি দ্বারা হত্যা অথবা পাথর নিক্ষেপ করে রজম বা এর অনুরূপ অন্য কিছু। কারণ রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন–

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ.

"তোমরা লূতের জাতির কর্ম অবস্থায় যাকে পাবে তার কর্তা ও কর্ম উভয়কে হত্যা করবে।" (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৪৬২, তিরমিযী হাঃ নং ১৪৫৬)

নারীদের সমকামিতা (Lesbianism) : এক নারী অপর নারীর গুপ্তাঙ্গের সঙ্গে ঘর্ষণ করে বীর্যপাত ঘটানোকে আরবীতে "সিহাক" বলে। এটি হারাম এবং এর জন্যে রয়েছে শাস্তি।

হস্তমৈথুন করার হুকুম : হস্তমৈথুন বা অন্য কোনভাবে বীর্যপাত ঘটানো সম্পূর্ণভাবে হারাম। আর রোযা রাখা এর বিকল্প ব্যবস্থা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

١. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ - اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ.

১. "আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। তবে স্ত্রী এবং দাসীদের ব্যতিরেকে এ বিষয়ে তারা তিরস্কৃত হবে না। কাজেই যারা এ ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করবে তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী।" [সূরা মু'মিনূন : আয়াত-৫-৭]

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে তারা যেন বিবাহ করে। কেননা এটি চোখকে হেফাজত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যারা বিবাহ করার সক্ষম রাখে না তাদের জন্য রোযা; কারণ রোযা তাদের যৌন চাহিদাকে সংযত করে।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৬ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০০)

কেউ কোন পশুর সাথে যিনা করলে রাষ্ট্রপতি বা বিচারক তার জন্য উপযুক্ত যে কোন শাস্তি দিবেন এবং পশুটিকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

২. অপবাদের শাস্তি

অপবাদ হলো : কোন সৎ পুরুষ বা কোন সতী-সাধ্বী মহিলাকে যিনা বা সমকামিতার অপবাদ দেয়া। অথবা কারো বংশ সম্বন্ধকে অস্বীকার করা। এ জাতীয় অপবাদ শাস্তি যোগ্য অন্যায়।

অপবাদের শাস্তি নির্ধারণের রহস্য : ইসলাম ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণের জন্য উৎসাহিত করেছে এবং যার দ্বারা কলঙ্কিত ও ধ্বংস হয়, তা থেকে নিষেধ করেছে। নেক ও সৎজনদের ইজ্জত-আব্রুকে কলঙ্কিত করা থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ দিয়েছে। আর অন্যায়ভাবে তাদের সম্মান নষ্ট করা হারাম করে দিয়েছে। এটি একমাত্র ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত হতে হেফাজত করার জন্য।

এমন কতিপয় মানুষ আছে যারা আল্লাহ্ যা হারাম করে দিয়েছেন যেমন: অপবাদ দেয়া এ বিষয়ে অগ্রসর হয়। আর বিভিন্ন কুমতলবে মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত করে। যখন নিয়তের বিষয়টি অপ্রকাশ্য তখন অপবাদদাতাকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাই যদি উপস্থিত করতে না পারে তবে তার উপর ৮০ চাবুক শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।

অপবাদের বিধান : অপবাদ দেয়া হারাম। এটি কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা অপবাদ দাতার উপর ইহকাল ও পরকালে কঠিন শাস্তি ফরজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ করেন−

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"আর যারা সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাদেরকে ৮০ বেত্রাঘাত করা এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসেক তথা নাফরমান।"

[সূরা-২৪ নূর: আয়াত-৪]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"নিশ্চয় যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ্ ঈমানদার মহিলাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।" [সূরা–২৪ নূর: আয়াত-২৩]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ؛ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا، وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : "তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে মুক্ত থাক। সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন : "আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা, যাদু' করা, কোন হক ব্যতীতই আল্লাহ যাদের হত্যা করা হারাম করেছেন তাদের হত্যা করা, ঘুষ গ্রহণ করা, এতিমের সম্পদ খাওয়া, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদ ফিরিয়ে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার মহিলাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।"

(বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ৮৯)

অপবাদের শাস্তি : স্বাধীন নারী-পুরুষ হলে ৮০ বেত্রাঘাত। আর দাস-দাসী হলে ৪০ বেত্রাঘাত মারতে হবে।

অপবাদের শব্দাবলী

১. **সুস্পষ্ট অপবাদ :** যেমন বলা: হে যিনাকারী! হে সমকামী! হে লম্পট! ইত্যাদি।

২. **ইঙ্গিতে বা পরোক্ষভাবে অপবাদ :** এমন শব্দ প্রয়োগ করা যা অপবাদ ও অন্য কিছুও বহন করে। যেমন: হে নিকৃষ্ট! হে ফাজের! ইত্যাদি। যদি এ

দ্বারা যিনার অপবাদ দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে অপবাদের শাস্তি দিতে হবে। আর যদি যিনার অপবাদের উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সাধারণ শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

অপবাদের শাস্তি ফরজ হওয়ার জন্য শর্তাবলী

১. অপবাদদাতা যেন মুকাল্লাফ তথা শরিয়তের আজ্ঞাবহ লোক হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকে এবং অপবাদীর বাবা-মা যেন না হয়।

২. অপবাদী যেন মুসলিম, স্বাধীন, সচ্চরিত্র ও সহবাস করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি হয়।

৩. অপবাদী যেন অপবাদ দাতার উপর শাস্তি দাবি করে।

৪. যেন শাস্তি ফরজ এমন যিনার অপবাদ দেয় এবং অপবাদ সাব্যস্ত না হয় এমন।

অপবাদের শাস্তি প্রমাণিত হওয়া : অপবাদী নিজে স্বীকার করলে অথবা অপবাদের পক্ষে দু' জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী দিলে অপবাদ প্রমাণিত হবে।

অপবাদ আরোপের শাস্তি : অপবাদক ও যার নামে অপবাদ দেয়া হয় তাদের ব্যক্তি বিশেষে শাস্তি কম বেশি হবে।

অপবাদ আরোপকারী দুই শ্রেণীর : প্রথমত, যদি অপবাদকারী স্বাধীন অথবা দাস হয় আর যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে মুহসিন হয়, তাহলে তার শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত।

দ্বিতীয়ত: যদি মুহসিন না এমন ব্যক্তিকে অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তার প্রতি কোন শাস্তি নেই। কিন্তু এ থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে হবে।

"মুহসিন" বলতে এখানে মুসলিম, স্বাধীন, শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, পূতপবিত্র ও দ্বীনদার ব্যক্তি, যার অনুরূপ মানুষ সহবাস করতে সক্ষম।

অপবাদের শাস্তি যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার হক। এ জন্য নিম্নের কার্যাদি আরোপ হবে : ক্ষমা করলে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। আর যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে না চাইলে শাস্তি বাস্তবায়ন করা যাবে না। আর দাসের প্রতিও পুরা ৮০ বেত্রাঘাত শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।

অপবাদের শাস্তি রহিত হওয়া : অপবাদী যিনার কথা স্বীকার করলে অথবা যিনা প্রমাণিত হলে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ কোন স্বামী স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ দেয়ার পর লি'আন করলে শাস্তি বাদ পড়ে যাবে।

অপবাদের শাস্তি প্রমাণিত হলে যা করতে হবে : অপবাদের শাস্তি প্রমাণিত হলে অপবাদ আরোপকারীর ওপর শাস্তি বাস্তবায়ন হবে। আর তওবা ব্যতীত তার কোন ধরনের সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে না এবং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ফাসেক বলে ভূষিত করতে হবে।

যিনা ও সমকামিতা না এমন দ্বারা কাউকে অপবাদ দিলে তার হুকুম : যদি যিনা বা সমকামিতা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে অপবাদ দেয় আর সে মিথ্যুক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সে একটি হারাম কাজ সম্পাদন করল। তবে অপবাদের শাস্তি হবে না, কিন্তু বিচারক যা উপযুক্ত মনে করেন তা শাস্তি দেবেন। যিনা ব্যতীত অন্য কিছুর অপবাদ যেমন: কুফুরি বা মুনাফিকি, অথবা মদপান কিংবা চুরি বা খিয়ানত ইত্যাদির অপবাদ দেয়া।

অপবাদ আরোপকারীর তওবার নিয়ম : অপবাদদাতার তওবা ইস্তিগফার তথা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া ও লজ্জিত হওয়া এবং এ দৃঢ় ইচ্ছা করা যে আর কোন দিন এ কাজ করবে না। আর নিজেকে অপবাদের বিষয়ে মিথ্যুক বলে বিবেচিত করা।

ফরায়েজ

আল্লাহর বাণী

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاۤءِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ص
نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ـ

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত। সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। [সূরা নিসা : আয়াত-৭-৮]

১. মিরাসের আহকাম

থ ফরায়েজ বিষয়ের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব : ফরায়েজ বিষয়ক জ্ঞান অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রতিদানের দিক থেকে অনেক উচ্চ ও মহান। এর গুরুত্বের ফলে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে অনেক আয়াতে এসবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ, ধন-সম্পদ ও তার ভাগ–বন্টন মানুষের কাছে এক লোভনীয় বিষয়। আর মিরাস সাধারণত: নারী-পুরুষ, ছোট-বড় দুর্বল–সবল সকল প্রকৃতির লোকদের মাঝেই হয়ে থাকে; যেন এক্ষেত্রে খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুপ্রবেশ না ঘটে। তাই মহান আল্লাহ নিজেই এর সুস্পষ্টভাবে ভাগ–বন্টন করে দিয়েছেন। এ ছাড়া আল্লাহ তাঁর স্বীয়

কিতাব কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইনসাফ ও নিজ জ্ঞানানুযায়ী সকলের কল্যাণ ভিত্তিক সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন।

মহানবী ﷺ ইলমে ফারায়েযের গুরুত্ব বিবেচনায় বলেছেন–

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ.

অর্থাৎ, তোমরা ইলমে ফারায়েয শিক্ষা গ্রহণ কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধেক।

মানুষের অবস্থাসমূহ

মানুষের দুটি অবস্থা : জীবন আর মরণ। ফরায়েজ বিদ্যায় বেশির ভাগ বিধি–বিধান মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইহা জ্ঞানের অর্ধেক এবং প্রতিটি মানুষই এ জ্ঞানের মখ্যাপেক্ষী।

জাহিলি যুগের লোকেরা ছোটদেরকে বঞ্চিত করে শুধু বড়দেরকে মিরাস দিত। এভাবে মহিলাদের বঞ্চিত করে কেবল পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার দিত। আর বর্তমানের জাহেলিয়াত নারীদেরকে তাদের অধিকারের উপরে পদ, কাজ ও সম্পদ দিয়েছে। এর ফলে অনিষ্ট বেড়েছে ও ফাসাদ-বিপর্যয় বিস্তার লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, ইসলাম নারী জাতিকে ইনসাফের ভিত্তিতে অধিকার দিয়েছে, উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে এবং অন্যান্যদের মতো তার উপযুক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

ফরায়েজ বিদ্যার পরিচয় : এটি এমন বিদ্যার নাম যা দ্বারা উত্তরাধিকার কোন্ ব্যক্তি পাবে, আর কে পাবে না এবং কে কী পরিমাণ পাবে তা জানা যায়। ইসলামি শাস্ত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মাঝে নির্ধারিত অংশে ভাগ করে দেওয়াকে ফরায়েজ বলে।

এর বিষয়বস্তু : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত (স্থাবর ও অস্থাবর) সমস্ত সম্পদ।

এর উপকারিতা : উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকের নিকট যার যার অধিকার পৌছে দেয়া।

ফারীযা : (সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ) ইহা হচ্ছে সেই নির্ধারিত অংশ যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যেমন : তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকারসমূহ : পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকার মোট পাঁচটি। ইহা বিদ্যমান থাকলে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। অধিকার ৫টি নিম্নরূপ

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

২. ঐসব অধিকারসমূহ আদায় করা যা সরাসরি পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত যেমন : বন্ধক ইত্যাদির সাহায্যে সংঘটিত ঋণ।

৩. সাধারণ ঋণ, চাই তা আল্লাহর হোক যেমন : জাকাত, কাফ্ফারা ইত্যাদি অথবা মানুষের হোক।

৪. এরপর অসিয়ত।

৫. পরিশেষে উত্তরাধিকার।

উত্তরাধিকারের ভিত্তিসমূহ : উত্তরাধিকারের ভিত্তি তিনটি

১. উত্তরাধিকারের মূল মালিক (মৃত ব্যক্তি)।

২. উত্তরাধিকারীগণ।

৩. মিরাস তথা পরিত্যক্ত সম্পদ।

উত্তরাধিকারের কারণসমূহ : উত্তরাধিকারের কারণ তিনটি :

১. সঠিক বিবাহ বন্ধন, যার ফলে স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হবে।

২. বংশীয় সম্পর্ক, ইহা মূল নিকটাত্মীয়তার সূত্রে হতে পারে যেমন : মাতা-পিতা, শাখাগত নিকটাত্মীয় যেমন : সন্তান-সন্ততি, পার্শ্বের আত্মীয়তা যেমন : ভাই, চাচা ও তাদের সন্তান-সন্ততি।

৩. অনুগ্রহের সম্পর্ক, এটি এমন এক সম্পর্ক যা কোন মনিব স্বীয় দাসমুক্তির অনুগ্রহ দ্বারা অর্জন করে থাকে, ফলে উক্ত দাস-দাসীর বংশীয় কিংবা নির্ধারিত অন্য কোন উত্তরাধিকার না থাকলে পূর্বের মনিব তার ওয়ারিস হবে।

উত্তরাধিকারের জন্য শর্তাবলি : মৃতের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্যে তিনটি শর্ত:

১. মৃত্যু সাব্যস্ত হওয়া।

২. মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর জীবিত থাকার প্রমাণ।

৩. উত্তরাধিকারী বানানোর কারণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন যেমন : বংশ বা বিবাহ কারণ কিংবা গোলাম আজাদ করার ওয়ালা তথা অধিকার।

উত্তরাধিকারের বাধাসমূহ : উত্তরাধিকার হওয়াতে বাধা মোট তিনটি জিনিস

১. **দাসত্ব :** এর ফলে দাস-দাসী উত্তরাধিকার পাবে না এবং অন্যকেও উত্তরাধিকারী বানাতে পারবে না; কেননা সে নিজ মনিবের অধীন।

২. **অন্যায়ভাবে হত্যা করা :** এর ফলে হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হলেও সে তার মিরাস পাবে না।

৩. **ধর্মের ভিন্নতা :** এর ফলে মুসলিম কাফেরের এবং কাফের মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

উসামা ইবনে জায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন : "মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না।"

(বুখারী হাদীস নং ৬৭৬৪ মুসলিম হাদীস নং ১৬১৪)

তালাকপ্রাপ্তার মিরাস

১. রাজ'য়ী (ফেরতযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত তার ও স্বামীর মধ্যে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে।

২. যে স্ত্রীকে স্বামী "তালাকে বায়েনা কুবরা" তথা চিরবিচ্ছেদ যোগ্য তালাক দিয়েছে যদি তা সুস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে কোনরূপ উত্তরাধিকার পাবে না। পক্ষান্তরে, আশঙ্কাপূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় যদি হয়ে থাকে এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ স্বামীর উপর না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায়ও উত্তরাধিকার পাবে না। তবে যদি স্বামীর উপর এ অভিযোগ সাব্যস্ত হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকার পাবে।

উত্তরাধিকারের প্রকার

১. **নির্ধারিত :** এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত থাকে যেমন : অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

২. **অনির্ধারিত :** এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে কোন উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত থাকে না।

কুরআনে উল্লেখিত নির্ধারিত অংশ মোট ৬ টি : অর্ধেক, চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ, এক-তৃতীয়াংশ, ষষ্ঠাংশ ও সেই সাথে অবশিষ্ট অংশের এক-তৃতীয়াংশ, ইহা এজতেহাদ দ্বারা সাব্যস্ত।

পুরুষ উত্তরাধিকারীরা

পুরুষ উত্তরাধিকারীরা বিস্তারিতভাবে মোট ১৫ জন : ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে ইত্যাদি, পিতা, দাদা, দাদার পিতা, তার পিতা ইত্যাদি, আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, বৈপিত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের সন্তান ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সন্তান, তার সন্তান, তার সন্তান ইত্যাদি, স্বামী, আপন চাচা, তার চাচা, তার চাচা-- , বৈমাত্রেয় চাচা, তার চাচা, তার চাচা----, আপন চাচার সন্তান ও বৈমাত্রেয় চাচার সন্তান তাদের সন্তান, তাদের সন্তান, কেবল দাস মুক্তকারী পুরুষ সন্তানগণ ও তার অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিবর্গ। এসব পুরুষ ব্যতীত অন্য আর যারা রয়েছে তারা সবাই আত্মীয় যেমন : মামারা, বৈপিত্রেয় ভাতিজা, বৈপিত্রেয় চাচা ও বৈপিত্রেয় চাচাত ভাই ইত্যাদি।

নারীদের মধ্যে ওয়ারিস

নারীদের মধ্যে ওয়ারিস সর্বমোট ১১ জন : মেয়ে, ছেলের মেয়ে তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে----, মা, নানী, নানীর মা, তার মা এভাবে উপর পর্যন্ত, দাদী, দাদীর মা, তার মা যদিও এভাবে মহিলানুক্রমে আরো উপরে যায়, দাদার মা, আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রীয় বোন, স্ত্রী ও দাস-দাসীমুক্তকারিণী।

নোট : এ ছাড়া যত মহিলা আছে সবাই রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কিন্তু ওয়ারিস নয়। যেমন : খালা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ ط نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا .

"মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে। এমনিভাবে মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে, যা কম বা বেশি নির্ধারিত অংশ।" [সূরা নিসা :৭]

২. উত্তরাধিকারীদের প্রকার

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

উত্তরাধিকারের প্রকার : ইহা দুই প্রকার : নির্ধারিত ও অনির্ধারিত। এই দুইয়ের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী মোট ৪ প্রকার

১. **যারা কেবল নির্ধারিত অংশ পাবে এরা মোট ৭জন :** মা, বৈপিত্রেয় ভাই, বৈপিত্রীয় বোন, নানী, দাদী, স্বামী ও স্ত্রী।

২. **যারা কেবল অনির্ধারিত অংশ পাবে তারা মোট ১২ জন :** ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে---, আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে, তাদের ছেলে, তাদের ছেলে---, আপন চাচা ও বৈমাত্রেয় চাচা, তাদের চাচা, তাদের চাচা-----,আপন চাচাত ভাই ও বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই, তাদের চাচাত ভাই, তাদের চাচাত ভাই---, দাস-দাসী মুক্তকারী ও দাস-দাসী মুক্তকারিণী।

৩. **যারা কখনো নির্ধারিত এবং কখনো অনির্ধারিত আবার কখনো উভয় প্রকার দ্বারা উত্তরাধিকার লাভ করে এরা মোট ২ জন :** পিতা ও দাদা। তাদের একেক জন শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে নির্ধারিতভাবে ষষ্ঠাংশ পাবে। আর তার সাথে শাখাজাত উত্তরাধিকারী না থাকলে সে এককভাবে অনির্ধারিত অংশ পাবে। নির্ধারিত ও অনির্ধারিতভাবে মহিলা শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে উত্তরাধিকার পাবে, যখন নির্ধারিত অংশের পর ষষ্ঠাংশের বেশি অবশিষ্ট থাকবে। যেমন : কোন ব্যক্তি মেয়ে, মাতা ও পিতা রেখে মারা গেল এক্ষেত্রে মোট অংশ ৬ থেকে মেয়ে পাবে অর্ধেক, মাতা ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট দুই অংশ নির্ধারিত ও অনির্ধারিতভাবে পিতা পেয়ে যাবে।

৪. **যারা কখনো নির্ধারিত আর কখনো অনির্ধারিতভাবে উত্তরাধিকার পায় এবং কোন সময়ই উভয় প্রকার এক সাথে পায় না, তারা মোট ৪ জন :** মেয়ে (এক বা ততোধিক), ছেলের মেয়ে (এক বা ততোধিক), তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে------, এক বা ততোধিক আপন বোন ও এক বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন। এরা শুধু নির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী হবে যতক্ষণ তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে না। সে হচ্ছে তাদের ভাই। আর যখন তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ

দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে তখন অনির্ধারিত অংশ লাভ করবে। যেমন : মেয়ের সাথে ছেলে, বোনের সাথে ভাই ও মেয়েদের সাথে বোনেরা থাকলে তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হিসাবে অংশ পাবে।

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সংখ্যা

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা ১১ জন : স্বামী, এক বা একাধিক স্ত্রী, মাতা, পিতা, দাদা, এক বা একাধিক দাদী, মেয়েরা, ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রেয় বোনেরা এবং বৈপিত্রীয় ভাই ও বৈপিত্রীয় বোনেরা। তাদের উত্তরাধিকার নিম্নরূপ।

১. স্বামীর মিরাস

স্বামীর মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. স্বামী তার স্ত্রীর অর্ধেক উত্তরাধিকার পাবে, যদি স্ত্রীর শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। আর শাখাজাত উত্তরাধিকারীরা হচ্ছে : ছেলে বা মেয়ে সন্তানরা এবং ছেলেদের সন্তানরা এবং তাদের পরবর্তী বংশধর। আর এখানে মেয়েদের সন্তানরা হলো যারা তাদের সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকারী না তারা।

২. স্বামী তার স্ত্রীর এক চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারী হবে যদি স্ত্রীর কোন সন্তানাদি থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ -

তোমাদের স্ত্রীদের কোন সন্তান না থাকলে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর তাদের সন্তান থাকলে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। তাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ আদায়ের পরে।

[সূরা নিসা : আয়াত-১২]

উদাহরণ

১. স্বামী, মা ও একজন সহদর ভাই রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে অর্ধেক, মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ, আর ভাই আসাবা হিসেবে বাকিটুকু পাবে।

২. স্বামী ও ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৪ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে এক-চতুর্থাংশ আর বাকি পাবে ছেলে।

২. স্ত্রীর মিরাস

স্ত্রীর মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. স্বামীর শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকলে স্ত্রী তার স্বামীর এক চতুর্থাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে।

২. যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কোন পক্ষের মাধ্যমে শাখাজাত উত্তরাধিকারী (ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনি) থাকে তবে স্ত্রী তার স্বামীর এক অষ্টমাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْدَيْنٍ -

আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক-অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পরে। [সূরা নিসা : আয়াত-১২]

একাধিক স্ত্রী হলে তারা সবাই এক চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশের অংশীদার হবে।

উদাহরণ

১. স্ত্রী, মা ও সহোদর একজন চাচা রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। এর মধ্যে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, মা এক-তৃতীয়াংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচা পাবে।

২. স্ত্রী ও ছেলে রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি পাবে ছেলে।

৩. তিনজন স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। তিনজন স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি ছেলে-মেয়ে–পুরুষের জন্য নারীর দ্বিগুণ হিসেবে।

৩. মায়ের মিরাস

মায়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. **তিনটি শর্তে এক-তৃতীয়াংশ :** ইহা তিনটি শর্তে উত্তরাধিকার পাবেন : শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকা, ভাই–বোনদের সাথে অংশিদারিত্বে শামিল না হওয়া এবং বিষয়টি দুই উমারিয়ার মাসয়ালার কোন একটি না হয়। (ফরায়েজ শাস্ত্রে মৃত ব্যক্তির মাতা–পিতার সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রী থাকলে, তাকে "উমারিয়াহ"-এর মাসয়ালা বলে; কারণ এ দ্বারা উমর ফারুক (রা) এ মাসয়ালার ফয়সালা করেছিলেন।)

২. **অষ্টমাংশ** : যদি মৃত ব্যক্তির শাখাজাত (সন্তান-সন্ততি) উত্তরাধিকারী থাকে কিংবা ভাই অথবা বোনদের কয়েকজন বিদ্যমান থাকে।

৩. **অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের এক ভাগ :** যদি দুই উমারিয়া যাকে 'গারাওয়াইন'ও বলা হয় এর মাসয়ালা হয়।

উমারিয়ার মাসয়ালা দু' টি হলো :

ক. **স্ত্রী, মা ও বাবা :** অংকটি ৪ দ্বারা হবে : অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে ৪ ধরে নিলে স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মায়ের জন্য অবশিষ্ট (স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর) অংশের এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অর্ধেক পিতার জন্য।

খ. **স্বামী, মা ও বাবা :** অংকটি ৬ দ্বারা হবে, অর্থাৎ সর্বমোট অংশ ৬ ভাগ ধরে করতে হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক তথা ৩, মায়ের জন্য (স্বামীর অংশ বণ্টনের পরে) অবশিষ্ট অংশের এক-তৃতীয়াংশ তথা ১ এবং অবশিষ্ট ২ পিতার জন্য।

মাকে অবশিষ্ট অংশের এক-তৃতীয়াংশ এ জন্য দেয়া হবে যাতে করে ইহা পিতার অংশের চেয়ে বেশি না হয়ে যায়; কারণ উভয় জন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। আর একজন পুরুষ দুজন মহিলার অংশের সমান অংশ যেন পায়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ج فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ -

আর মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রতিজন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মাতা এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার কৃত অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর তার মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। [সূরা নিসা : আয়াত-১১]

উদাহরণ

১. একজন মানুষ মা ও চাচা রেখে মালা গেল। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

২. একজন মানুষ মা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য।

৪. পিতার মিরাস

পিতার মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. পিতা নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন : এর জন্য শর্ত হলো : পুরুষ জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকা যেমন : ছেলে কিংবা ছেলের ছেলে এভাবে যদিও আরো নিচের হয়।

২. শাখাজাত উত্তরাধিকারী কোন মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে ইত্যাদি হলে, পিতা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশের মিরাস পাবেন। যেমন : মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়ে থাকা অবস্থায় তিনি নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন এবং অবশিষ্ট অংশ অনির্ধারিতভাবে লাভ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৩. মৃত ব্যক্তির শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী থাকলে, পিতা অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকার পাবেন।

আপন ভাইয়েরা কিংবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় ভাইদের কেহই পিতা ও দাদা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মিরাসের কোন অংশ পাবে না।

উদাহরণ

১. একজন মানুষ বাবা ও ছেলে রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য।

২. একজন মানুষ মা ও বাবা রেখে মারা গেল। মার জন্য এক-তৃতীয়াংশ আর বাকি বাবার জন্য।

৩. একজন মানুষ বাবা ও মেয়ে রেখে মারা গেল। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে।

৪. একজন মানুষ বাবা ও সহোদর ভাই কিংবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিস হবেন বাবা এবং বাবার কারণে ভাইয়েরা বাদ পড়ে যাবে।

৫. দাদার উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকারী দাদা তিনি যার মাঝে ও মৃত ব্যক্তির মাঝে কোন নারীর সম্পর্ক থাকবে না যেমন : পিতার পিতা। সুতরাং নানা উত্তরাধিকারী হবেন না; কারণ তার মাধ্যম মা নারী দ্বারা। দাদার উত্তরাধিকার পিতার মতোই কেবল উমারিয়ার দুটি প্রসঙ্গ ছাড়া; কেননা সে দুটিতে মা দাদার সাথে সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবেন। কিন্তু পিতার সাথে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবেন। এটি হবে স্বামী–স্ত্রী হিসাবে নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পরের ব্যাপার যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

দাদার মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. দাদা দুটি শর্তসাপেক্ষে এক-ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হবেন যথা : মৃতব্যক্তির শাখাজাত উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকা ও পিতা না থাকা।

২. দাদা উপরোক্ত অবস্থায় অনির্ধারিত অংশ পাবেন যখন মৃত ব্যক্তির কোন শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে না এবং যখন পিতাও থাকবেন না।

৩. দাদা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশ দ্বারা একই সাথে উত্তরাধিকার পাবেন। ইহা যখন মৃত ব্যক্তির মহিলা জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে যেমন : মেয়ে ও ছেলের মেয়ে ইত্যাদি।

উদাহরণ

১. একজন দাদা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য।

২. একজন মা ও দাদা ছেড়ে মারা গেল। অংক ৩ দ্বারা হবে। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি দাদার জন্য।

৩. একজন মারা গেল দাদা ও মেয়ে রেখে। অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ফরজ হিসেবে আর দাদার জন্যে ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে।

৬. দাদী ও নানীর উত্তরাধিকার

দাদী, নানী বলতে সেই উত্তরাধিকারিণী উদ্দেশ্য যিনি হবেন মায়ের মা নানী কিংবা পিতার মা দাদী ও দাদার মা (বড় দাদী) যদিও কেবল মহিলাদের মাধ্যমে আরো উপরে যায়। পিতার দিক থেকে তারা দুইজন ও মাতার দিক থেকে একজন।

মাতার জীবদ্দশায় দাদী–নানীরা কোন প্রকার উত্তরাধিকার (মিরাস) পাবেন না।

মা না থাকালে এক বা একাধিক দাদী–নানী হলে তাঁরা সকলে মিলে এক ষষ্ঠমাংশ পাবেন।

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদী বা নানীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য।

২. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী, মা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য এবং দাদী বা নানী মার জন্য বাদ পড়ে যাবে।

৭. মেয়েদের উত্তরাধিকার

মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. এক বা একাধিক মেয়ে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারিণী হবে যখন তাদের সাথে ভাই থাকবে। এক পুরুষ দুইজন মহিলার সমান পাবে।

২. মেয়ে একা হলে (ছেলে বা অন্য মেয়ে না থাকলে) অর্ধেক অংশ পাবে।

৩. মেয়েরা দুই বা ততোধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। শর্ত হলো : যদি অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারীতে পরিণতকারী তাদের ভাই না থাকা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এক পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে। তবে তারা দুয়ের উর্ধ্বে মেয়ে সন্তান হলে তারা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর মেয়ে একজন হলে সে অর্ধেক পাবে। [সূরা নিসা : আয়াত-১১]

উদাহরণ

১. একজন ব্যক্তি দাদী, মেয়ে ও ছেলে রেখে মারা গলে। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলে ও মেয়ের জন্য–পুরুষ নারীর চেয়ে দ্বিগুণ হিসেবে।

২. এক ব্যক্তি মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা, দু' জন মেয়ে ও দাদা রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর দু' মেয়ের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ।

৮. ছেলের মেয়েদের উত্তরাধিকার

ছেলের মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. এক বা একাধিক ছেলের মেয়ে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী হবে, যখন তার সাথে তার সমপর্যায়ের কোন ভাই থাকবে। আর সে হচ্ছে ছেলের ছেলে।

২. একজন ছেলের মেয়ে অর্ধেক উত্তরাধিকারিণী হবে যদি তার কোন ভাই-বোন এবং মৃত ব্যক্তির কোন ছেলে-মেয়ে না থাকে।

৩. ছেলের মেয়েরা একাধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। তবে শর্ত হলো : তাদের ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে না থাকা।

৪. একাধিক ছেলের মেয়েরা তাদের ভাই না থাকলে এক-ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি মৃতের কোন ছেলে না থাকে এবং একটি মাত্র মেয়ে থাকে যে অর্ধেকের মালিক।

নোট : এমনিভাবে ছেলের ছেলের মেয়েরা ছেলের মেয়ের সাথে উপরোক্ত নিয়মে অংশ পাবে।

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে মেয়ে ছেলের অর্ধেক পাবে।

২. এক ব্যক্তি ছেলের মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। ছেলের মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি দুইজন ছেলের মেয়ে ও সহোদর ভাই রেখে মারা গেল। মাসয়ালা ৩ দ্বারা হবে। দুই ছেলের মেয়ের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ আর বাকি সহোদর ভাইয়ের জন্য।

৪. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ও ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্য।

৯. আপন বোনদের উত্তরাধিকার

সহোদর বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. আপন বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। যদি তার ভাই না থাকে এবং মৃতের মূল তথা পিতা বা দাদা ও ভাই-বোন না থাকে।

২. আপন বোন একের অধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত হলো : তাদের কোন ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল তথা বাবা-দাদা না থাকা।

৩. এক বা একাধিক আপন বোন অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের সাথে তাদের ভাই থাকে। এমতাবস্থায় এক ভাই দুই বোনের সমান অংশ পাবে। এমনিভাবে তারা ভাই-বোন মৃতের মেয়েদের সাথে হলেও একইভাবে অংশ পাবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ـ

তারা তোমাকে প্রশ্ন করে তুমি বল : আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্বন্ধে উত্তর দিচ্ছেন : যদি কোন ব্যক্তি নি:সন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার বোন থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তার ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী হবে। তবে যদি দুই বোন থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তারা পাবে। [সূরা নিসা : আয়াত-১৭৬]

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি মা, সহোদর বোন ও দুইজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, সহদর বোনের জন্য অর্ধেক আর বৈমাত্রেয়া দুই বোনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, দুইজন সহোদর বোন ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলের জন্য।

৩. এক ব্যক্তি স্ত্রী, একজন সহোদর বোন, একজন সহোদর ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৪ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ আর বাকি ভাই ও বোনের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হিসেবে বন্টন হবে।

৪. এক ব্যক্তি স্ত্রী, মেয়ে ও সহোদর বোন রেখে মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ, মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি সহোদর বোনের জন্য।

১০. বৈমাত্রেয় বোনদের উত্তরাধিকার

বৈমাত্রেয় বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত হলো : সাথে তার কোন ভাই-বোন এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন না থাকা।

২. বৈমাত্রেয় একাধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে : শর্ত হলো : সাথে তার কোন ভাই এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন না থাকা।

৩. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন মৃতের শুধু আপন এক বোনের সাথে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের কোন ভাই এবং মৃতের আপন ভাই, মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়ে না থাকে।

৪. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন তাদের ভাইয়ের সাথে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। (এমতাবস্থায় এক পুরুষের জন্য দুই মহিলার সমান অংশ হবে।) মৃতের মেয়েদের সঙ্গেও তারা অনুরূপ অংশ পাবে।

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় বোনের জন্য অর্ধেক আর বৈপিত্রেয় দুই ভাইয়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, বৈমাত্রেয় দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা, বৈপিত্রেয় বোন, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় দুই বোন রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় বোনের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় দুই-বোনের জন্য ষষ্ঠাংশ আর সহোদর বোনের জন্য অর্ধেক।

৪. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি দুই বোন ও তাদের ভাইয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হিসেবে বণ্টন হবে।

৫. একজন মহিলা স্বামী, মেয়ে ও বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। অংক হবে ৪ দ্বারা। স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মেয়ের জন্যে অর্ধেক আর বাকি বোনের জন্যে।

১১. বৈপিত্রেয় ভাইদের উত্তরাধিকার

বৈপিত্রেয় ভাইদের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর পুরুষদের কোন প্রাধান্য নেই এবং তাদের মধ্যকার পুরুষ মহিলাদেরকে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী বানাতে

পারবে না, ফলে ভাই-বোন সবাই সমান অংশের উত্তরাধিকারী হবে। এদের পুরুষকে নারীরা টেনে এনে ওয়ারিস বানায়। এরা যার দ্বারা বারণ হয়ে কম পায়।

বৈপিত্রেয় ভাইদের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা বৈপিত্রেয় বোন একজন হলে এক-ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো : মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা দাদা থাকবে না।

২. বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোনরা একাধিক হলে এক-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো : মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা দাদা থাকবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْاُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۗءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَاۗرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۔

যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকেই এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি একাধিক হয় তবে তারা এক-তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে কৃত অসিয়ত পূরণের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর কারও অনিষ্ট না করে। ইহা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। [সূরা নিসা : ১২]

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি স্ত্রী ও বৈপিত্রেয় ভাই এবং সহোদর চাচার ছেলে রেখে মারা গেল। এ অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ আর বাকি সহোদর চাচার ছেলের জন্যে।

২. একজন মহিলা স্বামী, দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই ও সহোদর চাচা রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক, দুই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা-বাবা ও দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ এবং বাকি বাবার জন্যে। আর বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা বাবার কারণে বাদ পড়ে যাবে।

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের বিভিন্ন মাসায়েল : নির্ধারিত অংশ সংক্রান্ত উত্তরাধিকার বিষয়ের প্রসঙ্গগুলো মোট তিন প্রকার

১. অংশগুলো মূল অংকের সমান হলে একে " 'আদিলাহ্" বলা হয়।

উদাহরণ : স্বামী ও বোন, অংকটি দুই দ্বারা হবে, স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসেবে এক ও বোনের জন্য অর্ধেক হিসেবে অপর এক থাকবে।

২. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা কম হলে একে "নাক্বিসাহ্" বলা হয়। এ অবস্থায় অবশিষ্ট অংশ স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা পাবে। যদি এতে অনির্ধারিত অংশগুলো পূর্ণ সম্পত্তি শামিল না করে এবং কোন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকে, তাহলে তারাই এর অগ্রাধিকার যোগ্য হকদার হবে। আর তাদের অনির্ধারিত অংশ অনুপাতে গ্রহণ করবে।

উদাহরণ : স্ত্রী ও মেয়ে, অংকটি ৮ দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসেবে এক থাকবে এবং মেয়ের জন্য অনির্ধারিত অংশ ও অবশিষ্ট ফেরতযোগ্য অংশ হিসেবে সাত ভাগ থাকবে।

৩. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা বেশি হলে একে " 'আয়িলাহ্ " বলা হয়।

উদাহরণ : স্বামী ও বৈমাত্রেয়ী দুই বোন, এক্ষেত্রে স্বামীকে অর্ধেক দেয়া হলে বোনদ্বয়ের অধিকার দুই-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে না; তাই মূল অংক ছয় দ্বারা হবে যা বেড়ে সাতে দাঁড়াবে : স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসাবে তিন এবং দুই বোনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ হিসেবে চার, ফলে যার যার অংশ অনুপাতে প্রত্যেকের ভাগে কম পড়বে।

৩. আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা হলো : যারা নির্ধারিত অংশ ছাড়া উত্তরাধিকারী হয়।

অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ দুই প্রকার : ১. বংশ সূত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত।
২. কারণসাপেক্ষে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত।

১. বংশ সূত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ মোট তিন প্রকার

১. **অন্যের মাধ্যম ব্যতীত অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ :** এরা পুরুষ জাতীয় উত্তরাধিকারী কিন্তু স্বামী, বৈপিত্রেয় ভাই, দাস মুক্তকারী ব্যতীত যথা : ছেলে, ছেলের ছেলে যদিও নিচে যায়, পিতা, দাদা যদিও উপরে যায়, আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, আপন চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, আপন চাচার ছেলে যদিও নিচে যায়, বৈমাত্রেয় চাচার ছেলে যদিও নিচে যায়।

এদের মধ্যে যে একা থাকবে সে পূর্ণ সম্পত্তি পেয়ে যাবে। আর যখন নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সাথে থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা গ্রহণ করবে, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শামিল করে নিলে বাদ পড়ে যাবে।

অনির্ধারিত অংশে উত্তরাধিকারদানকারী পক্ষগুলোর একটি অপরটি অপেক্ষা নিকটবর্তী। পক্ষগুলো পর্যায়ক্রমে পাঁচটি : সন্তান পক্ষ, অত:পর পিতৃপক্ষ, এরপর ভাই ও ভাইয়ের সন্তান পক্ষ, অত:পর চাচারা ও তাদের সন্তান পক্ষ এবং সবশেষে দাস মুক্তকারী পক্ষ।

দু'জন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত এক সাথে হলে তাদের বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে যেমন–

ক. প্রথম অবস্থা এই যে, তার পক্ষ, স্তর ও ক্ষমতা সমান হবে যেমন : দুই ছেলে অথবা দুই চাচা। এমতাবস্থায় উভয়জন সমানভাবে অংশীদার হবে।

খ. দ্বিতীয় অবস্থায় এই যে, তারা পক্ষ ও স্তরে সমান হবে কিন্তু ক্ষমতায় ভিন্ন থাকবে যেমন : আপন চাচা ও বৈমাত্রেয় চাচা, এক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রাধান্য দেওয়া হবে, ফলে আপন চাচা উত্তরাধিকারী হবেন এবং বৈমাত্রেয় চাচা হবেন না।

গ. তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগতভাবে এক হবে, তবে স্তরে ভিন্ন হবে যেমন : ছেলে ও ছেলের ছেলে, এক্ষেত্রে স্তরের প্রাধান্য দেওয়া হবে, ফলে পূর্ণ সম্পত্তি ছেলের জন্য হয়ে যাবে।

ঘ. চতুর্থ অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগতভাবে ভিন্ন হবে, এমতাবস্থায় উওরাধিকারে পক্ষগতভাবে নিকটবর্তী ব্যক্তিকে দূরবর্তী ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হবে, যদিও সে স্তরের দিক থেকে দূরবর্তী হয় এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তি নিকটবর্তী হয়, ফলে ছেলের ছেলে পিতার উপর প্রাধান্য পাবে।

২. **অন্যের মধ্যস্থতায় অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ** : এরা মোট চারজন নারী যথা–

ক. এক অথবা একাধিক ছেলের মধ্যস্থতায় এক অথবা ততোধিক মেয়ে, এক অথবা একাধিক ছেলের মধ্যস্থতায়।

খ. এক অথবা একাধিক মেয়ের মেয়ে, এক অথবা একাধিক আপন ভাইয়ের মধ্যস্থতায়।

গ. এক অথবা একাধিক আপন বোন, এক অথবা একাধিক বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মধ্যস্থতায়।

ঘ. এক অথবা একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন। এরা উত্তরাধিকারে একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ হিসেবে পাবে এবং নির্ধারিত অংশের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি তারাই পাবে। কিন্তু যদি নির্ধারিত অংশ সবটুকু সম্পত্তি শেষ করে ফেলে তবে তারা বাদ পড়ে যাবে।

৩. **অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ** : এরা দুই প্রকার মানুষ যথা :

ক. এক অথবা একাধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের মেয়ের সাথে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা একাধিক আপন বোন।

খ. এক অথবা ততোধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের মেয়ে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন। বস্তুত: বোনেরা সব সময়ই মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়েদের সাথে তারা যতই নিচে যায় না কেন অনির্ধারিত অংশের অধিকারী হয়ে থাকে, তাই তারা নির্ধারিত অংশের পরের অবশিষ্ট সম্পত্তি পায়, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শেষ করে ফেললে তারা বাদ পড়ে যাবে।

২. কারণসাপেক্ষে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

এরা পুরুষ কিংবা মহিলা নির্বিশেষে দাস মুক্তকারী ও তারা সরাসরি অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন

وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

আর যদি তারা পুরুষ ও নারী ভাই-বোন হয় তবে পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে। আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে এ জন্য বর্ণনা করেছেন, যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। [সূরা নিসা : আয়াত-১৭৬]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেছেন : তোমরা উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও। অত:পর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিকটবর্তী পুরুষ লোকদের জন্য।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭৩২ মুসলিম হাদীস নং ১৬১৫)

মিরাসের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা

১. **উসূল-মূল :** প্রতিটি নিকটাত্মীয় যারা উপরের স্তরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয় যদি একই শ্রেণীর হয়। যেমন : বাবা দাদাকে বাদ করে দেয়, মা দাদী-নানীকে বাদ করে। আর মা দাদাকে বাদ করে দেয় না এবং বাবা দাদীকে বাদ করে না; কারণ একই শ্রেণীর না।

২. **ফরূ'-শাখা :** প্রতিটি পুরুষ যারা তার নিচের স্তরকে বাদ করে দেয়। চাই একই শ্রেণীর হোক বা ভিন্ন শ্রেণীর হোক। যেমন : ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়েকে বাদ করে দেয়। আর নারীরা তাদের নিচের স্তরকে বাদ করে না। তাই ছেলের মেয়ে মেয়ের সাথে মিরাস পাবে।

৩. **হাওয়াশী-পার্শ্ববর্তী আত্মীয় :** এদেরকে উসূল ও ফরূ'র প্রতিটি পুরুষ মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন বাবা ভাই ও বোনদেরকে বাদ করে

দেয় এবং ছেলে ভাই ও বোনদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। আর প্রতিটি নিকট পার্শ্ববর্তী আত্মীয় সর্বদা দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে দেয়। তাই ভাই ভাইয়ের ছেলেকে বাদ করে দেয়। আর নারীদের পার্শ্ববর্তীর মধ্যে বোনরা ছাড়া আর কেউ মিরাস পায় না।

৪. **ফরূ'দের মিরাসের নীতিমালা হলো :** কোন নারীর মাধ্যম দ্বারা যেন সম্পর্ক না হয়, চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। সুতরাং ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়ে দুই জনেই মিরাস পাবে। কিন্তু মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে মিরাস পাবে না; কারণ এদের সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে।

৫. উসূল-মূলের প্রত্যেকেই যারা ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক তারা মিরাস পাবে যেমন : দাদার মাগণ।

৬. দাদা সকল প্রকার ভাই-বোনদেরকে বাদ করে দেবে, চাই তারা সহোদর হোক বা বৈমাত্রেয় হোক কিংবা বৈপিত্রেয় হোক। আর চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। দাদা সম্পূর্ণ বাবার মতোই।

৭. দাদী-নানীরা শাখা ওয়ারিস থাক বা না থাক অথবা ভাই-বোনরা থাক বা না থাক কিংবা আসাবার সাথে হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারিণী হবেন।

৮. প্রতিটি দাদী-নানী যে ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক সে মিরাস পাবে যেমন : বাবার মা ও মার মা।

৯. স্ত্রীরা ও দাদী-নানীরা এক হোক বা একাধিক মিরাস একই হবে। তাই স্ত্রীগণ চতুর্থাংশে বা অষ্টমাংশে শরিক হবে এবং দাদী-নানীরা ষষ্ঠাংশে শরিক হবে।

১০. চারজনের ফরজ অংশ তাদের সংখ্যা বেশির কারণে বেড়ে যাবে না : তারা হলেন : স্ত্রীগণ, দাদী-নানীগণ, ছেলের মেয়েরা মেয়ের সাথে ও বৈমাত্রেয় বোনেরা সহোদর বোনের সাথে।

১১. যখন এইক স্তরে নারী ও পুরুষ একত্রে জমা হবে তখন পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে। যেমন : ছেলে ও মেয়ে অথবা বাবা ও মা উমারিয়ার দুই অংকতে (স্বামী ও বাবা-মা) ছয় থেকে এবং (স্ত্রী ও বাবা-মা) চার থেকে মায়ের জন্য বাকিরা এক তৃতীয়াংশ।

১২. ফরায়েজের বিধানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনরা ছাড়া আর কোন নারী-পুরুষ বরাবর হবে না। তাদের পুরুষ ও নারীরা মিরাসে সমান সমান।

১৩. বোনেরা সর্বদা মেয়েদের সাথে আসাবা হবে।

৪. বঞ্চিতকরণ

ইহা হলো : কারো পক্ষে উত্তরাধিকার পাওয়ার কোন কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাকে পূর্ণ কিংবা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করার নাম।

বঞ্চিতকরণ হচ্ছে উত্তরাধিকার বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় এক অধ্যায়। যে এ সম্পর্কে অবগত থাকবে না সে কখনো উত্তরাধিকারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিবে অথবা এমন ব্যক্তিকে অধিকার দিয়ে দিবে যে তার অধিকারী নয়। আর এই দুই অবস্থাতেই রয়েছে পাপ ও জুলুম।

আসাবার পক্ষগুলো : ছেলে যদিও নিচের স্তরে চলে যায় যেমন : ছেলের ছেলে-----, সহোদর ভাই---, বৈমাত্রেয় ভাই---, সহোদর ভাইয়ের ছেলে---, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে----, সহোদর চাচা----, বৈমাত্রেয় চাচা---, সহোদর চাচার ছেলে----, বৈমাত্রেয় চাচার ছেলে। এরা সকলে মানুষের আসাবা। এদের কেউ একাকী হলে সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করে নেবে। আর ফরজ অংশীদের সাথে বাকি অংশ তাদের হবে। যদি একজন মানুষ মারা যায় আর সহোদর ভাই ছাড়া আর কেউ না থাকে, তাহলে তারই জন্যে সমস্ত সম্পদ হবে।

উত্তরাধিকারীদের অবস্থাসমূহ : উত্তরাধিকারীরা এক সাথে হলে তাদের মোট ৩টি অবস্থা

১. যখন সব পুরুষরা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল তিনজন উত্তরাধিকার পাবে যথা : পিতা, পুত্র ও স্বামী। এদের অংক হবে ১২ দ্বারা : পিতার জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ হিসেবে দুই, স্বামীর জন্য এক-চতুর্থাংশ হিসেবে তিন। আর অবশিষ্ট সাত ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে।

২. যখন সমস্ত মহিলারা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল পাঁচজন উত্তরাধিকার পাবে যথা : স্ত্রী, মা, মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও আপন বোন। আর অন্যান্যরা সকলে বাদ পড়ে যাবে। এদের অংক হবে ২৪ দ্বারা ; স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৩। মায়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। মেয়ের জন্য অর্ধেক হিসেবে ২৪ থেকে ১২।

   ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৪। আর আপন বোনের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসেবে ২৪ থেকে থাকবে অবশিষ্ট মাত্র ১।

৩. যখন সকল পুরুষ ও সমস্ত মহিলা এক সাথে হবে তখন কেবল পাঁচজন উত্তরাধিকারী হবে যথা : পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী ও স্ত্রীর যে কোন একজন। এর দুই অবস্থা; যথা

ক. তাদের সাথে স্ত্রী থাকলে অংকটি ২৪ দ্বারা হবে : পিতার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৪। মায়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৪। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৩। আর অবশিষ্ট ২৪ থেকে ১৩ অনির্ধারিত অংশ হিসেবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে বণ্টন হবে।

খ. তাদের সাথে স্বামী থাকলে অংকটি ১২ দ্বারা হবে : পিতার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ১২ হতে ২। মায়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ১২ হতে ২। স্বামীর জন্য চতুর্থাংশ হিসেবে ১২ হতে ৩। আর অবশিষ্ট ১২ হতে ৫ অনির্ধারিত অংশ হিসেবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে বণ্টন হবে।

২. উসূল-মূল, ফরু'-শাখা ও হাওয়াশী-পার্শ্ববর্তী আত্মীয় : আত্মীয়রা মূল, শাখা ও পার্শ্ব।

মূল হলো : যাদের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো সকল বাবা ও মায়েরা।

শাখা হলো : যারা নিজের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো ছেলে ও মেয়েরা।

পার্শ্ব হলো : যারা নিজের মূল থেকে শাখা। এদের মধ্যে সকল ভাই-বোন ও চাচা ও মামারা প্রবেশ করবে।

মূল থেকে যারা আত্মীয় : প্রতিটি পুরুষ যার ও মৃত ব্যক্তির মাঝে নারীর মাধ্যম যেমন : মায়ের বাবা অর্থাৎ নানা।

শাখা থেকে যারা আত্মীয় : প্রতিটি পুরুষ যার ও মৃতু ব্যক্তির মাঝে নারীর মাধ্যম যেমন : মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে।

বঞ্চিত হওয়ার প্রকার

বঞ্চিত হওয়া মোট দুই ভাগে বিভক্ত

১. **বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বঞ্চিত হওয়া :** এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যে জড়িয়ে পড়ার নাম; যথা : দাসত্ব হত্যা ও ভিন্ন ধর্মের হওয়া। আর এটি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অতএব, যে ব্যক্তি এসব

বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি দ্বারা ভূষিত হবে সে উত্তরাধিকার পাবে না এবং তার থাকাকে না থাকা বলে বিবেচিত হবে।

২. **ব্যক্তি বিশেষের কারণে বঞ্চিত হওয়া :** এখানে যা উদ্দেশ্য তা হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির কারণে বারণ করার নাম।

এটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত : কম জাতীয় বারণ ও পূর্ণ বঞ্চিত জাতীয় বারণ এর বিবরণ নিম্নরূপ

১. কম জাতীয় বঞ্চিত : এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে বড় অংশ থেকে বারণ করা তথা বারণকারীর কারণে বারণকৃত ভাগে কম পড়ার নাম।

এটি আবার দুই প্রকার

প্রথম প্রকার : কম জাতীয় বঞ্চিত যার কারণ স্থানান্তর, ইহা চার প্রকার :

১. বঞ্চিত ব্যক্তি নির্ধারিত অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম নির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হবে। এরা মোট পাঁচ জন : স্বামী, স্ত্রী, মা, ছেলের মেয়ে ও বৈমাত্রেয়ী বোন। যেমন : স্বামীর অর্ধেক থেকে চতুর্থাংশে স্থানান্তরিত হওয়া।

২. অনির্ধারিত অংশ থেকে তদাপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা কেবল পিতা ও দাদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৩. নির্ধারিত অংশ থেকে তদাপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা অর্ধেকের অধিকারীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এরা হচ্ছে মেয়ে, ছেলের মেয়ে, আপন বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন যখন তাদের প্রত্যেকের সাথে স্বীয় ভাই থাকবে।

৪. অনির্ধারিত অংশ থেকে তার চেয়ে কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ফলে আপন অথবা বৈমাত্রেয়ী বোন মেয়ে অথবা ছেলের মেয়ের সাথে অবশিষ্ট অংশ পাবে যা হবে অর্ধেক, তবে তার সাথে তার ভাই থাকলে অবশিষ্ট অংশ তাদের দুইজনের মধ্যে বন্টন হবে। এতে পুরুষের জন্য দুই মহিলার অংশের সমান থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার : যার কারণ একাধিক অংশের সংমিশ্রণ , ইহা তিন প্রকার

১. এটি নির্ধারিত ফরজ অংশে হবে যা সাত জন উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যথা : দাদা, স্ত্রী, একাধিক মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রেয়ী বোনেরা, বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা।

২. **অনির্ধারিত অংশে সংমিশ্রণ** : ইহা প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশ প্রাপকদের ক্ষেত্রে হবে যেমন : ছেলেরা, ভাইয়েরা, চাচারা ও আরো অন্যান্য।

৩. মূল অংকের চেয়ে অংশ বেশি হওয়ার ভিত্তিতে একাধিক অংশের সংমিশ্রণ। আর এটি হবে নির্ধারিত অংশ প্রাপকগণের ক্ষেত্রে যখন তারা এক সাথে সবাই অংশীদার হবে।

২. **পূর্ণ জাতীয় বঞ্চিত :** এটি হচ্ছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম। এটি ছয়জন ব্যতীত অন্য সব উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরা হলো ছয়জন : পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে।

ব্যক্তির মাধ্যমে বঞ্চিতদের নীতিমালা

১. প্রত্যেক মূল উত্তরাধিকারী তার উপরের মূলকে বঞ্চিত করবে, ফলে পিতা দাদাদেরকে বঞ্চিত করবেন ও মাতা নানীদেরকে বঞ্চিত করবেন ইত্যাদি।

২. প্রত্যেক উত্তরাধিকারী সন্তান তার নিচের স্তরকে বঞ্চিত করবে, চাই সে সন্জাত ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, ফলে ছেলে ছেলের ছেলে-মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। আর মেয়েরা দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়া অবস্থায় তাদের নিচের মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু যদি মেয়েদেরকে কোন পুরুষ অনির্ধারিত অংশের অধিকারিণী বানায় তাহলে অবশিষ্ট অংশ পুরুষরা অনির্ধারিত অংশ হিসেবে পেয়ে যাবে।

৩. প্রত্যেক মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেক শাখা তথা আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ও তাদের সন্তানাদি এবং বৈপিত্রেয় ভাই, অনুরূপ আপন ও বৈমাত্রেয় চাচা ও তাদের ছেলেদেরকে বঞ্চিত করবে। আর নারীর মূল তথা মা ও দাদী অথবা মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা শুধুমাত্র বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে বঞ্চিত করবে অন্যান্যদেরকে না।

৪. পার্শ্ববর্তী তথা ভাই-বোন কিংবা চাচারা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে একজন অপর জনের সমতুল্য। অতএব, তাদের মধ্যে যে কেউ অনির্ধারিত অংশে

উত্তরাধিকারী হবে সে নিচের ব্যক্তিকে বঞ্চিত করবে। নিচ দিক বা নিকট কিংবা ক্ষমতার কারণে হয়। তাই বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বোনের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন ভাইয়ের ছেলে, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বৈমাত্রেয় বোনের কারণেও বঞ্চিত হবে। আর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে পূর্বোক্ত চারজন ও আপন ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন চাচা পূর্বোক্ত পাঁচজন ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্রেয় চাচা পূর্বোক্ত ছয়জন ও আপন চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। আপন চাচার ছেলে পূর্বোক্ত সাতজন ও বৈমাত্রেয় চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্রেয় চাচার ছেলে পূর্বোক্ত আটজন ও আপন চাচার ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা পুরুষের মূল তথা বাবা-দাদা ও ভাই-বোনদের উত্তরাধিকারীর কারণে বঞ্চিত হবে।

৫. মূল উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল মূল উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। আর শাখা উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল শাখা উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী (ভাই-বোন ও চাচা ও তাদের সন্তানাদি) উত্তরাধিকারীদেরকে মূল, শাখা ও পার্শ্ববর্তী সবাই বঞ্চিত করতে পারবে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৬. বঞ্চিত উত্তরাধিকারীরা মোট চার ভাগে বিভক্ত :

ক. যারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করবে কিন্তু তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করবে না যথা : মাতা-পিতা ও ছেলে-মেয়ে।

খ. যাদেরকে বঞ্চিত করা হবে কিন্তু তারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তারা হচ্ছে বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা।

গ. যারা না কাউকে বঞ্চিত করে আর না তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে, তারা হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী।

ঘ. যারা অন্যকে বঞ্চিত করে এবং তাদেরকেও অন্যরা বঞ্চিত করে, তারা হচ্ছে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ।

৭. দাস-দাসী আজাদকারী পুরুষ ও আজাদকারিণী মহিলা সে দাস-দাসীর নিকটবর্তী প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশীদারের কারণে বঞ্চিত হবে।

৫. অংকের মূল সংখ্যা নির্ণয়

মূল সংখ্যা নির্ণয় করা : সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্ণয়করণ যার দ্বারা কোন ভগ্নাংশ ছাড়াই মাসয়ালার অংক নির্দিষ্ট করা যাবে।

মূল সংখ্যা নির্ণয়করণের উপকারিতা : বণ্টন করার মূল সংখ্যাগুলো জানা যাবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনে সহজ হবে।

উত্তরাধিকারীদের অংকগুলোর তিন অবস্থা : প্রত্যেক অংকের মূল সংখ্যা উত্তরাধিকারীদের অবস্থা ভেদে ভিন্ন হবে :

১. যদি তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হয় তবে মূল সংখ্যা তাদের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে। এর নিয়ম হলো : পুরুষের জন্য দুই মহিলার সমান অংশ থাকবে। যেমন : কেউ এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেলে অংকটি তিন দ্বারা সংঘটিত হবে : ছেলের জন্য দুই ও মেয়ের জন্য এক থাকবে।

২. যদি মূল অংকে নির্ধারিত এক অংশের অধিকারী ও অনির্ধারিত অংশের অধিকারীরা থাকে তবে মূল অংক নির্ধারিত এক অংশের উৎস দ্বারা হবে। যেমন : কেউ স্ত্রী ও ছেলে রেখে মারা গেলে, অংকটি আট দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত অংশ হিসেবে এক-অষ্টমাংশ তথা এক থাকবে এবং ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তি সাত থাকবে।

৩. যখন মূল অংকে কেবল নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে অথবা তাদের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের প্রতি নিম্নলিখিত চারটি সম্বন্ধ অনুযায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে।

সম্বন্ধগুলো যথা : সদৃশ, পরস্পর অনুপ্রবেশ মূলক, অনুকূল জাত ও বৈপরীত্য মূলক। ফলটি হবে অংকের মূল সংখ্যা। আর নির্ধারিত অংশ যেমন : অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক-অষ্টমাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ। এতে দুই সদৃশ্যের ক্ষেত্রে যে কোন একটিকে যথেষ্ট মনে করা হবে, দুই পরস্পর অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্রে বড় সংখ্যাকে গ্রহণ করা হবে, অনুকূল জাত দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির অনুকূল সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ বা গুন দিতে হবে এবং বৈপরীত্য পূর্ণ দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির পূর্ণ সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ বা গুন দিতে হবে। যেমন : সদৃশ ($\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৩}$) অংশ পরস্পর

অনু প্রবেশ মূলক ($\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৬}$) অনুকূল মূলক (৮ ভাগে ১, ৬ ভাগের ১) ও বৈপরীত্য মূলক (২ ভাগের ৩, ৪ ভাগের ১) ইত্যাদি।

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের অংকের মূল সংখ্যা মোট সাতটি যথা : ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪।

নির্ধারিত অংশ প্রাপকদের পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে আর কোন অনির্ধারিত অংশ প্রাপক না থাকে তবে স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব নির্ধারিত অংশ প্রাপকদের ওপর সেই অনুপাতে তা ফেরত আসবে। যেমন : স্বামী ও মেয়ে, অংকটি চার দ্বারা হবে, স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসেবে এক থাকবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি নির্ধারিত অংশ ও ফেরত হিসেবে মেয়ের জন্য থাকবে। এভাবেই অন্যান্যগুলো করতে হবে।

৬. পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন

পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি চাই তা মাল-সম্পদ হোক বা অন্য কিছু।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পন্থাসমূহ : পরিত্যক্ত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অনুযায়ী বণ্টন করা যাবে :

১. **সম্বন্ধ করণের পদ্ধতি : ইহা হলো :** প্রত্যেক অংশীদারের মূল অংক থেকে তার পাওনাকে তার প্রতি সম্বন্ধ করবে এবং সে অনুপাতে তাকে সম্পত্তি দেওয়া হবে। যদি কেউ মরণকালে (স্ত্রী, মা ও চাচা) রেখে যায়, আর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ১২০ হয়, তবে ১২ দ্বারা অংক হবে, স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসেবে তিন থাকবে, মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে চার থাকবে এবং চাচার জন্য অবশিষ্ট পাঁচ থাকবে। ফলে অংকের সাথে স্ত্রীর তিনের সম্বন্ধ হচ্ছে এক চতুর্থাংশের। অতএব, সে সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ হিসেবে ত্রিশ পাবে, মায়ের চারের সম্বন্ধ হচ্ছে এক-তৃতীয়াংশের। অতএব, তিনি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে চল্লিশ পাবেন। চাচার পাঁচের সম্বন্ধ হচ্ছে এক-চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠাংশের। অতএব, তিনি সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠমাংশ হিসেবে পঞ্চাশ পাবেন।

২. ইচ্ছা করলে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশকে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পূরণ বা গুন দিয়ে অত:পর গুনফলকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে তার সম্পত্তির অংশ বেরিয়ে আসবে। অতএব, পূর্বোক্ত অংকে স্ত্রীর এক-চতুর্থাংশ হিসাবে প্রাপ্তিকে পূর্ণ সম্পত্তি (১২০) দ্বারা পূরণ বা গুন দিলে গুনফল (৩২০)কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করলে তার অংশ হবে (৩০)। অনুরূপ বাকিগুলোতেও।

৩. ইচ্ছা করলে সম্পত্তিকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিয়ে ভাগ ফলকে অংকের প্রাপ্ত উত্তরাধিকারীর অংশ দ্বারা পূরণ করতে হবে। আর এ গুনফল হবে সম্পত্তি থেকে তার অংশ। অতএব, পূর্বোক্ত অংকে পূর্ণসম্পত্তি (১২০)-কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফল (১০)-কে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশের সাথে পূরণ দিতে হবে। ফলে পূর্বোক্ত অংকে মার অংশ এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে চারকে দশ দ্বারা গুণ দিলে (১০ × ৪=৪০) ইহা সম্পত্তিতে মায়ের পাওনা অংশ। অনুরূপ বাকিরাও।

মিরাছ বন্টনের সময় যারা হাজির হবে তাদের কিছু দেওয়ার বিধান : মিরাছ বন্টনের সময় যদি মৃতের যারা উত্তরাধিকারী নয় তারা বা এতিমরা কিংবা যাদের কোন সম্পদ নেই তারা হাজির হয়, তাহলে মিরাছ বন্টনের পূর্বে তাদেরকে সম্পদ থেকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব।

আল্লাহ তা''আলার বাণী

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ـ

"আর যখন মিরাছ বন্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন ও এতিম এবং মিসকিনরা হাজির হয় তখন তাদেরকে তা থেকে কিছু দান কর। আর তাদেরকে উত্তম কথা বল।"

[সূরা নিসা : আয়াত-৮]

উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলোর প্রকার

উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলো তিন প্রকার

প্রথম : মাসয়ালা আদিলা : এ হলো প্রত্যেকের অংশের যোগফল মূল অংকের সাথে সমান হওয়া। যেমন : স্বামী ও সহোদর বোন যার অংক হবে ২ দ্বারা। প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক করে। সুতরাং দুই অংশ মূল অংকের সমান।

দ্বিতীয় : মাসয়ালা নাকিসা : এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংক থেকে কম হওয়া। যেমন : স্ত্রী ও বৈপিত্রেয়া বোন যার অংক হবে ১২ দ্বারা। স্ত্রীর জন্যে এক-চতুর্থাংশ (৩) ও বৈপিত্রেয়া বোনের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২)। অতএব, যোগফল (৩ + ৫=৮) যা মূল অংক (১২)-এর চেয়ে কম।

তৃতীয় : মাসয়ালা 'আয়িলা : এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংকের চেয়ে বেশি হওয়া। যেমন : মা, বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ও সহোদর বোন দুইজন। অংক ৬ দ্বারা এর মধ্যে মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ। (১) বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ। (২) এবং দুই সহোদর বোনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ (৪)। যোগফল (৭) যা মূল অংক (৬) হতে অধিক। তাই মাসয়ালা 'আয়িলা (৭) দিয়ে।

ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীদের প্রকারভেদ

ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীরা পাঁচ প্রকার

১. শুধুমাত্র ফরজ অংশীদারগণ। এরা হলো : স্বামী-স্ত্রী, মা ও মায়ের সন্তানরা।

২. শুধুমাত্র আসাবা অংশীদারগণ। এরা হলো : ছেলেরা ও ছেলেদের ছেলেরা, ভাইয়েরা ও ভাইদের ছেলেরা ও চাচারা ও চাচাদের ছেলেরা।

৩. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং আবার আসাবা অংশীদারও যেমন : বাবা ও দাদা।

৪. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং অন্যের দ্বারা আসাবা। যেমন : বোনেরা মেয়েদের সাথে।

৫. যারা না ফরজ অংশীদার আর না আসাবা অংশীদার। এরা হলো আত্মীয়-স্বজন।

৭. 'আওল বা অংশ বেড়ে যাওয়া

'আওল বলে : অংশ বেড়ে যাওয়া ও হিস্‌সা কমে যাওয়া। অর্থাৎ– পরিত্যক্ত সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা।

অংশীদারগণের প্রতি অংশ বেড়ে যাওয়ার প্রভাব : মাসয়ালাতে 'আওল তথা অংশ বেড়ে গেলে প্রত্যেক অংশীদারের হিস্‌সা কমে যাবে।

'আওল হিসেবে মূল মাসায়ালাগুলোর প্রকার : মাসায়ালাগুলোর মূল সাতটি : (২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪)। 'আওল হওয়া না হওয়ার দিক থেকে মাসায়েলগুলোর মূল দুই প্রকার :

প্রথম : যেসব মূল মাসায়ালাগুলোতে 'আওল হবে না সেগুলো চারটি : (২, ৩, ৪, ৮)।

দ্বিতীয় : যেসব মূল মাসায়ালাগুলোতে 'আওল হবে সেগুলো তিনটি : (৬, ১২, ২৪)।

মূল মাসায়েল-এর 'আওলের শেষ

১. মূল (৬)-এর 'আওল হবে চারবার :

ক. সাত পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা তার স্বামী এবং দুইজন সহোদর বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা (৬) দ্বারা হবে এবং (৭) পর্যন্ত 'আওল তথা বেড়ে যাবে। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩) এবং দুই বোনের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৪) অর্থাৎ– (৩+৪=৭)।

খ. আট পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : যদি একজন মহিলা তার স্বামী, একজন সহোদর বোন ও বৈপিত্রেয় দুই বোন রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে ৬ দ্বারা যা 'আওল হয়ে দাঁড়াবে (৮)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), সহোদর বোনের জন্যে অর্ধেক (৩) এবং বৈপিত্রেয় দুই বোনের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ-(৩+৩+২=৮)।

গ. নয় পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা স্বামী, দুইজন সহোদর বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা 'আওল হয়ে পৌছবে (৯)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), দুই সহোদর বোনের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৪) এবং দুই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ–(৩+৪+২=৯)

ঘ. দশ পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা স্বামী, মা, দুইজন সহদর বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা 'আওল হয়ে দাঁড়াবে (১০)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১), দুই সহোদর বোনের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৪) এবং বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ– (৩+১+৪+২=১০)

২. মূল (১২)-এর 'আওল হবে তিনবার :

ক. তেরো পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা ও মেয়ে ছেড়ে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা 'আওল তথা বেড়ে হবে (১৩)। স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৬) অর্থাৎ–(৩+২+২+৬=১৩)।

খ. পনেরো পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা গেল। মাসয়ালা (১২) দ্বারা হবে যা 'আওল হয়ে (১৫) দাঁড়াবে। স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং দুই মেয়ের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৮) অর্থাৎ–(৩+২+২+৮=১৫)।

গ. সতেরো পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, মা, দুইজন বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা বেড়ে হবে (১৭)। স্ত্রীর জন্যে এক-চতুর্থাংশ (৩), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), দুইজন বৈমাত্রেয় বোনের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৮) ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ (৪) অর্থাৎ–(৩+২+৮+৪=১৭)।

৩. মূল (২৪)-এর 'আওল হবে মাত্র একবার (২৭) পর্যন্ত : উদাহরণ : যদি একজন ব্যক্তি তার স্ত্রী, বাবা, মা ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে (২৪) দ্বারা যা 'আওল হয়ে (২৭) পর্যন্ত দাঁড়াবে। স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪) ও দুই মেয়ের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (১৬) অর্থাৎ– (৩+৪+৪+১৬=২৭)।

৮. রদ্দ-ফেরত দেওয়া

রদ্দ বলে : মাসয়ালার বাকি অংশ ফরজ অংশীদারদের মাঝে যারা হকদার তাদেরকে ফেরত দেওয়া। অর্থাৎ– পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ বাকি থেকে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা।

রদ্দ–এর কারণ : অংশে কম ও হিস্সায় বেশি হওয়া। ইহা 'আওলের বিপরীত।

রদ্দ–এর প্রভাব : রদ্দ তথা ফেরত দেওয়ার ফলে অংশীদারগণের হিস্সা বেড়ে যাবে।

যাদের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে : স্বামী-স্ত্রী, বাবা ও দাদা ছাড়া সকল ফরজ অংশীদারগণের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে। এরা হলো আটজন : মেয়ে, ছেলের মেয়ে, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, মা, দাদী-নানী, বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন।

রদ্দ-ফেরত দেওয়ার শর্তাবলি : রদ্দ-ফেরত দেওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। যথা-

১. ফরজ অংশীদারগণ যেন মাসয়ালা সম্পূর্ণ পরিব্যপ্ত না করে ফেলে; কারণ পরিব্যপ্ত করলে বাকি কিছুই থাকবে না যা ফেরতযোগ্য হবে।

২. কোন আসাবা যেন না থাকে; কারণ আসাবা ব্যক্তি বাকি অংশ নিয়ে নেবে, যার ফলে বাকি থাকবে না যা রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে।

৩. ফরজ অংশীদারগণের উপস্থিত থাকা।

রদ্দ-ফেরতের মাসয়ালার অংক করার পদ্ধতি : যাদের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকবে অথবা থাকবে না।

১. **যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন না থাকে তাহলে তাদের তিন অবস্থা :**
প্রথম অবস্থা : তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন থাকবে। যেমন : মেয়ে বা বোন। সে ফরজ ও রদ্দ-ফেরত হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা : তাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক শ্রেণীর অংশীদার থাকবে। যেমন : মেয়েরা বা বোনেরা। এদের সংখ্যা দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে। যেমন যদি মৃত ব্যক্তি তিনজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে তাদের সংখ্যা তিন দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থা : তাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর অংশীদার উপস্থিত থাকবে। এ অবস্থায় প্রত্যেক ফরজ অংশীদারকে তার ফরজ অংশ দিতে হবে। আর মাসয়ালা এমনভাবে করতে হবে যেন তাতে কোন রদ্দ-ফেরত না থাকে। রদ্দ-ফেরতের সকল মাসয়ালার মূল (৬) দ্বারা হবে। অত:পর ফরজ অংশগুলো একত্র করতে হবে যা রদ্দের মূল দাঁড়াবে।

উদাহরণ : একজন মানুষ একজন মেয়ে ও একজন ছেলের মেয়ে রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা রদ্দের মাধ্যমে দাঁড়াবে (৪)। সুতরাং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৩) আর ছেলের মেয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) এবং বাকি (২)। তাই মূল মাসয়ালার ফরজ অংশগুলোর মোট (৪)-কে রদ্দের মূল

মাসয়ালা করা হবে। অতএব, মেয়ে পাবে (৩) ফরজ ও রদ্দ হিসেবে এবং ছেলের মেয়ে পাবে (১) ফরজ ও রদ্দ হিসেবে। এভাবে রদ্দের মাসয়ালা করতে হবে।

২. **যদি তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকে :** এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন তার ফরজ অংশ মূল সম্পত্তি থেকে নেবে। আর বাকি ফরজ অংশীদারগণ তাদের মাথাপিছু পাবে। চাই তারা একই শ্রেণীর হোক। যেমন : এক মেয়ে অথবা একাধিক যেমন : তিন মেয়ে অথবা একাধিক শ্রেণীর হোক যেমন : মা ও মেয়ে।

৯. আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছ

আত্মীয়-স্বজন : ঐ সকল আত্মীয় যারা না নির্ধারিত অংশ দ্বারা আর না আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশ হিসেবে মিরাছ পায়।

আত্মীয়-স্বজনরা দু'টি শর্তে মিরাছ পাবে : (এক) স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ না থাকা। (দুই) আসাবাগণ (যাদের মিরাছ অনির্ধারিত অংশ)-এরা না থাকা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ

বস্তুত: যারা আত্মীয়-স্বজন, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে অবগত। [সূরা আনফাল :৭৫]

আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছের নিয়ম : যারই সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে সে মিরাছ পাবে না যেমন : মা, মেয়ের ছেলে, বোনের মেয়ে। কিন্তু তারা আত্মীয়-স্বজন। আর তাদের তিনটি দিক : পুত্রত্ব, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব।

আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছ প্রত্যেককে তার স্থানে অবতারণ করে করতে হবে। তাই প্রত্যেক আত্মীয়কে যার দ্বারা সে প্রকাশ পায় তার স্থানে অবতারণ করতে

হবে। অত:পর যাদের দ্বারা প্রকাশ পায় তাদের প্রতি সম্পত্তি বন্টন করে প্রত্যেকের জন্য যা হবে তাই প্রত্যেক আত্মীয় গ্রহণ করবে যেমন−

১. মেয়েদের সন্তান ও ছেলেদের মেয়েদের সন্তানরা তাদের মায়ের স্থানে।

২. ভাইদের মেয়েরা ও তাদের ছেলেদের মেয়েরা তাদের বাবাদের স্থানে। আর বৈমাত্রেয় ভাইদের সন্তানরা বৈমাত্রেয় ভাইদের স্থানে। আর সকল বোনদের সন্তানরা তাদের মাগণের স্থানে।

৩. মামারা ও খালারা এবং নানা মায়ের মতোই।

৪. ফুফুরা ও বৈমাত্রেয় চাচারা বাবার ন্যায়।

৫. মায়ের অথবা বাবার পক্ষের ঝরে যাওয়া নানী ও দাদীরা। যেমন : নানার মা ও দাদার বাবার মা। প্রথম জন নানীর স্থানে আর দ্বিতীয় জন দাদীর স্থানে।

৬. বাবা অথবা মায়ের পক্ষের ঝরে যাওয়া দাদাগণ। যেমন : বাবার মায়ের বাবা ও মায়ের বাবার বাবা। প্রথম জন মায়ের স্থানে আর দ্বিতীয় জন দাদীর স্থানে।

যে কেউ পূর্বে উল্লেখিত কোন একটি বিভাগের দ্বারা সম্পৃক্ত হবে সে যার দ্বারা সম্পৃক্ত হবে তারই স্থানে হবে যেমন : ফুফুর ফুফু ও খালার খালা ইত্যাদি।

১০. পেটের বাচ্চার মিরাছ

মায়ের পেটের বাচ্চাকে আরবিতে "হামল" ও "জানীন" বলা হয়।

পেটের বাচ্চা যখন মিরাছ পাবে : পেটের বাচ্চা মিরাছ পাবে যদি সে আওয়াজ করে মার পেট থেকে জন্মগ্রহণ করে। আর উত্তরাধিকারকের মৃত্যুর সময় যেন মায়ের গর্ভে থাকে যদিও নুতফা তথা ভ্রূণ হোক না কেন। জন্মগ্রহণ আওয়াজ করে বা হাঁচি দিয়ে কিংবা কেঁদে ইত্যাদি ভাবে হতে পারে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ بَنِى اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক আদম সন্তানকে শয়তান তার জন্মের সময় স্পর্শ করে। তাই শয়তানের স্পর্শের কারণে চিল্লিয়ে উঠে। কিন্তু মরিয়ম (রা:) ও তাঁর সন্তান (ঈসা (আ) ব্যতীত। (বুখারী হাদীস নং ৩৪৩১ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ২৩৬৬)

যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের মাঝে পেটের বাচ্চাও আছে তাদের দুই অবস্থা

১. হয়তো পেটের বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও বাচ্চার অবস্থা প্রকাশ পাবে, এরপর সম্পদ বন্টন করবে।

২. অথবা বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই বন্টন করবে। এ অবস্থায় পেটের বাচ্চার জন্য দুইজন ছেলে বা মেয়ের মিরাছের চেয়ে বেশি রেখে বাকিরা বন্টন করে নেবে। আর যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন সে তার অধিকার নেবে আর যা বাকি থাকবে তা তার হকদাররা গ্রহণ করবে। আর যাকে পেটের বাচ্চা বারণ করে না যেমন : দাদা তিনি তার পূর্ণ হক নিয়ে নেবে। আর যার হক কমিয়ে দেয় যেমন : স্ত্রী ও মা তারা কম নিবে। আর যে পেটের বাচ্চার কারণে বাদ পড়ে যায় তাকে কিছুই দেওয়া হবে না যেমন ভাইয়েরা। এর অংশ বিরত রাখতে হবে যতক্ষণ বাচ্চা না জন্মে।

অতএব, যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রী, দাদী ও সহোদর ভাই রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা (২৪) দ্বারা হবে। দাদীর জন্যে ষষ্ঠাংশ চাই স্ত্রীর পেটের বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে কিংবা মৃত্যু হোক। আর স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ যদি বাচ্চা জীবিত জন্মগ্রহণ করে এবং এক-চতুর্থাংশ মৃত্যু জন্ম গ্রহণ করলে। স্ত্রীকে যা একিন তথা অষ্টমাংশ দেবে। আর সহোদর ভাই যদি বাচ্চা ছেলে হয় তাহলে বাদ পড়ে যাবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে বাকি অংশ পরে পাবে। আর যদি মৃত্যু জন্মগ্রহণ করে বাকি অংশ নেবে। তাই তার মিরাছ দেওয়া বিরত থাকবে।

১১. হিজড়াদের মিরাছ

খুনছা তথা হিজড়া বলা হয় যাদের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়লিঙ্গ থাকে।

খুনছা তথা উভয়লিঙ্গদের (হিজড়া) মিরাছের নিয়ম

১. খুনছার অবস্থা যদি অস্পষ্ট হয় তবে পুরুষের অর্ধেক ও মহিলার অর্ধেক মিরাছ পাবে।

২. যদি খুনছার অবস্থা প্রকাশ হওয়ার আশা করা যায় তবে তার বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি অপেক্ষা না করে ভাগ-বন্টন করতে

চায় তবে খুনছা ও তার সঙ্গে যারা আছে তাদের সাথে ক্ষতি তথা কম দ্বারা কাজ সারতে হবে। আর বাকিগুলো আটকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ খুনছার অবস্থা পার্থক্য না করা যায়। এ অবস্থায় খুনছাকে পুরুষ ধরে কাজ করতে হবে। অত:পর আবার তাকে মহিলা হিসেবে ধরতে হবে। আর খুনছা ও তার সঙ্গের ওয়ারিছদেরকে দুই অংশের কমটা দিতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার অবস্থার পার্থক্য না করা পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে।

খুনছার অবস্থা জানার আলামত : খুনছার অবস্থা কিছু বিষয় দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যেমন : দুই লিঙ্গের কোন একটি লিঙ্গ দিয়ে পেশাব অথবা বীর্য বের হওয়া। যদি দু' টি দিয়েই পেশাব বের হয় তবে যেটি দ্বারা আগে হবে সেটি ধরা হবে। আর যদি দুইটি হতে এক সাথে বের হয় তবে যেটি দ্বারা বেশি সেটি পরিগণিত হবে। এ ছাড়া যৌন আকর্ষণ , দাড়ি গজানো, মাসিক ঋতু, গর্ভবতী হওয়া, বুকের স্তন বড় হওয়া, স্তন থেকে দুধ বের হওয়া ইত্যাদি দ্বারাও বুঝা যাবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি এক ছেলে, এক মেয়ে এবং ছোট একটি খুনছা সন্তান রেখে মারা গেল। পুরুষ হলে মাসয়ালা হবে (৫) দ্বারা : ছেলের জন্যে দুই, মেয়ের জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (২)। আর নারী হলে মাসয়ালা (৪) দ্বারা : ছেলের জন্যে (২), মেয়েরে জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (১)।

ছেলে ও মেয়ের জন্য খুনছা পুরুষ হলে ক্ষতি। তাই তাদেরকে পুরুষ মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। আর খুনছার জন্য সে নারী হলে ক্ষতি। তাই তাকে নারী মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। অত:পর বাকি অংশ বিরত রাখা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট না হয়ে যায়।

১২. হারানো ব্যক্তির মিরাছ

হারানো ব্যক্তিকে আরবিতে 'মাফকূদ' তথা যার সর্বপ্রকার খবর বন্ধ হয়ে গেছে তাকে বলে। যার অবস্থা জানা যায় না, সে কি জীবিত আছে না মারা গেছে।

হারানো ব্যক্তির আহকাম

হারানো ব্যক্তির দুই অবস্থা : জীবিত অথবা মৃত্যু। আর প্রতিটি অবস্থার রয়েছে বিশেষ বিধান। তার স্ত্রীর বিধান, অন্যদের থেকে তার মিরাছ পাওয়ার বিধান, অন্যরা তার থেকে ওয়ারিছ হওয়ার বিধান, অন্যরা তার সঙ্গে ওয়ারিছ হবার

বিধান। সুতরাং, যদি দুইটি অবস্থার কোন একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য না পায় তবে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা জরুরি। সে সময়ের মধ্যে তালাশ করার অবকাশ পাওয়া যাবে এবং তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। আর ঐ সময় সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটা বর্তাবে বিচারক সাহেবের ইজতিহাদের উপরে।

হারানো ব্যক্তির অবস্থাসমূহ

১. হারানো ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারী রেখে গেছে এমন হয়, তাহলে তার অপেক্ষার সময় সীমা শেষ হওয়ার পরেও যদি তার ব্যাপারটা স্পষ্ট না হয়, তবে সে মারা গেছে বলে হুকুম জারি করা হবে এবং তার নিজস্ব সম্পদ বণ্টন করা হবে। আর যে তাকে উত্তরাধিকার বানিয়েছে তার সম্পদ থেকে যা তার জন্যে আটকিয়ে রাখা হয়েছে সেটাও তার মৃত্যুর হুকুম জারির সময় যারা উপস্থিত উত্তরাধিকার ছিল তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। কিন্তু যারা তার অপেক্ষার সময় মারা গেছে তারা ব্যতীত।

২. আর যদি হারানো ব্যক্তি উত্তরাধিকার হয় এবং তার সাথে কেউ না থাকে, তবে তার সম্পদ তার জন্য আটক করে রাখতে হবে যতক্ষণ না তার বিষয়টা স্পষ্ট হয়। অথবা অপেক্ষার সময় সীমা শেষ না হয়। আর যদি তার সাথে উত্তরাধিকারীরা থাকে ও বণ্টন চায়, তবে কম দ্বারা তাদের সঙ্গে সমাধা করতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার ব্যাপারটা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে। যদি জীবিত থাকে তাহলে তার অংশ গ্রহণ করবে নতুবা তার হকদারের নিকট ফেরত দেবে।

অতএব, হারানো ব্যক্তিকে জীবিত ধরে মাসয়ালাটি ভাগ করতে হবে। অত:পর তাকে মৃত ধরে ভাগ করতে হবে। এরপর যে ব্যক্তি দু' টি অংকতে কম ও বেশি অংশ পাচ্ছে তাকে কমটা দিতে হবে। আর যে দু' টি মাসয়ালাতে সমান সমান অংশ পাচ্ছে তাকে তার সম্পূর্ণ অংশ দিতে হবে। আর যে শুধুমাত্র একটি অংকতে অংশ পাচ্ছে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। আর বাকি অংশ আটকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারানো ব্যক্তির খবর সুস্পষ্ট না হয়।

১৩. ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের মিরাছ

এমন ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : ঐ সকল দল যারা একে অপরের উত্তরাধিকার কোন এক দুর্ঘটনায় একই সঙ্গে মারা গেছে। যেমন : ডুবে, পুড়ে, হত্যা, বিধ্বস্ত, গাড়ি বা বিমান কিংবা রেল গাড়ি দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের অবস্থাসমূহ : ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের পাঁচটি অবস্থা–

১. যদি নির্দিষ্ট করে জানা যায় যে, এদের মধ্যে কে পরে মারা গেছে তাহলে যে আগে মারা গেছে তার উত্তরাধিকার হবে এর বিপরীত হবে না।

২. যদি জানা যায় যে, তারা একই সঙ্গে সবাই মারা গেছে তবে কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৩. যদি তাদের মৃত্যুর অবস্থা অজানা হয়, তারা কি পর্যায়ক্রমে মারা গেছে না একই সঙ্গে মারা গেছে। তাহলে কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৪. যদি জানা যায় যে, তাদের মৃত্যু পর্যায়ক্রমে হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে তাদের মাঝে কে পরে মারা গেছে অজানা হয় তাহলেও কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৫. যদি জানা যায় কে পরে মারা গেছে কিন্তু ভুলে গেছে তাহলেও কেউ কারো মিরাছ পাবে না। পরের এই চারটি মাসয়ালাতে কেউ কারো মিরাছ পাবে না। এ অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের রেখে যাওয়া সম্পদ শুধুমাত্র যারা জীবিত আছে তারাই পাবে। আর যারা তাদের সঙ্গে মারা গেছে তারাও পাবে না।

উদাহরণ : দুই ভাই ও মা গাড়ি দুর্ঘটনায় এক সাথে মারা গেল। প্রথম ভাই তার স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে রেখে গেল। আর দ্বিতীয় ভাই রেখে গেল স্ত্রী ও ছেলে এবং মা রেখে গেল মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও চাচা। মৃতদের শুধু জীবিত ওয়ারিছদেরকে সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে হবে।

প্রথম মাসয়ালা (৮) দ্বারা : স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলে ও মেয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন করতে হবে।

দ্বিতীয় মাসয়ালা (৮) দ্বারা : স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে।

তৃতীয় মাসয়ালা (৬) দ্বারা : মেয়ের জন্যে অর্ধেক (২), ছেলের মেয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) আর বাকি (২) চাচার জন্যে আসাবা হিসেবে।

১৪. হত্যাকারীর মিরাছ

হত্যাকারীর মিরাছের বিধান : হত্যাকারীর দুই অবস্থা

১. যে উত্তরাধিকার তার পূর্বসূরিকে একাকী বা অন্যদের সাথে সরাসরি শরিক হয়ে কিংবা কারণ হয়ে কোন অধিকার ছাড়া হত্যা করে সে তার মিরাছ পাবে না। আর কোন অধিকার ছাড়া হত্যা হলো : যাতে জামানত রয়েছে কিসাস অথবা দিয়াত কিংবা কাফফারা। যেমন : ইচ্ছাকৃত হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যা, ভুল করে হত্যা। আর যা ভুলে হত্যার হুকুমে আসবে যেমন : হত্যার কারণ ঘটানো, ছোট বাচ্চা, ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং পাগল ব্যক্তির হত্যা। সুতরাং ইচ্ছা করে হত্যাকারী মিরাছ পাবে না। এর হেকতম হলো : সে এর দ্বারা অগ্রিম মিরাছ পেতে চেয়েছিল। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস তার সময়ের পূর্বে পেতে চায় তাকে তা থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দিতে হয়। এ ছাড়া আরো কারণ হলো : হত্যার দরজা বন্ধকরণ এবং রক্তের হেফাজত করার জন্য; যাতে করে লোভ-লালসা রক্তপাতের কারণ না হয়। আর যদি হত্যা ইচ্ছা করে না হয় তবে তাকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

হত্যা যদি কিসাস স্বরূপ হয় বা দণ্ড হিসাবে কিংবা জীবন রক্ষা ইত্যাদি হয় তাহলে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না।

মুরতাদ ও কুড়ানো শিশুর মিরাছ

১. মুরতাদ তথা দ্বীনত্যাগী কারো উত্তরাধিকার হবে না এবং কাউকে সে উত্তরাধিকারও বানাবে না। যদি সে মুরদাত অবস্থায় মারা যায় তবে তার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে।

২. কুড়ানো শিশুর যদি কোন ওয়ারিস না থাকে তাহলে তার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে।

১৫. অমুসলিমদের মিরাছ

কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরের মিরাছ পাবে না। অনুরূপ কোন কাফের মুসলিমের মিরাছ পাবে না; কারণ তাদের দ্বীন ভিন্ন এবং কাফের প্রকৃতপক্ষে মৃত আর মৃত ব্যক্তি কারো মিরাছ পায় না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ..

উসামা ইবনে জায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন : মুসলিম কোন কাফেরকে উত্তরাধিকার বানাবে না এবং কাফেরও কোন মুসলিমকে উত্তরাধিকার বানাবে না। (বুখারী হাদীস নং ৬৭৬৪ ও মুসলিম হাদীস নং ১৬১৪)

অন্যান্য ধর্মের মানুষের মিরাছ

১. অমুসলিমরা একে অপরের মিরাছ পাবে যদি তাদের দ্বীন একই হয়। কিন্তু ভিন্ন হলে হবে না। কাফেররা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী কেউ ইহুদি, কেউ খ্রিষ্টান আর কেউ অগ্নি পূজক ইত্যাদি।

২. ইহুদিরা একে অপরের মিরাছ পাবে। অনুরূপ খ্রিষ্টানরাও একে অপরের মিরাছ পাবে। সেভাবে অগ্নি পূজকরাও একে অপরের মিরাছ পাবে। আর অন্যান্য বাকি ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ভিতরে একে অপরের মিরাছ পাবে। কিন্তু কোন ইহুদি খ্রিষ্টানের মিরাছ পাবে না। বাকিদের ব্যাপারটাও অনুরূপ।

যার বাবার পরিচয় নাই তার মিরাছ : জেনার সন্তান, স্বামীর পক্ষ থেকে লি'আন করত: মহিলার সন্তান। এরা ও তাদের বাবার মাঝে কেউ কারো মিরাছ পাবে না; কারণ এদের মধ্যে শরিয়তের বংশ সম্পর্ক নেই। তবে এদের ও মায়েদের এবং মায়ের আত্মীয়দের একে অপরের মাঝে মিরাছ পাবে। কেননা বাবার পক্ষের বংশ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন এবং মায়ের পক্ষের সম্পর্ক সুসাব্যস্ত।

উদাহরণ :

১. এক ব্যক্তি মা ও অবৈধ একটি ছেলে রেখে মারা গেল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ ও ফেরত হিসেবে শুধু মায়ের জন্যে। আর ছেলের জন্যে কিছুই থাকবে না।

২. একজন অবৈধভাবে জন্মগ্রহণকারী সন্তান তার মা, বাবা ও ভাই রেখে মারা গেল। সব সম্পত্তি মায়ের জন্যে। আর বাবা ও ভাইয়ের জন্যে কিছুই নেই; কারণ এরা দুইজন সাধারণ আত্মীয় মাত্র।

১৬. নারীদের মিরাছ

ইসলাম নারীদেরকে সম্মান প্রদান করে তাদের অংশ নির্ধারণ করেছে ও তাদের অবস্থার জন্য উপযুক্ত মিরাছ দান করেছে। আর তা হচ্ছে–

১. কখনো পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করে যেমন : বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনরা একত্রে হলে সবাই সমান সমান মিরাছ পায়।

২. আবার কখনো নারীর অংশ পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কিছু কম। যেমন : মা বাবার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানরা বা ছেলে ও মেয়েরা হলে মায়ের ষষ্ঠাংশ এবং বাবারও ষষ্ঠাংশ। আর যদি তাদের দু' জনের সাথে শুধুমাত্র মৃতের মেয়েরা হয় তবে মায়ের ষষ্ঠাংশ ও বাবার অংশও ষষ্ঠ এবং বাকিগুলো আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকলে বাবার জন্য।

৩. আর কখনো পুরুষ যা পাবে তার অর্ধেক পাবে। আর ইহাই বেশির ভাগ হয়ে থাকে।

নারীরা পুরুষদের পাঁচটি জিনিসে অর্ধেক : মিরাছ, সাক্ষী, আকিকা, দিয়াত ও আজাদ।

নারীর চাইতে পুরুষকে অধিক মিরাছ দেওয়ার হেকমত : ইসলাম পুরুষের প্রতি এমন কষ্ট ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে যা নারীর প্রতি করে নাই। যেমন : বিবাহের মোহর প্রদান, ঘরবাড়ি নির্মাণ, স্ত্রী ও সন্তানদের খরচ ও সগোত্রীয় কেউ হত্যা করলে তার দিয়াত প্রদান। কিন্তু নারীর প্রতি কোন প্রকার খরচ করা বাধ্য নয়। না নিজের প্রতি আর না সন্তানদের প্রতি।

আর ইসলাম এভাবেই নারীকে সম্মান প্রদান করেছে যার ফলে না আছে তার উপর কষ্টকর কোন শক্ত কাজ আর না আছে খরচাদির দায়িত্ব। বরং সবকিছুই উঠিয়ে দিয়েছে পুরুষের কাঁধে। এরপরেও দিয়েছে তাকে পুরুষের অর্ধেক। নারীর সম্পদ বাড়ে আর পুরুষের সম্পদ নিজের ও স্ত্রীর এবং সন্তানদের প্রতি খরচ করে কমে। আর ইহাই হচ্ছে দুই শ্রেণীর মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা।

স্মরণ রাখুন! প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ কোন বান্দার প্রতি জুলুম করেন না। আল্লাহ মহাজ্ঞনী ও বিজ্ঞ।

১. আল্লাহর বাণী–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ۔

পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে ---।

[সূরা নিসা : আয়াত-৩৪]

২. আরো আল্লাহ্র বাণী–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔

নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ করেন ইনসাফ, ইহ্সান ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদেরকে দেওয়ার জন্যে। আর নিষেধ করেন অশ্লীল ও নোংরা কাজ এবং সীমালঙ্ঘন করা থেকে। তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে করে তোমরা স্মরণ করতে পার।

[সূরা নাহ্ল : আয়াত-৯০]

প্রকাশিকা কর্তৃক সংযোজিত

মহিলা বিষয়ক বাছাইকৃত হাদীস

১. স্বপ্নে বীর্যপাত হলে নারীদেরও গোসল করা ফরয

عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ (رضى) حَدَّثَتْ اَنَّهَا سَاَلَتْ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَتْ ذٰلِكَ الْمَرْاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ اُمُّ
سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُوْنُ هٰذَا فَقَالَ نَبِىُّ
اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ اِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ
اَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْاَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلاَ اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ
مِنْهُ الشَّبَهُ -

উম্মে সুলাইম (রা) (হযরত আনাসের মাতা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর নবী ﷺ-কে নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, স্বপ্নে পুরুষরা যেমন দেখে থাকে (স্বপ্ন দোষ হয়), নারীরাও যদি তেমন দেখে, তাহলে কি করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নারী যদি এরূপ দেখে তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। নবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মে সালামা বলেন, এতে আমি খুব লজ্জাবোধ করলাম। কিন্তু সুলাইম আবার প্রশ্ন করলেন, মেয়েদেরও কি এরূপ হয়? (অর্থাৎ তাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়?) জবাবে আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ হয়। যদি নারীদের যদি বীর্যপাত নাই হয় তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে সন্তান তাদের আকৃতির

অনুরূপ হয় কেমন করে? পুরুষের বীর্য গাঢ় এবং সাদা। আর মেয়েদের বীর্য পাতলা ও হলুদাভ। সুতরাং মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যার বীর্য প্রাধান্য বিস্তার করে কিংবা যার পানির (রতির) প্রাবল্য হয় অথবা বলেছেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আগে নির্গত হয়, সন্তান তার মতো হয়ে জন্মগ্রহণ করে। (মুসলিম)

২. ঋতুর বা হায়েজের গোসলে নারীদের চুলের বেনী প্রসঙ্গে

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لاَ إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِىْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ .

উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মাথার চুলের বেন বেঁধে রাখি। সুতরাং জানাবাতের তথা পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের সময় কি আমি তা খুলে ফেলব? তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে যে, তুমি মাথার ওপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দেবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম)

৩. স্বামী-স্ত্রীর লজ্জাস্থান একত্রে মিলিত হলে গোসল ফরজ

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষাঙ্গের খাতনার স্থান স্ত্রীর (যৌনাঙ্গের) খাতনার স্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি (আয়েশা) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা গোসল করেছি। (তিরমিযী)

৪. ঋতুবতী নারীর সঙ্গে সঙ্গম করলে কাফফারা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَتَى حَائِضًا اَوِامْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করে অথবা স্ত্রীর বাহ্যদ্বারে সংগম করে অথবা গণক ঠাকুরের কাছে যায় সে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হওয়া জিনিসের প্রতি অবিশ্বাস করে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যদি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে জায়েয মনে করে সঙ্গম লিপ্ত হয় তবে সে বাস্তবিকপক্ষেই কাফের হয়ে যাবে। অথবা নবী করীম ﷺ-এর আদেশটি একটি কড়া নির্দেশ বলে পরিগণিত হবে। কেননা অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে দান-খয়রাত করার হুকুম দিয়েছেন। এমন ঋতু অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করা যদি কুফরী হতো নবী (সা) ﷺ এমন ব্যক্তিকে শুধু দান-খয়রাত করা হুকুম কেন দিলেন। কারণ কাফেরের উপর দান খয়রাত করা ওয়াজিব নয়। ইমাম বুখারীর মতে এ হাদীসে ব্যবহৃত 'কুফর' শব্দটি অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. ঋতুবতী নারী ও নাপাক ব্যক্তির কুরআন পাঠ নিষেধ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقْرَاُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ.

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঋতুবতী নারী ও নাপাক ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয) কুরআনের কোনো অংশ তেলাওয়াত করবে না। (তিরিমিযী)

ব্যাখ্যা : আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি একই সনদসূত্রে ইসমাঈল ইবনে আইয়াশও বর্ণনা করেছেন যে, নাপাক ব্যক্তি ও হায়েযগ্রস্ত নারী কুরআন তেলাওয়াত করবে না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈর এটাই বিশুদ্ধ

অভিমত। তাদের পরবর্তীগণ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল, মুবারক, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক বলেন, নাপাক ও হায়েয আবস্থায় কুরআনের কোনো অংশ পাঠ করবে না; কিন্তু কোনো আয়াতের অংশবিশেষ অথবা শব্দ ইত্যাদি পাঠ করতে পারবে। তাঁরা নাপাক ব্যক্তি ও হায়েযগ্রস্ত নারীকে তসবীহ-তাহলীল (সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ইত্যাদি পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।

৬. মহিলাদের মসজিদে যাবার অনুমতি

عَنْ سَالِمٍ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَأْذَنَتْ اَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا .

সালেম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো স্ত্রী তার স্বামীর কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। (মুসলিম)

৭. ঘুমের কারণে অথবা ভুলে বিতরের সালাত ছুটে গেলে

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতরের সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা তা পড়তে ভুলে গেল, সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেয়। (তিরমিযী)

৮. বিলাপ করে কান্নাকাটি করা নিষেধ

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ قَالَ النَّوْحُ .

উম্মে সালামা (রা) নবী ﷺ-এর সূত্রে বলেন, "তারা উত্তম কাজে তোমাদের অমান্য করবে না" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২), এর অর্থ 'বিলাপ করবে না"

(ইবনে মাজাহ)

৯. মহিলাদের কবরস্থানে গমন

অধিকাংশ আলিমের মতে, কোনো প্রকার ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকলে মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া জায়েয। তাদের মতের সপক্ষে দলীল হলো আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম (সা)-এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি কবরস্থানে গেলে কি বলবো? নবী করীম (সা) জবাব দিলেন, তুমি বলবে-

قُوْلِى اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ـ

হে মু'মিন ও মুসলিম ঘরবাসী! তোমাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। (মুসলিম)

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম (সা) এক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলেন, এক মহিলা কবরের উপর বসে বসে কাঁদছে। তিনি মহিলার কণ্ঠ থেকে কিছু অপছন্দনীয় কথা শুনে তাকে বললেন,

اِتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ ـ

"আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।" কিন্তু মহিলাটির কবরে আসার ব্যাপারে কিছু বলেননি। (বুখারী)

১০. মহিলাদের সোনা-রূপা ব্যবহারে সতর্কতা

يَافَاطِمَةُ اَيُغَرِّكِ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ اِبْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدِكِ سِلْسَلَةٌ مِّنَ النَّارِ ـ

"হে ফাতিমা! তুমি কি এই ভেবে গর্ববোধ করছো যে, লোকেরা বলবে রাসূলুল্লাহর কন্যা আগুনের হার হাতে নিয়েছে?

একথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে যান। ফাতিমা হারটি বাজারে বিক্রি করে দেন এবং সেই অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে এলে তিনি বলে উঠেন।

১১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা যেন রমযান মাসের রোযা ছাড়া অন্য (নফল) রোযা না রাখে। (তিরমিযী)

১২. শিশুদের রোযা রাখা

عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ (رضى) قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ اِلَى قُرَى الْاَنْصَارِ مَنْ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدَ نُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَاِذَا بَكَى اَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اَعْطَيْنَاهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَ الاِفْطَارِ ـ

রুবাই বিনতে মু'আওয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আশুরার দিন সকালে নবী ﷺ আনসারদের এলাকায় নির্দেশ পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে তারা দিনের বাকী অংশে আর কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। হাদীসের বর্ণনাকীরনী বলেন, এরপর আমরাও রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কাঁদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : শিশুদের রোযা পালন সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার মত হল, রোযা তাদের উপরে ফরয নয়। তবে অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে রোযা রাখতে বলা যাবে। তাহলে বড় হয়ে তারা সহজেই রোযা রাখতে পারবে।

১৩. মহিলাদের ই'তেকাফ

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ -

নবী-পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফে বসতেন যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁকে উঠিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর পত্নীগণও (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করতেন। (বুখারী)

১৪. শিশুদের হজ্জ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ رَفَعَتْ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَجَّةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ -

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই শিশুর জন্যও কি হজ্জ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে সওয়াব হবে তোমার। (ইবনে মাজাহ)

১৫. হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত মহিলাদের ইহরাম

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ نُفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يَاْمُرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাজারা (যুল হুলায়ফা) নামক স্থানে উমাইস কন্যা আসমা (রা)-র নিফাস হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন। (ইবন মাজাহ)

১৬. মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَاْسَهَا ـ

আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ মহিলাদেরকে তাদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে মহিলাদের মাথা মুণ্ডনের অনুমতি দেন না, তবে (ইহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য) কিছু চুল ছাঁটার অনুমতি দেন।

হজ্জ এবং উমরার সময় মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছেঁটে খাট করা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। উমরাকারীকে সাফা-মারওয়ান সাঈ করার পর এবং হজ্জ পালনকারীকে কোরবানীর পর মিনায় কর্তব্য পালন করতে হয়। স্ত্রীলোকেরা মাথার চুল সামান্য খাট করবে। হজ্জ বা উমরা ছাড়া অন্য কোন সময়ে মহিলাদের মাথার চুল কাটা বা ছেঁটে ফেলা জায়েয নয়।

১৭. সর্বোত্তম মহিলা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ (رضى) وَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَىْءٌ اَفْضَلَ مِنَ الْمَرْاَةِ الصَّالِحَةِ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সারা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে পুণ্যবতী স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক উত্তম কোন সম্পদ নেই। (ইবনে মাজাহ)

১৮. প্রস্তাবিত বিয়ের পূর্বে পাত্রী দেখা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَرَادَ اَنْ يَّتَزَوَّجَ اِمْرَاَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَر مِنْ مُوَافَقَتِهَا ـ

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) এক নারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও, কেননা তা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। অত:পর তিনি তাই করলেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। পরে তাঁর কাছে তাদের দাম্পত্য সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়। (ইবনে মাজাহ)

১৯. বিয়েতে নারীদের মোহর প্রাপ্তির অধিকার

عَنْ اَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَلاَ لاَ تُغَالُوْا صَدَقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْكَانَتْ مَكْرُوْمَةً فِى الدُّنْيَا اَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلاَكُمْ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِّنْ نِسَائِهِ وَلاَ اَنْكَحَ شَيْئًا مِّنْ بَنَاتِهِ عَلَى اَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً ـ

আবুল আজফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, সাবধান! তোমরা উচ্চহারে নারীদের মোহর বৃদ্ধি কর না। কেননা তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের বস্তু অথবা আল্লাহর কাছে তাকওয়ার বস্তু হত তবে তোমাদের চেয়ে আল্লাহর নবী এ ব্যাপারে বেশি উদ্যোগী হতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বার উকিয়ার বেশি মোহরে তার কোন স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন অথবা তার কোন কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : আলেমদের মতে এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান এবং বার উকিয়া চার শত আশি দিরহামের সমান।

২০. বিয়ের পর মোহর ধার্য করার আগেই স্বামীর মৃত্যু হলে

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلاَ وَكَسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الاَشْجَعِىُّ فَقَالَ قَضَى رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ اِمْرَاَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِىْ قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ ـ

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করার পর তার মোহর নির্ধারণ না করে এবং তার সাথে সহবাস করার পূর্বে মারা গেল, তার বিধান কি? ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, স্ত্রীলোকটি তার পরিবারের অপর মেয়েদের সম-পরিমাণ মোহর পাবে, তার কমও নয় বেশিও নয়। সে তার স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালন করবে এবং (তার) ওয়ারিসও হবে। তখন মাকিল ইবনে সিনান আল-আসজাই (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি যেরূপ ফয়সালা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺও আমাদের বংশের মেয়ে এবং ওয়াশিকের কন্যা বিরওয়াআ সম্পর্কে অনুরূপ ফয়সালা করেছেন। এটা শুনে ইবনে মাসউদ (রা) খুবই আনন্দিত হন। (তিরমিযী)

২১. নারী নিজেকে বিয়ের জন্য পেশ করতে পারে

عَنْ هِشَامٍ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ مِنَ الاَّتِىْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا تَسْتَحْىِ الْمَرْاَةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرَى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ فِىْ هَوَاكَ ـ

হিশাম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম (রা) ঐ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নবী কারীম ﷺ-এর সামনে বিয়ের জন্য হেবা করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, পুরুষের কাছে নিজেকে হেবা করতে কোন মহিলার কি লজ্জা হয় না? যখন কুরআনের আয়াত "তুরজী মানে তাশাউ মিনহুন্না" অবতীর্ণ হলো, তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার রব আপনাকে খুশী করার জন্য আপনার মর্জি মাফিক (বিধান অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে) তাড়াতাড়ি করেছেন। (বুখারী)

২২. স্ত্রীদেরকে প্রহার করা ঘৃণিত কাজ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ -

আবদুল্লাহ ইবনে যাময়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন নিজ স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার না করে, অত:পর দিনের শেষে তার সাথে সংগমে লিপ্ত হয় (এটা শোভনীয় নয়)। (বুখারী)

২৩. স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لاَحَدٍ لاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, আমি যদি কাউকে অপর কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম তার স্বামীকে যেন সিজদা করে। (তিরমিযী)

নোট : আমাদের দেশে প্রচলিত হাদীস বলে স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত তা হাদীস নয়।

২৪. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান। তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম। (তিরমিযী)

২৫. স্বামীকে কষ্ট দেয়া নিষেধ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتُؤْذِىْ اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا ـ

মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, যখনই কোন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই (জান্নাতের) আয়তলোচনা হূরদের মধ্যে তার (ভাবী) স্ত্রী বলেন, হে অভাগিনী! তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তিনি তো তোমার কাছে ক্ষণস্থায়ী মেহমান। অচিরেই তিনি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী)

২৬. স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَاِذَا شَهِدَ اَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ اَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَّاِنَّ اَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلْعِ اَعْلاَهُ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার কর্তব্য হলো, কোন অপছন্দনীয় অবস্থা বা ঘটনার সম্মুখীন হলে উত্তম কথা বলা অথবা নীরবতা অবলম্বন করা। আর তোমরা মেয়েদের সাথে সৎ ও উত্তম আচরণ কর। কেননা, তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় (বক্র স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের উপরের দিককার হাড় সবচেয়ে বেশি বাঁকা। যদি তুমি তা সোজা করতে চাও তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। আর যদি যেমন আছে তেমনি রাখ তাহলে তা বাঁকাই হতে থাকবে। অতএব তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। (মুসলিম)

২৭. স্ত্রীর একটি কাজ পছন্দনীয় না হলেও অন্যটি পছন্দনীয় হবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَهُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারীর প্রতি (স্বামী স্ত্রীর প্রতি) ঘৃণা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ না করে, কারণ তার একটি স্বভাব পছন্দনীয় না হলেও অন্য একটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। (মুসলিম)

২৮. উত্তম স্ত্রীর গুণাবলি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِىْ تَسُرُّهُ اِذَا اَنْظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْمَا يَكْرَهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, কোন স্ত্রীলোক উত্তম? উত্তরে রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, যে স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেবে যখন সে তার দিকে তাকাবে, অনুসরণ ও আদেশ পালন করবে যখন সে তাকে কোন কাজের হুকুম করবে এবং স্ত্রীকে নিজের ব্যবহারে এবং নিজের ধন সম্পদের ব্যাপারে সে যা অপছন্দ করে তাতে সে স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করবে না। (মুসনাদে আহমদ)

২৯. স্ত্রী যেমন হওয়া উচিত

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَّهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ ـ

আবূ উমামা (রা) থেকে, তিনি নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি প্রায়ই বলতেন, মু'মিনের তাকওয়ার পক্ষে অধিক কল্যাণকর ও কল্যাণ লাভের উৎস হল সচ্চরিত্রবতী এমন একজন স্ত্রী, যাকে সে কোন কাজের আদেশ করলে সে তা অমান্য করে না, তার দিকে তাকালে সে তাকে সন্তুষ্ট করবে। সে যদি তার উপর কোন শপথ প্রদান করে, তবে সে তাকে শপথমুক্ত করবে। সে যদি স্ত্রী কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তবে সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে তার কল্যাণ কামনা করবে। (ইবনে মাজাহ)

৩০. পরিবারের ভরণ-পোষণের ফযীলত

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةً ـ

আদী ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারীদের কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করে এবং তা থেকে সওয়াবের আশা পোষণ করে, এ খরচ তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়। (বুখারী)

৩১. সন্তানকে অন্যের মুখাপেক্ষী না করে যাওয়া চাই

عَنْ سَعْدٍ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَنَا مَرِيْضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِىْ مَالٌ اُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهٖ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ

اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَمَهْمَا اَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِىْ فِىْ امْرَأَتِكَ وَلَعَلَّ اللّٰهُ يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيَضُرُّ بِكَ اٰخَرُوْنَ ـ

সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন তাঁকে বললাম, আমার যে সম্পদ আছে; আমি কি সবটুকু সম্পদ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল? তিনি বলেন, না। আমি আবার বললাম, এক-তৃতীয়াংশের জন্য? তিনি বলেন, এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত করতে পার। তবে এটাও বেশি। প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের ওয়ারিসগণ অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে– এরূপ অবস্থায় তাদেরকে রেখে যাওয়ার পরিবর্তে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক ভাল।

তুমি তাদের জন্য যখনই যা কিছু খরচ কর, তা তোমার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়, এমনকি তুমি তোমর স্ত্রীর মুখে খাবারের যে গ্রাসটি তুলে দাও তাও সদকা হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। সম্ভবত তোমার দ্বারা এক শ্রেণীর লোক উপকৃত এবং আর এক শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (বুখারী)

৩২. পরিবারের জন্য এক বছরের খরচ সঞ্চয় রাখা

عَنْ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبِيْعُ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَيَحْبِسُ لِاَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ ـ

উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নযীরের (বাগানের) খেজুর বিক্রি করে দিতেন এবং নিজ পরিবারের এক বছরর (পরিমাণ) খোরাক সঞ্চয় করে রাখতেন। (বুখারী)

৩৩. স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ থেকে সন্তানের জন্য ব্যয়

عَنْ عُرْوَةَ (رضى) اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لاَ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, হিন্দ বিনতে ওতবা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। আমি যদি তার মাল থেকে সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করি তাহলে এতে কি আমার কোন দোষ হবে? তিনি বললেন, না, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। (বুখারী)

৩৪. স্বামীর সংসারে স্ত্রীর কাজ কর্মের মর্যাদা

عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِىْ يَدِهَا مِنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا اَنَّهُ قَدْ جَاءَ رَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى بَطْنِىْ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِّمَّا سَاَلْتُمَا اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اَوْ اَوَيْتُمَا اِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاَحْمَدَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرَا اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) তাঁর হাতে যাঁতা ঘুরানোর ফলে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর কাছে কিছু গোলাম এসেছে। কিন্তু তাঁর সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়েশাকে ঘটনা বলে গেলেন। তিনি বাড়ীতে আসলে আয়েশা

(রা) তাঁকে অবহিত করলেন। আলী (রা) বলেন, তিনি ﷺ আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন, যখন আমরা ঘুমোতে বিছানা শুয়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন, উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তাঁর পদদ্বয়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছে আমি তার চেয়েও অধিক কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দেবে না? যখন তোমরা বিছানায় ঘুমোতে যাবে তখন তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ অতীব পবিত্র), তেত্রিশবার 'আলহামদুলিলাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহ আকবার' (আল্লাহ মহান) পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম। (বুখারী)

৩৫. স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ উত্তম কাজ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْاٰخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهٖ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهٖ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, উটের পিঠে আরোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম। অপর এক বর্ণনায় আছে, কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহময় এবং স্বামীর সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণকারিণী। মুয়াবিয়া ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও নবী কারীম ﷺ এর এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী)

৩৬. সন্তান লালন-পালনে স্ত্রী স্বামীকে সাহায্য করা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ هَلَكَ اَبِىْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَاَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا اَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْ قَالَ خَيْرًا ـ

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা সাত অথবা ন'টি কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর আমি এক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবের! তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না প্রাপ্তবয়স্কা? আমি বললাম, প্রাপ্তবয়স্কা। তিনি বললেন, তুমি কেন কুমারী বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে আমোদ-আহলাদ করতে পারতে। জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আবদুল্লাহ (রা) কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। আমি ওদেরই বয়সী কুমারী মেয়ে আনা পছন্দ করিনি। তাই আমি এক বয়স্কা মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছি, যেন সে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা কল্যাণ দান করুন। (বুখারী)

৩৭. স্বামীর সন্তান লালন-পালন সওয়াবের কাজ

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ مِنْ اَجْرٍفِىْ بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَاهُمْ بَنِىَّ قَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُمَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ـ

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামার সন্তানদের ভরণ-পোষণ করাতে আমার কি সওয়াব হবে? আমি তাদেরকে এভাবে এ অবস্থায় (দরিদ্র) ছেড়ে দিতে পারছি না। এরা আমরাই সন্তান। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যা ব্যয় করছ, তার সওয়াব তুমি পাবে। (বুখারী)

৩৮. সদ্যজাত শিশুর উত্তরাধিকার স্বত্ব ও শিশু মৃত্যুর জানাযায়

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِىُّ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ۔

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদ্যজাত শিশু চিৎকার দিলে তার (জানাযার) নামায পড়তে হবে এবং সে ওয়ারিস হবে। (ইবনে মাজাহ)

৩৯. অনুমতি চাইতে হবে সালামের মাধ্যমে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ۖ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ۔

"হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের বসতঘর ব্যতীত অন্যের বসতঘরে অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবে না। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা তাতে কাউকে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত না তোমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম ব্যাপার। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত রয়েছেন। যেসব ঘরে কেউ বাস করে না, সেরূপ ঘরে তোমাদের জিনিস-পত্র থাকলে তাতে প্রবেশ তোমাদেরকে কোন গোনাহ্ হবে না। আর যা তোমরা প্রবেশ কর এবং যা গোপন কর আল্লাহ্ সবই জানেন।

(সূরা আন-নূর : ২৭-২৯)

৪০. নিজের গৃহে প্রবেশের সময় সালাম প্রদান

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَىَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُوْنُ بَرَكَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ ـ

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রবেশ কর, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিজনের কল্যাণ সাধিত হবে। (তিরমিযী)

৪১. মহিলাদেরকে সালাম দেয়া

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رضى) تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَأَلْوٰى بِيَدِهٖ بِالتَّسْلِيْمِ وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بِيَدِهٖ ـ

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল স্ত্রীলোক উপবিষ্ট ছিল। তিনি হাত উঠিয়ে তাদের সালাম দিলেন। আবদুল হামীদ তার হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। (তিরমিযী)

৪২. অনুমতি প্রার্থী যেন 'আমি 'আমি' না বলে

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ وَأَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا ـ

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম ﷺ এর কাছে এসে দরজায় কড়া নাড়লেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি জবাব দিলাম, আমি। তিনি বললেন, আমি! আমি! যেন তিনি এ জবাব অপছন্দ করলেন এবং খারাপ মনে করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩. স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে সুগন্ধি লাগানো

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِيْ لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ اَنْ يُّفِيْضَ ـ

আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে নবী কারীম ﷺ-কে ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছে এবং তাওয়াফে ইফাদার আগে মিনায়ও সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। (বুখারী)

৪৪. পরচুল লাগানো, উলকি আঁকানো ভ্রু বা চোখের পাতা ছেঁচে ফেলা হারাম

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَاَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَّصِلُوْهَا فَسَاَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার এক আনসার এক যুবতী নারীকে বিয়ে করার পর রোগাক্রান্ত হয়। ফলে তার মাথার চুল উঠে যায়। পরিবারের লোকেরা তার মাতায় পরচুলা লাগাতে চাইলেন এবং এ ব্যাপারে নবী কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে পরচুলা ব্যবহার করে, তাদের উভয়কে আল্লাহ্ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী)

৪৫. দৃষ্টি পড়তে সাথে সাথে ফিরিয়ে নেবে

عَنْ جَرِيْرٍ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرِ الْفَجْاَةِ فَقَالَ اِصْرِفْ بَصَرَكَ ـ

জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ যদি কারো উপর নজর পড়ে যায়, তাহলে কি করব? উত্তরে তিনি বললেন, সত্ত্বর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিবে। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

৪৬. প্রথম দৃষ্টি বা হঠাৎ দৃষ্টি গোনাহের নয়

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِىُّ لاَ تَتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلَى وَلَيْسَ لَكَ الْاٰخِرَةَ ـ

বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ আলীকে (রা) বললেন, হে আলী! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকাবে না। প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করা হবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে তা ক্ষমার অযোগ্য। (আবু দাউদ)

৪৭. প্রত্যেক অঙ্গের যেনা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ اَوْ يُكَذِّبُهُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের একটি বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অবশ্যই সে অপরাধে দণ্ডিত হবে। তা হচ্ছে, চক্ষুদ্বয়ের যিনা (ব্যভিচার) কামনাপূর্ণ দৃষ্টি, মুখের যিনা অশ্লীল কথাবার্তা, মনের যিনা অবৈধ কামন-বাসনা। পরে লজ্জাস্থান সে বাসনানুযায়ী তা (ব্যভিচার) বাস্তবায়ন করে অথবা তা থেকে বিরত থাকে। (আবু দাউদ)

৪৮. নেকাব পরা বা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَيُؤْذَيْنَ ـ

হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে নিজেদের উপর ঘোমটা টেনে দেয়। এতে তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং তারা উত্যক্ত হবে না।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

৪৯. সামনে লোকজন আসলে মুখ ঢেকে দেবে চলে গেলে মুখ খুলে রাখবে

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَاِذَا حَاذُوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ ـ

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যানবাহন আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন লোকজন আমাদের সামনে আসত, তখন আমরা আমাদের চাদর মাথায় উপর হতে মুখের উপর টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার মুখ খুলে দিতাম। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার জন্যই বিশেষভাবে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো বিবৃত হয়েছে। আয়াতের جَلاَبِيْبُ শব্দটি جِلْبَابٌ শব্দের বহুবচন।

৫০. মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সুলাইম (রা) ও তার সাথের আনসার মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধে যেতেন। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহতদের জখমে ঔষধ প্রয়োগ করতেন। (তিরমিযী)

৫১. নৌযুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بِنْتِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِى يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ

يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ اَوْ مِمَّا ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَلَسْتِ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ قَالَ قَالَ اَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ .

আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ (উম্মে হারাম) বিনতে মিলহানের কাছে গমন করলেন এবং সেখানে তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি ﷺ জবাব দিলেন, (আমি দেখতে পেলাম) আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সবুজ সমুদ্রে (ভূমধ্য সাগর) (জাহাজে) আরোহণ করবে। তাদের দৃশ্য যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহ্র মতো।

তিনি (বিনতে মিলহান) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর। তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি (বিনতে মিলহান) আবার তাঁকে ﷺ আগের মতো হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ﷺ আগের মতোই জবাব দিলেন।

তিনি বললেন, আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেরই অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেরই অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেছেন, অতঃপর তিনি উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার সাথে (নৌযুদ্ধে) সমুদ্র যাত্রা করেন। অতঃপর ফিরে এসে যখন তিনি তাঁর (জন্য আনীত) সওয়ারীতে আরোহণ করেন, জন্তুটি তাঁকে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় মটকে যায় এবং ইন্তেকাল করেন। (বুখারী)

৫২. যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً وُجِدَتْ فِىْ بَعْضِ مَغَازِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ-এর কোনো এক যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যায় ঘৃণা ও অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যদি নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তখন সে নারীকে হত্যা করা জায়েয, অন্যথা সমস্ত আলেম একমত যে, ওদেরকে হত্যা করা হারাম। অথবা যে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তবে যুদ্ধ পরিচালনা করে কিংবা পরামর্শ দেয় তখন তাকে হত্যা করা জায়েয।

৫৩. নারী নেতৃত্ব অকল্যাণকর

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَمَا كِدْتُّ اَنْ اَلْحَقَ بِاَصْحَابِ الْجَمَلِ فَاُقَاتِلُ مَعَهُمْ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً ـ

আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আমি যে কথা শুনেছি, তা থেকে আল্লাহ আমাকে অনেক ফায়দা দান করেছেন। অর্থাৎ জামাল যুদ্ধের সময়, আমি মনে করতাম যে, হক জামাল ওয়ালাদের অর্থাৎ আয়েশা (রা)-এর পক্ষে রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই কথা, যা তিনি বলেছিলেন কিসরার কন্যার সিংহাসনে আরোহণের খবর শুনে। তিনি বলেছিলেন, সে জাতি কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না, যে তার (রাষ্ট্রীয়) গুরুদায়িত্ব কোনো মহিলার হাতে সোপর্দ করে। (বুখারী)

৫৪. চুরির অপরাধে পুরুষ-মহিলার হাত কর্তন

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) এক-চতুর্থাংশ মূল্য পরিমাণ চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে। (বুখারী)

৫৫. শুধু ঘরের ভেতরে নয়, প্রয়োজনে ঘরের বাইরেও মহিলাদের কর্মের অনুমতি

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِى ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اُخْرُجِىْ فَجُدِىْ نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِىْ مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِىْ خَيْرًا ـ

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা তিন তালাক প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর তিনি খেজুর গাছ কাটার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তখন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে সে তাকে এ কাজ করতে বারণ করলো। তারপর মহিলাটি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে এ ব্যাপারটি (কাজটি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি বাইরের বাগানে যাও এবং নিজের খেজুর গাছ কাট (আর বিক্রি কর)। এই টাকা দিয়ে সম্ভবত তুমি দান-খয়রাত অথবা জীবিকা নির্বাহের মতো কোন ভাল কাজ করতে পারবে। (আবু দাউদ)

৫৬. আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মহিলা

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ)

আর নারীরা যা উপার্জন করে, তাতে তাদের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। (নিসা-৩২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ غُلاَمًا نَجَّارًا ... وَفِىْ رِوَايَةٍ (قَالَ) فَاَمَرَتْ عَبْدَهَا فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ مِنْبَرًا ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা রাসূল ﷺ-কে বলল, আমার একজন কাঠমিস্ত্রী ক্রীতদাস রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে

মহিলা তার ক্রীতদাসকে আদেশ করল, অতঃপর সে তারাফা বন থেকে কাঠ কেটে এনে একটি মিম্বর তৈরি করে দিল (বিক্রির উদ্দেশ্যে)।(বুখারী)

ব্যাখ্যা : একান্ত প্রয়োজনের তাকিদে মহিলাগণ দৈহিক পর্দা ও মানসিক পরিচ্ছন্নতার ভেতরে থেকে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের যে কোন বিভাগে নিয়োজিত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার্জনে অংশ নিতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসার কাজেও তারা নিয়োজিত হওয়ার অধিকারী। জীবিকার জন্য হস্তশিল্প, কল-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করার মহিলাদের অধিকার রয়েছে। আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) নিজ বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে জমি থেকে খেজুর বীজ তুলে আনতেন। যাতায়াতের সময় পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখোমুখি হয়ে যেতেন প্রায়ই। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী নিজ ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন–

اِنِّىْ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ اَبِيْعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِىْ وَلاَ لِزَوْجِىْ وَلاَ لِوَلَدِىْ شَىْءٌ.

"আমি একজন কারিগর মহিলা। আমি তৈরি করা দ্রব্য বিক্রি করি। এছাড়া আমার, আমার স্বামী ও সন্তানদের জীবিকার জন্য অন্য কোন উপায় নেই।"

রাসূল ﷺ বললেন, 'এভাবে উপার্জন করে তুমি যে তোমার ঘর-সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ, তার বিনিময়ে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।'

(তাবকাত ইবনে সা'আদ)

হাদীসের উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পর্দা রক্ষা করে আয়-উপার্জনের জন্য কাজ করা এবং সেজন্য ঘরের বাইরে যাওয়া মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়, তবে সীমার মধ্যে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলাদের জন্য আলাদা কর্মক্ষেত্র হলে ভাল হয়। যেন তাদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

৫৭. অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ

دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার এ বিয়ে বাতিল, তার এ বিয়ে বাতিল, তার এ বিয়ে বাতিল। কিন্তু তার স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে, তবে সে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করে সংগম করার কারণে তার কাছে মোহরের অধিকারী হবে। অভিভাবকরা যদি বিবাদ করে তবে যার অভিভাবক নেই তার ওলী হবে দেশের শাসক। (তিরমিযী)

৫৮. নারী নিজেকে বিয়ের জন্য পেশ করতে পারে

عَنْ هِشَامٍ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ مِنَ الاَّتِىْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا تَسْتَحْىِ الْمَرْاَةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرَى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ فِىْ هَوَاكَ ـ

হিশাম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম (রা) ঐ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নবী কারীম ﷺ-এর সামনে বিয়ের জন্য হেবা করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, পুরুষের কাছে নিজেকে হেবা করতে কোন মহিলার কি লজ্জা হয় না? যখন কুরআনের আয়াত "তুরজী মানে তাশাউ মিনহুন্না" অবতীর্ণ হলো, তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার রব আপনাকে খুশী করার জন্য আপনার মর্জি মাফিক (বিধান অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে) তাড়াতাড়ি করেছেন। (বুখারী)

৫৯. স্ত্রীদেরকে প্রহার করা ঘৃণিত কাজ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে যাময়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন নিজ স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার না করে, অত:পর দিনের শেষে তার সাথে সংগমে লিপ্ত হয় (এটা শোভনীয় নয়)। (বুখারী)

৬০. সদ্যজাত শিশুর প্রতি কর্তব্য

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ (رضى) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ (رضى) بِالصَّلَاةِ .

আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে কারীম ﷺ-কে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) পুত্র হাসান-এর কানে সালাতের আযান দিতে দেখেছি, যখন ফাতিমা (রা) তাঁকে প্রসব করেছিলেন। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : সন্তান প্রসব হওয়ার পরই তার প্রতি নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য কি, তা এ হাদীসটি হতে আগত হওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, ফাতিমা (রা) যখন হাসান (রা)-কে প্রসব করেন ঠিক তখনই নবী কারীম ﷺ তার দুই কানে আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। এই আযান পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযানেরই মত ছিল, তা থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না। এ থেকে সদ্যজাত শিশুর কানে এরূপ আযান দেয়া সুন্নত বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

এটি ইসলামী সংস্কৃতিরও একটি জরুরি কাজ। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মানব শিশু যাতে তওহীদবাদী ও আল্লাহর অনন্যতায় বিশ্বাসী ও দ্বীন-ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সে লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওজিয়া বলেছেন–

وَالْحِكْمَةُ مِنْهُ اَنْ يَّكُوْنَ اَوَّلَ مَا يَطْرُقُ سَمْعَهُ تَكْبِيْرُ اللّٰهِ وَشَهَادَةُ الاِسْلَامِ .

সদ্যজাত শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর তাকবীর-নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ বা মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল– এই উদাত্ত সাক্ষ্য ও ঘোষণার ধ্বনি সর্বপ্রথম যেন ধ্বনিত হতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

সূচিপত্র

তৃতীয় ভাগ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

প্রথম ভাগ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছে।

২. পটভূমি

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"। তার এ আহবানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশের নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিল সাধারণত: শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বায়ান্ন-এর ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহন ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী ও সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে আমাদের মায়েরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্নত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে আমাদের লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবাধিকার লংঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভুলবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্ননির্ভরশীল হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় নারী সমাজের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। গ্রামে নিরক্ষর নারী সমাজের মাঝেও কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার

আগ্রহ জাগে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন জেঁকে বসে ও দীর্ঘ সময় সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হয়। অবশ্য এ সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সংগঠনগুলির আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলিও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠে। এতে করে দেশে নারী উন্নয়নে এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য প্রথমবারের মত নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায় ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। যে সব মায়েদের পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষতঃ শহীদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল: (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এছাড়াও, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রচেষ্টায় দশজন বীরাঙ্গনা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সনে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল: (১) দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা; (২) নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; (৩) নারীকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা; (৪) উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্যে দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা; (৫) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা; এবং (৬) মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে বৃত্তিপ্রথা চালু করা যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় "দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল" নামে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (গ্রামীণ মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে এই কর্মসূচি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী সমবায় কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত "গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচীর" কাজও শুরু হয়।

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-১৯৮০) নারী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) একই কর্মসূচি গৃহীত হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ যথা, হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আইন সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারী সহায়তা কর্মসূচী, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন, দুঃস্থ নারীর জন্য খাদ্য-সহায়তা কর্মসূচী, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টাকেই আরো জোরদার করা হয় এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়।

৪. বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্তর দশকের প্রথম ভাগ থেকেই তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার নারী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দেশের বাইরে নারী উন্নয়নের যে আন্দোলন চলছিল তার মূলধারায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নারী সমাজ উন্নয়নের যে অবস্থানে রয়েছে তার ভিত্তি এই উদ্যোগের ফলে রচিত হয়। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'নারী বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-৮৫ পর্বের নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হয়। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয় ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়। কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্ক দেশসমূহও নারী উন্নয়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫

সেপ্টেম্বর বেইজিং-এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য; শিক্ষা ও পশিক্ষণের অসম সুযোগ; স্বাস্থ্য সেবার অসম সুযোগ; নারী নির্যাতন; সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী; অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার ; সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা; নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো; নারীর মানবাধিকার লংঘন; গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ; পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার এবং কণ্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য। সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৯২ সালে রিও-ডিজেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উনয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

৪.১ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ

রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও (চ)] সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুসমর্থন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ধারা ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়। এই সনদে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ প্রতি চার বছর অন্তর জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ করে। সর্বশেষ ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ও ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তে সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রিপোর্টটি উপস্থাপন করে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায় সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বিশ্ব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিটের অধিবেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। একই সময় Optional Protocol on CEDAW-তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী ও অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

৫. নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের

অধিকারী"। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না"। ২৮(২) অনুচ্ছেদ আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন"। ২৮(৩)-এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না"। ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে যে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না"। ২৯(১) এ রয়েছে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে"। ২৯(২) এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না"। ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬. বর্তমান প্রেক্ষাপট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী দারিদ্র বিমোচন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচী, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিজিডি কর্মসূচী, দারিদ্র বিমোচন ঋণ প্রদান কর্মসূচী। নারীদের কৃষি, সেলাই, ব্লক-বাটিক, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহায়তা প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কাযক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র National Strategy For Accelerated Poverty Reduction (NSAPR II) তে বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রে দারিদ্র নির্মূলের লক্ষ্যে পাঁচটি কৌশল ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে দারিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। যে পাঁচটি সহায়ক কৌশল গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারী দারিদ্র দূরীকরণে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে এই কৌশলপত্রে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বলয়ের প্রসারের মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ৯,২০,০০০ নারী এই কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮৮,০০০ দারিদ্র মা এই কর্মসূচীর আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (ভিজিডি) এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭,৫০,০০০

দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। কৌশলপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান বিশেষত আয় বর্ধক প্রশিক্ষন, কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প হারে ঋণ প্রদান, বাজারজাতকরনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, বয়নশিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে Home Based Micro Enterprise গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। Rural Non Farm Activities এর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার মধ্য দিয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার বিষয় কৌশলপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই কৌশলপত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ করে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. নারী ও আইন

বাংলাদেশে নারী ও কণ্যা শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রভৃতি। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সেশন জজ এর অধীনে নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি তহবিল রয়েছে।

৭.১ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।

৭.২ নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯

২০০৯ সালে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে মা কর্তৃক সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়।

৭.৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯

মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের তফসিলে দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পন করা হয়।

৮. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন রয়েছে। এখনও নারী নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নারী হত্যা, নারী ও কণ্যা শিশু অপহরণ ও পাচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন, যৌন হয়রানী ও অন্যান্য নারী নির্যাতনমূলক

অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। গ্রাম্য সালিশির মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটছে। নারী নির্যাতনের মামলাগুলো তদন্তের জন্য যথেষ্ট ফরেনসিক সুবিধা এখনও গড়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত ন্যাশনাল ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং পাঁচটি বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরীতে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাধীকে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা। অনেক ক্ষেত্রে মামলা দায়ের হয়রানি এবং বিভিন্ন কারণে বিচার বিলম্বিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্যাতনের শিকার নারী ও কণ্যা শিশুর সহায়তার জন্য বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হয়। ছয়টি বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে ও এর মাধ্যমে একই জায়গা থেকে সমন্বিতভাবে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সেবা, পুলিশী সহায়তা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দান করে আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা.বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও হেল্প লাইনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যথাক্রমে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে এবং ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিসমূহে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। নারী ও কণ্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে সারা দেশে ৪৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হয়েছে।

৯. নারী মানবসম্পদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ মানব সম্পদের কোন বিকল্প নেই। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর পূর্বশর্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ। সরকার নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষা বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। এই কর্মসূচী ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। স্নাতক পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। নারী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে সমসুযোগ প্রদানে সরকার সচেষ্ট। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের কারণে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে নারীর অবস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ঘটেছে। নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকার সচেষ্ট। নারীর জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দশটি নারী বান্ধব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে।

১০. রাজনীতি ও প্রশাসন

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি তথা উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার গ্রহণ করে। সরকারি চাকরিতে মেয়েদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অবারিত করে দশভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সনে

দু'জন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সনে একজন নারীকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিতেও সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ইতিবাচক। দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, সংসদের উপনেতা নারী। মন্ত্রিসভায় ৬ জন এবং জাতীয় সংসদে ৩৪৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সরাসরি নির্বাচিত ও ৪৫ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী রয়েছেন। জাতীয় সংসদ ও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি আজ দৃশ্যমান। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারে ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন নির্বাচিত নারী সদস্য হওয়ার বিধান প্রণয়ন করেন। শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রশাসনে সচিব ও জেলা প্রশাসক পদে, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে নারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়।

বর্তমানে প্রশাসনে সচিব পর্যায়ে তিন জন এবং অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে চার জন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। রাষ্ট্রদূত পদে তিন জন নারী বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত রয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সর্বপ্রথম নারী বিচারপতি নিয়োগ প্রদান নারী ক্ষমতায়নের নতুন মাইলফলক যুক্ত করেছে। এছাড়াও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি পদে পাঁচ জন নারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশনে নারী সদস্য রয়েছেন। ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড বা তদসমপদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। জাতিসংঘে শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নারী সংগঠিত পুলিশ ইউনিট (ফিমেল ফর্মড পুলিশ ইউনিট, এফপিইউ) প্রথমবারের মত হাইতিতে দায়িত্ব পালন করছে।

১১. দারিদ্র্য

দেশের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী এবং এর মাঝে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক। এখনও নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। গৃহস্থালী কর্মে নারীর শ্রম ও কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের মূল্যায়ন দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে নারীর সঠিক মূল্যায়ণ নিরূপিত হয়নি। হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

১২. নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানিক উত্তরণ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের নামকরণ "মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সকল জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বিত করার লক্ষ্যে ৪৪ টি নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট "জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)" গঠন করা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সরকার সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

১৩. সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা

সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারী সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৪. সম্পদ ও অর্থায়ন

নারী উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী হতে সহায়তার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকারসমূহ ও আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাসমূহকে দেশে দেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমানহারে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক সারা বিশ্বে নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইউএন উইমেন (UN Women) নামক একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে অবহিত এবং আন্তর্জাতিক পরিসর ও ইউএন উইমেন (UN Women) থেকে নারী উন্নয়নে সহযোগিতা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

১৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করা। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানে স্বীকৃত নারীর মৌলিক অধিকার, আন্তর্জাতিক সনদসমূহ যথা, সিডও, সিআরসি এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে। মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নারী ও শিশু বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ, নারী ও শিশুদের আইনগত ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়, কাজের সুযোগ সৃষ্টিসহ নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক পরিষদের কার্যক্রম, উইড ফোকাল পয়েন্ট কার্যক্রম সমন্বয়, নারী সংগঠন ও সুশীল সমাজের কাজের সমন্বয়, স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের নিবন্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম বার্ষিকী পালন, বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন, রোকেয়া পদক প্রদান, শিশুর উন্নয়ন বিষয়ে ইউনিসেফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

দ্বিতীয় ভাগ

১৬. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১৬.১ বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.২ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৬.৩ নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

১৬.৪ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.৫ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.৬ নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা।

১৬.৭ নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১৬.৮ নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।

১৬.৯ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।

১৬.১০ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।

১৬.১১ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।

১৬.১২ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.১৩ নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

১৬.১৪ নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.১৫ নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

১৬.১৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

১৬.১৭ প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

১৬.১৮ বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

১৬.১৯ গণ মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা সহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

১৬.২০ মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।

১৬.২১ নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

১৬.২২ নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

১৭. নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

১৭.১ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।

১৭.২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৭.৩ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

১৭.৪ বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৭.৫ স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা।

১৭.৬ বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।

১৭.৭ গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরিতে, কারিগরি প্রশিক্ষণে,সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

১৭.৮ মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

১৭.৯ পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা, যেমন জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।

১৮. কন্যা শিশুর উন্নয়ন

১৮.১ বাল্য বিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।

১৮.২ কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৮.৩ কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা।

১৮.৪ কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।

১৮.৫ কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

১৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যা শিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৮.৭ কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা।

১৮.৮ প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৯. নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ

১৯.১ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা,

১৯.২ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।

১৯.৩ নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

১৯.৪ নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা।

১৯.৫ নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৯.৬ বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা।

১৯.৭ নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

১৯.৮ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

১৯.৯ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৯.১০ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

১৯.১১ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করা।

২০. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা

২০.১ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২০.২ সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

২০.৩ আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।

২১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

২১.১ নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণ করা।

২১.২ নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত: কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।

২১.৩ কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।

২১.৪ মেয়েদের জন্যে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২২. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

২২.১ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২২.২ স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা।

২২.৩ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২২.৪ নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা।

২৩. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ

২৩.১ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা।

২৩.২ অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

২৩.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচীতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা।

২৩.৪ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (safety nets) গড়ে তোলা।

২৩.৫ সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।

২৩.৬ শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।

২৩.৭ নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

২৩.৮ নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।

২৩.৯ জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৩.১০ সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

২৩.১১ নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৪. নারীর দারিদ্র দূরীকরণ

২৪.১ হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা।

২৪.২ দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

২৪.৩ দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

২৪.৪ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

২৪.৫ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

২৫. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা;

২৫.১ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

২৫.২ উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

২৬. নারীর কর্মসংস্থান

২৬.১ নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২৬.২ চাকরি ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২৬.৩ সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকরি ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

২৬.৪ নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা।

২৬.৫ নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা।

২৬.৬ নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

২৭. জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত (Disaggregated) ডাটাবেইজ প্রণয়ন

২৭.১ নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

২৭.২ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (Gender Responsive Budgeting, GRB) অনুসরণ অব্যাহত রাখা। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা।

২৭.৩ জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা কেন্দ্র, ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্বলিত জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ গড়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কাজের জন্যে জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

২৮. সহায়ক সেবা

সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন, শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা।

২৯. নারী ও প্রযুক্তি

২৯.১ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

২৯.২ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২৯.৩ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।

৩০. নারীর খাদ্য নিরাপত্তা

৩০.১ দু:স্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৩০.২ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩০.৩ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

৩১. নারী ও কৃষি

৩১.১ কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুতপূর্ণ। কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা।

৩১.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষি শ্রমিকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।

৩১.৩ কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সম মজুরী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩১.৪ কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষি শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩২. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৩২.১ রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩২.২ নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩২.৩ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৩২.৪ নির্বাচনে অধিকহারে নারী পার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।

৩২.৫ নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩২.৬ রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৩২.৭ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩২.৮ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৩২.৯ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

৩৩. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

৩৩.১ প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের (Lateral entry) ব্যবস্থা করা।

৩৩.২ প্রশাসনিক, নীতি নির্ধারনী ও সাংবিধানিক পদে অধিকহারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা।

৩৩.৩ জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/ মনোনয়ন দেয়া।

৩৩.৪ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশপর্যায় সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।

৩৩.৫ সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা।

৩৩.৬ কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা।

৩৩.৭ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩৪. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

৩৪.১ নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৪.২ নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।

৩৪.৩ মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা।

৩৪.৪ এইড্‌স রোগসহ সকল ঘাতকব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত: গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কীত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩৪.৫ নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩৪.৬ জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।

৩৪.৭ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৩৪.৮ উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩৪.৯ , পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৪.১০ নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মা'র কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৪.১১ মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।

৩৫. গৃহায়ণ ও আশ্রয়

৩৫.১ পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভূক্ত করা।

৩৫.২ একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীনারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষনার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

৩৫.৩ নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন, হোস্টেল, ডরমিটরী, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দু:স্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা করা।

৩৬. নারী ও পরিবেশ

৩৬.১ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচীতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

৩৬.২ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩৬.৩ কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

৩৭. দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা

৩৭.১ দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দূর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৭.২ নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা।

৩৭.৩ দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা।

৩৭.৪ দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৭.৫ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।

৩৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারী-বান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।

৩৭.৭ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৭.৮ দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

৩৭.৯ গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।

৩৭.১০ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

৩৮. অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৩৮.১ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৮.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৮.৩ অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩৯. প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম ঃ

৩৯.১ জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী নারীর স্বীকতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৯.২ প্রতিবন্ধী নারীদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

৩৯.৩ যে সমস্ত নারী অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেইসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা।

৩৯.৪ প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩৯.৫ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী নারীদের লালন পালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা।

৩৯.৬ প্রতিবন্ধিতার কারনে কোন নারী যেন জাতীয় নারী নীতির আওতায় কোন প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা।

৪০. নারী ও গণমাধ্যম

৪০.১ গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪০.২ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪০.৩ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪০.৪ প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।

৪১. বিশেষ দুদর্শাগ্রস্থ নারী

যদি কোন নারী বিশেষ পরিস্থিতির কারনে দুর্দশাগ্রস্ত হন তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা।

তৃতীয় ভাগ

৪২. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকান্ডে নারী উন্নয়ন প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

৪২.১ জাতীয় পর্যায়

ক) নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সম্পদ নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা হবে। নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্যে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

খ) জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD): নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ পরিষদে কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

(১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়,বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

(২) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নূতন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

(৩) নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

(৪) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।

(৫) মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন।

(৬) সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৭) পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

গ) সংসদীয় কমিটিঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ) নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্টঃ বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সে জন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ন্যূনতম পক্ষে যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা হবে। নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা ও মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া,ফোকালপয়েন্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় ও তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলসমূহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঙ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারী-বেসরকারী নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি "নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি" গঠন করা হবে। এই কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে পরামর্শ প্রদান করবে।

৪২.২ জেলা ও উপজেলা পর্যায়

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নারী উন্নয়নকল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

৪২.৩ তৃণমূল পর্যায়

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে। উপরন্তু, তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তির জন্যে উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪৩. নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা

প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। এই কাজে সরকারি-বেসকারী উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে যাতে করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসরকারি ও সামাজিক সংগঠন সমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

ক. গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা প্রদান করা হবে। সরকারি সকল কর্মকান্ডে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

খ. জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার সংরক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, আইনগত সহায়তাদান এবং এ জাতীয় কর্মসূচী বাস্বায়নরত নারী সংগঠন সমূহকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। উল্লেখিত ধরণের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্বায়নে নারী সংগঠন সমূহের সাথে সহায়তা ও সমন্বয় করা হবে।

৪৪. নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা

নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষনা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

৪৫. নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন কারিগরী, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৪৬. কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচীগত কৌশল

৪৬.১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংগঠনসমূহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্বায়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৪৬.২ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটানো হবে যাতে করে সকল খাতে নারীর সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

৪৬.৩ সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্বায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে।

৪৬.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।

৪৬.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে যাতে নারী প্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে পিএটিসি, প্লানিং একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচীতে ও কোর্সে জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪৬.৬ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই সচেতনতা কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (১) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ (২) মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৪৬.৭ সমাজের সকল স্তরে বিশেষভাবে প্রণীত এবং সুষ্ঠু অর্থায়নের ভিত্তিতে নারী বিষয়কে সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন, বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং সরকারি-বেসরকারী সকল উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। নারীর বিষয়ে সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সকল চলতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে সমন্বিত করা হবে।

৪৬.৮ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচীর উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। সে সব কর্মসূচীতে সচেতনতা, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।

৪৭. আর্থিক ব্যবস্থা

৪৭.১ তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৪৭.২ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (জিআরবি) অনুসরণ অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

৪৭.৩ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

৪৭.৪ জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যেমন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী চিহ্নিত করে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

৪৭.৫ পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প, গৃহায়ন, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপ-খাতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৪৭.৬ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৪৭.৭ বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪৮. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা

নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি-বেসর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে বিশেষে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৪৯. নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্র বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে।

একটি পর্যালোচনা : নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ :

মহান আল্লাহ্ তাঁর কুল মাখলুকাতের মধ্যে মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে নারী পুরুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে একে অপরের উপর মর্যাদা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে, নিজ নিজ মর্যাদার আসলে থাকা অতীব জরুরী। আমাদের আলোচ্য বিষয় নারীর সাথে শত্রুতা নয় বরং একটি চরিত্রবান ও অটুট নীতির অনুসারী মুসলিম সমাজে নারীর সঠিক স্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করা।

সম অধিকার কী?

প্রতিটি ইজম বা মতবাদ, তন্ত্রমন্ত্রের কোন না কোন Manifesto বা মূল উদ্দেশ্য রয়েছে। মূলত সমঅধিকার কোন মতবাদ নয় বরং নারীবাদ মতবাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর সম অধিকার। সুতরাং প্রথমে নারীবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

মূলত নারীবাদ বা Feminism কথাটি ১৮৮০ এর দশকে Femme থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ Woman বা নারী। এই শব্দটির সাথে Asm বা বাদ কথাটি যুক্ত হয়ে Feminism বা নারীবাদে পরিণত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ফরাসি সমাজ তন্ত্রী চার্লস ফুরিয়ের Feminism কথাটি আবিষ্কার করেন।

জুডিস এ্যাস্টোলার তার গ্রন্থে লিখেছেন নারীবাদ হচ্ছে পারিবারিক সামাজিক অধিকার রুপান্তরের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা- যা নারী নিপীড়ন বন্ধ করার চেষ্টা করে। মূলত নারী সমঅধিকারের সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। বাস্তবতা হল যারা বর্তমানে নারী সমঅধিকারের আন্দোলনের পক্ষে কথা বলছে এরাও জানে না যে, নারী সমঅধিকারটা আসলে কি?

নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর প্রেক্ষাপট

১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলনে অংশ গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশ সর্ব প্রথম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পা রাখে। অতঃপর ১৯৭৯ তে জাতি সংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ'সিডো' (CEDAW) Convention on the Elimination of All forms of discrinmination Against Women প্রণয়ন করে। এ সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। উক্ত সনদের অনেক ধারা কুরআন ও হাদীস বিরোধী। O.I.C এর বিরুদ্ধে অনেক বার ঘোর আপত্তি জানিয়েছে। জাতিসংঘ ১৯৯৫ ইং সালে বেইজিংয়ে নারী বিষয়ে ৪র্থ সম্মেলনের আয়োজন করে। উল্লেখ যে ইতোপূর্বে নারী বিষয়ে ৩টি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১ম ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো। ২য় ১৯৮০ সালে কোপেনহেনগেন ৩য়-১৯৮৫ সালে নাইরোবী। এছাড়াও ১৯৭৫ ইং সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ও ১৯৭৫ -১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী দশম এবং ৮ ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। CEDAW সনদের ধারাগুলো হুবহু প্রতিধ্বনি করা হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ ইং এর খসড়ায়।

নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর কয়েকটি ধারা এবং আপত্তি : সিডো সনদে মুসলিম দেশ গুলির পক্ষে থেকে সে সব ধারার উপর আপত্তি জানানো হয়েছে সেগুলো হলো, ২. ৩, ১৩, ১৫, ১৬ নং ধারা। এ ধারাগুলোর হুবহু বক্তব্য তুলে ধরছি।

২. অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্যের প্রতি নিন্দা জানিয়েছে সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো। নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য দূর করতে তারা নিজ নিজ দেশে প্রয়োজনীয় আইন তৈরীর ঘোষণা দিচ্ছে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সব আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বিলোপ করবে।

৩. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রে।

১৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সবক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব বৈষম্য দূর করে সমতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ অধিকারের মধ্যে পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা ও ব্যাংক লোনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৫. চলা ফেরার স্বাধীনতা, বাসস্থান পছন্দ এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা।

১৬. বিয়ে এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ সব বিষয়ে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে এবং এসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে।

১৬.১ বিবাহিত জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকবে।

১৬.২ বিবাহ, স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা।

১৬.৩ বিয়ে এবং তালাক্বের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সমান দায়দায়িত্ব থাকবে।

১৬.৫ শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সমান দায়দায়িত্ব থাকবে।

১৬.৭ সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব ও অধিকার।

এতে পরিস্কার হয়ে যায় যে, ধারাগুলো কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামী আইন এবং মুসলিম সংস্কৃতির সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। যে কারণে অতীতের সব কয়টি সরকার সিডো সনদের ইসলাম ও কুরআন বিরোধী ধারাগুলো প্রত্যাখ্যান করে আসছে। দেশের বিজ্ঞ আলেম- ওলামা ও ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালা কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বিগত ৭ মার্চ ২০১১ মন্ত্রীসভার নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদনেরপর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) পরিবেশিত খবরে বলা হয়, ভূমিসহ সম্পদ সম্পত্তিতে ও উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রীসভা।

(প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ ০৮-০৩-২০১১)

ধারাগুলোর মধ্যে কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক মুসলিম ঐতিহ্য বিনষ্টের যে সমস্ত নীল নকশা ফুটে উঠেছে তা নিম্নরূপ–

১. এই নীতিমালা সিডো সনদ বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. সিডো সনদে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে ইউরোপিয়ান জীবন ধারা ও সংস্কৃতির আলোকে।

৩. নীতিমালাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের অলংঘনীয় বিধান পর্দার বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হয়নি, ফলে এর অধিকাংশ ধারা পর্দার বিধান লংঘন না করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

৪. অধিকারের টানাটানিতে পারিবারিক জীবন এক সংঘাতময় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। পারিবারিক সৌহার্দ্য শেষ হয়ে যাবে, যা এখন ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. ইসলাম পৈতৃক উত্তরাধিকার নারীকে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক প্রদান করেছে। সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার প্রাপ্তি) ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র সন্তান পাবে দুই কন্যা সন্তানের সমান। এ হলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাময়।

সিডো সনদের অন্যতম লক্ষ্য : সব ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকারের ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনকে অকার্যকর করাই যে সিডো সনদের মূল লক্ষ্য তা অন্ধজনও বুঝতে সক্ষম।

নারী নীতির ৪, ৪. ১. ১৬. ১৬. ১২. ১৭.১ ১৭. ৪. ২৩. ৫. ২. ধারাগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে যে কোন ব্যক্তি তাদ্বারা উত্তিরাধিকারে নারী পুরুষের সমান পাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। সিডো বাস্তবায়নের অঙ্গীকারে আবদ্ধ সরকার পরে সেই ধারাগুলোকে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমতার ব্যাখ্যা করবেনা এ নিশ্চয়তা কে দেবে?

ধারাগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে যে কোন ব্যক্তি তাদ্বারা উত্তরাধিকারে নারী পুরুষের সমান পাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। সিডো বাস্তবায়নের অঙ্গীকারে আবদ্ধ সরকার পরে সেই ধারাগুলোকে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমতার ব্যাখ্যা করবেনা এ নিশ্চয়তা কে দেবো?

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাওয়ার ন্যায়সঙ্গত কারণ

১. স্বাস্থ্য ও স্বভাবগত কারণে ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র আলাদা করে দিয়েছে এবং উভয়ের জন্য সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। উভয়ের বুদ্ধিমত্তা, শরীর ও স্বভাবকে আল্লাহ্ ভিতর ও বাইরের দায়িত্ব উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে দায়িত্ব বেশি থাকার কারণে পুরুষকে কন্যার দ্বিগুণ দেয়া হয়েছে।

২. মেয়েরা স্বামীর কাছ থেকে তার মর্যাদার প্রতি সম্মান হিসেবে মোহরানা লাভ করে থাকে।

৩. বোন তার ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক পেলেও সে তার মা, দাদা, স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই এমনকি অবস্থাভেদে অন্যান্য আত্মীয় থেকেও মীরাছ লাভ করে থাকে। যা একত্রে যোগ করলে ভাইয়ের তুলনায় বরং বেশি হয়ে যায়।

৪. কন্যা তার মীরাছ নিয়ে স্বামী গৃহে চলে যায়। পক্ষান্তরে পুত্র তার পিতার সংসার, সম্মান ও পিতার আত্মীয়-স্বজন সব কিছুর দায়দায়িত্ব বহন করে। যে কারণে তাকে কণার দ্বিগুণ অংশ দেয়াটাই ন্যায় বিচার ও বিজ্ঞান সম্মত।

বেগম রোকেয়া ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ : বেগম রোকেয়াকে পুঁজি করে ও তাকে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত মনে করে তার নামে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়া হয়। কিন্তু তাদের বোধেদয় হওয়া উচিত যে, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক, শালীন ও ইসলামের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল একজন মুসলিম নারী ছিলেন এবং ইসলাম নারীকে যতটুকু অধিকার দিয়েছে তা বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। যেমন বলেন, মুসলিমদের মতে আমরা পুরুষের অর্ধেক অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথচ দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা আড়াইজন' হই। আপনারা মুহাম্মদী আইনে' দেখতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈর্তৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেকভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করে কোনো ধনবান মুসলিমের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিংবা জমিদারী পরিদর্শন করতে যান, তবে দেখবেন, কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে। (উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪)

নারী ও পুরুষের চলার জীবনে কতিপয় পার্থক্য

১. পুরুষের বিশেষ কোন ওযর ছাড়া মসজিদ ব্যতীত সালাত হবে না। একজন মহিলার ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে।

২. একজন পুরুষ যখন ইচ্ছা তখন নফল সিয়াম আদায় করবে। কিন্তু একজন স্ত্রী তার স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া নফল সিয়াম পালন করতে পারবে না।

৩. একজন পুরুষ নিজ ইচ্ছামতো বাহিরে ঘুরাফেরা করবে তবে স্বামী কোথায় গেল এ ব্যাপারে স্ত্রীর খোঁজ নেয়ার অধিকার ইসলামে রয়েছে। কিন্তু মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى .

তোমরা তোমাদের বাড়িতেই অবস্থান কর। জাহেলী যুগের মেয়েদের ন্যায় নিজেদের প্রদর্শন কর না। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৩)

হাদীসে এসেছে– স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে যাবে না।

৪. স্বামীর সম্পদ স্ত্রী অধিকার মনে করে স্বাধীনভাবে খরচ করবে কিন্তু স্ত্রীর সম্পদ স্ত্রী স্বেচ্ছায় না দিলে স্বামী খরচ করতে পারবে না।

৫. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিকোণে দায়িত্ব পুরুষের। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন, لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةٌ ـ। যে পরিচালক মেয়ে সে জাতি কখনো সফলতা পাবে না।

৬. একজন পুরুষ একসাথে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার অধিকার রাখে কিন্তু একজন স্ত্রী একসাথে চারজন স্বাশী গ্রহণ করতে পারে না। কেননা আল্লাহ্র বাণী–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

তোমরা বিয়ে কর দুইজন তিনজন চারজন যদি ইনসাফ করতে না পার তাহলে একজনই যথেষ্ট। (সূরা নিসা : আয়াত-৩)

৭. একজন পুরুষ নিজেই বিবাহ করতে পারে কিন্তু একজন নারী আলী বা অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করতে পারে না।

৮. তালাক দেয়ার বিষয়াদি পুরুষের হাতে রয়েছে,

৯. প্রথমে সৃষ্টির দিক দিয়ে একজন পুরুষের অধিকার বেশি একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার ইচ্ছানুসারে ভোগ করবে কিন্তু একজন স্ত্রী প্রস্তুত থাকবে যে, কিসে তার স্বামীর মন খুশী হয়।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থা

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুইটি আইন চালু রয়েছে :

১. দায়ভাগ পদ্ধতি। ২. মিতাক্ষরা পদ্ধতি

১. দায়ভাগ পদ্ধতি : দায়ভাগ আইন্ অনুযায়ী তিন শ্রেণীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। (ক) সপিণ্ড : সাপিণ্ডের কেউ জীবিত থাকলে সাকুল্য ও সমানোদকগণ কোন অংশ পাবে না। যে সকল ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে এবং মৃত ব্যক্তির জীবিতকালে যে সকল ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে বাধ্য, তারা সকলেই পরস্পরের সপিণ্ড। দায়ভাগ আইনে সপিণ্ডের সংখ্যা মোট ৫৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪৮ শ্রেণী মহিলা মাত্র ৫ শ্রেণী।

২. **মিতাক্ষরা পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। এ আইনে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রয়েছে।

১. গোত্রজ সপিণ্ড, ২. সমানোদক, ৩. বন্ধু।

গোত্রজ সপিণ্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭ জন।

এর মধ্যে পুরুষ ৫৪। মহিলা মাত্র ৩ জন। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের এ জরিপ থেকেই অনুমেয় হিন্দু ধর্মে মহিলার কত বঞ্চিত। অথচ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে ৮ শ্রেণীর মহিলা সম্পত্তি পেয়ে থাকে। আর পুরুষের সংখ্যা মাত্র ৪ শ্রেণী।

ইসলাম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মধ্যে বর্ণনাতীত পার্থক্যসমূহ : ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীকে তার ন্যায্য সন্তান সর্বাবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। মৃতব্যক্তির ওয়ারিস থাকুক বা নাই থাকুক।

১. **হিন্দু আইন :** হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হতে পারে না। মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় আইনেই মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী, পুতের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়।

২. **ইসলামী আইন :** মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা পুত্র জীবিত থাকলেও কন্যা উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

৩. **হিন্দু আইন :** হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান কোন অংশ পাবে না।

৪. **ইসলামী আইন :** কন্যা যদি চরিত্রহীনা এবং অসতীও হয় তথাপি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে।

৫. **হিন্দু আইন :** দায়ভাগ আইনে অসতীত্বের কারণে কন্যা সন্তান মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীত্ব হতে বঞ্চিত হবে।

৬. **ইসলামী আইন :** মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জীবিত থাকলেও কন্যা তার নির্ধারিত অংশ পাবে।

৭. **হিন্দু আইন :** মিতক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রী মৃত না হওয়া পর্যন্ত কন্যা তার মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিরী হতে পারবেনা।

৮. **ইসলামী আইন** : কন্যা যদি অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা দুরাগ্যে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ হয়, তথাপি উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হবে না। **হিন্দু আইন** : কন্যা অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা দুরাগ্যে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ হলে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

৯. **ইসলামী আইন** : মাতা যদি অসতী হয়, তাহলে উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হবে না।

১০. **হিন্দু আইন** : দায়ভাগ আইনে মাতা অসতী হলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

এরকম আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে, কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উল্লেখ করলাম না। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও এরকম অনেক বৈষম্য বিদ্যমান।

পরিশেষে মুসলিম মা বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বোন! আপনারা নারী সমাজ সম অধিকারের মিথ্যা শ্লোগানে শামিল না হয়ে যদি স্বামীর উপার্জনের উপর নির্ভর করতেন, স্বামীর ঘর গোছাতেন, সন্তান লালন পালন করতেন প্রয়োজনে বাহিরে বের হবার সময় হেজাব পরে বের হতেন তাহলে আজ নির্যাতনের শিকার হতেন না। সকাল দেখলে বলা যায় দিনটা কেমন যাবে। আসলে পাশ্চাত্য সমঅধিকার, নারী নীতিমালার নামের মাকাল ফলের মোহে পড়ে আপনারা যে কোন পথে হাটছেন এ পথের শেষ ঠিকানা যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা দেশের বর্তমান বেহাল অবস্থা দেখলেই অনুমান করা যায়। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ অবশ্যই পারিবারিক ভাঙ্গনের ভয়াবহ কবলে পড়ে যাবে। পাশ্চাত্য সমাজ আজ যে জলন্ত অঙ্গারে পুড়ে ছারখার হচ্ছে অশান্তির সাগরে তারা আজ হাবুডুবু খাচ্ছে আমরাও অবুঝ কীট-পতঙ্গের মত সেই মরণ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার পথ সুগম করছি। আমরা নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারছি। আমাদের ভাবা দরকার আমরা কোন জাতি আমাদের ধর্ম কী? আমাদের মর্যাদা কী? নারী যদি তাদের এসব পরিচয় সম্পর্কে বুঝতে পারে তাহলে সত্য সত্যই তারা তাদের আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের দেয়া অধিকার ও মর্যাদায় আসীন হতে পারবে, পারবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হতে।

তথ্যসূত্র : মুজাহিদুল ইসলাম বিন আব্দুল হামীদ

মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, স্মরণিকা–'১১

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com